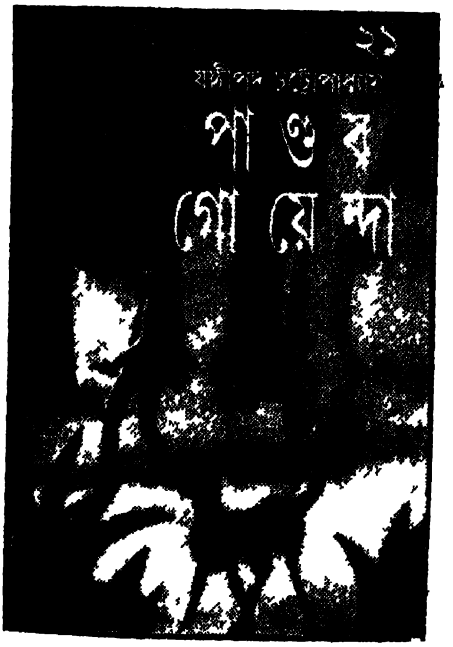

পাণ্ডব গোয়েন্দা ২১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বত্রিশ অভিযান

হঠাৎ সেদিন দুপুরের ডাকে এমন একটা চিঠি এল যে চিঠির প্রতিটি ছত্রই রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে। চিঠিটা একবার, দু'বার নয়, বারবার পড়ল। কিন্তু তবু কিছু ঘের পেল না। বেশ রহস্যজনক চিঠি।

বাবলুর কপালে ঘাম দেখা দিল। সে চিঠিটা নিয়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে আরও একবার পড়ে দেখল। চিঠিটা এই, "প্রিয় পাণ্ডব গোয়েন্দারা—একটি গভীর ষড়যন্ত্রের কথা আমি জানতে পেরেছি। আর তাবই ফলে আমার জীবন আজ বিপন্ন। ওরা আমাকে শাসিয়েছে এই কথা কারও কাছে ফাঁস করলে আমাকে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে বলে। তোমরা কি পারবে আমাকে ওদের গ্রাস থেকে রক্ষা কবতে?"

চিঠিতে কোনও নাম-ঠিকানা বা তারিখ নেই। এমনকী পোস্ট অফিসের ছাপ দেখেও বোঝা যাচ্ছে না কোথা থেকে এসেছে চিঠিটা। কিন্তু মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লেখা এই চিঠিটা যে কোনও অসাবধানী মেয়ের, তা বোঝাই যাচ্ছে।

বাবলুর বারবার খামটাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। দুটো ছাপ আছে, দুটোই অস্পষ্ট। বিরক্তিতে ওর মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। বাবলু একবার ভাবল চিঠিটাকে তালগোল পাকিয়ে ওয়েস্টপেপাব বাস্কেটে ফেলে দেয়, পরক্ষণেই ভাবল রাগের মাথায় কাজটা করা বোধ হয় ঠিক হবে না। কেন না এই চিঠি যে লেখেছে সম্ভবত অন্যমনস্কতার ফলে অথবা তাড়াহুড়োয় নাম-ঠিকানা লিখতে সে ভুলে গেছে। তাই ব্যাপাবটা নিয়ে বীতিমতো তদন্তেব প্রয়োজন।

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে হাঁক দিল, "পঞ্চু!"

বাবলুর ডাক শুনে পঞ্চু তো এলই না, এমনকী ওর সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। তার মানে ধারেকাছে কোথাও নেই বাছাধন।

বাবলু তখন চিঠি রেখে টেলিফোনের কাছে এসে রিসিভার ওঠাল। এখন আর ডায়াল ঘোরাতে হয় না। সবই ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপার। শুধু নম্বরগুলোর ওপর আঙুলের একটু চাপ দিলেই কানেকশন।

ওদিক থেকে বিলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো! কে?"

"আমি বাবলু বলছি। কী করছিস তুই?"

"কিছু না। ক্যাসেটের গান শুনছিলাম।"

"ভোম্বলটা যদি বাড়িতে থাকে তা হলে ওকে নিয়েই চট করে একবাব চলে আয। বিশেষ দরকার।"

"ব্যাপারটা কী?"

"এলেই জানতে পারবি।"

বাবলু ফোন রেখে আবার সোফায় বসে চিঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল দু'জনেই এসে হাজির। বলল, "হঠাৎ এই ভরদুপুরে ডাকলি যে?"

বাবলু ওদের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চিঠিটা ওদের দিকে এগিয়ে দিল। বলল, "আজকের ডাকে এসেছে। পড়ে দ্যাখ।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই পড়ে দেখল চিঠিটা।

ভোম্বল বলল, "এই সমস্ত উড়ো চিঠির গুরুত্ব দিস না। এই চিঠির কোনও মানে হয়? আসলে আমাদের বিভ্রান্ত করবার জন এই চিঠি দিয়েছে কেউ।"

বিলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়। কেউ রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "সেরকম হলেই ভাল। কিন্তু যদি তা না হয়? কেউ যদি সত্যিই বিপাকে পড়ে এই চিঠি আমাদের লিখে থাকে?"

"তাতেই বা হবেটা কী? নাম-ঠিকানাবিহীন চিঠির সূত্র ধরে আমরা কীভাবে কী করব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "চিঠিতে ঠিকানা না থাকলেও খমের ওপরে লেখা আমাদের ঠিকানাটা দেখেছিস? শুধু লেখা আছে পাণ্ডব গোয়েন্দা, আর মিত্তিরদের বাগান।"

বাবলু বলল, "দেখেছি। এতেই মনে হচ্ছে লোকাল এরিয়ার চিঠি। এটা খুব একটা দূর থেকে আসেনি।"

ভোম্বল বলল, "এই ব্যাপারেও একটু তদন্ত হওয়া দরকার। আমার মনে হয় বাচ্চু-বিচ্ছুকে এই ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে। ওদের মেয়ে বন্ধু আছে অনেক। হাতের লেখা দেখলেই ওরা চিনতে পারবে। যদি ওদের স্কুলের কোনও মেয়ে হয় তা হলে তো চিনবেই ওরা। আমার মন বলছে আমাদের চেনা-পরিচিতর ভেতর থেকেই কেউ এ-কাজ করেছে।"

বাবলু বলল, "চিঠিটা যদি রসিকতা হয় তা হলে ঠিকই আছে। কিন্তু যদি সত্য হয় এবং এই এলাকারই কেউ হয় তা হলে সে কেন তার বিপদের কথা এইভাবে চিঠিতে লিখবে? সে তো সরাসরি আমাদেরই বলতে পারত? বাচ্চু-বিচ্ছুর স্কুলের মেয়ে হলে বলতে পারত ওদেরকেও।"

বিলু বলল, "তা কিন্তু ঠিক।"

ভোম্বল বলল, "আমি এখনও বলছি এই নিয়ে একদম মাথা ঘামাস না। এটা স্রেফ মজা করা ছাড়া কিছুই নয়।"

বিলু বলল, "যদি মজাই হয় তা হলেও তো ব্যাপারটা ঘোরালো। এইভাবে অযথা আমাদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবার কোনও অধিকার আছে কি কারও? তাই বাচ্চু-বিচ্ছুর সাহায্যেই এই রহস্যের সমাধান করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে বাচ্চু-বিচ্ছু না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।"

বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আমরা কিন্তু অযথা বসে না থেকে আর-একটা কাজ করতে পারি। একবার পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি, এই চিঠির ব্যাপারে ওঁরা কিছু বলতে পারেন কি না।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! সারাদিনে কত চিঠি আসে। তার ওপরে এই অস্পষ্ট ছাপ। কিছুই বলতে পারবেন না ওঁরা।"

"সেইজন্যই তো যাওয়া। চিঠিতে আমাদের ঠিকানায় হাওড়া কলকাতার কোনও উল্লেখ যখন নেই তখন আশপাশের কোনও পোস্ট অফিসের ছাপ নিয়েই আমাদের পোস্ট অফিসে এসেছে চিঠিটা। তাই ছাপ অস্পষ্ট হলেও পোস্টমাস্টারমশাই ঠিক বুঝে নেবেন।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই বলল, "তা হলে চল।"

মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। বাবলু আলতো করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে বাইরে এল। এসেই দেখল পঞ্চু গলির মোড়ে রাস্তার মাঝখানে বসে দুটো বেড়ালের ঝগড়া দেখছে।

বাবলু জোরে ডাকল, "পঞ্চু!"

ডাক শুনেই পঞ্চু ছুটে এল।

বাবলু ওকে বাড়ির দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে এগিয়ে চলল পোস্ট অফিসের দিকে।

পঞ্চুও নির্দেশ পেয়ে বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য ছুটে বাড়িতে গিয়ে বাইরের দরজা আগলে শুয়ে রইল চুপ করে।

পোস্ট অফিসটা বাবলুদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। পোস্টমাস্টারমশাই ললিতবাবু খুব ঠান্ডা মেজাজের লোক। বাবলুদের দেখেই হাসি হাসি মুখে বললেন, "চিঠি পেয়েছ?"

বাবলুরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "পেয়েছি। আর সেই ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছি।"

"বলো তা হলে শুনি?"

বাবলু বলল, "এই চিঠিটা যদি উড়ো চিঠি না হয় তা হলে কিন্তু দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে চিঠিতে কারও নাম বা ঠিকানা নেই। এমনকী তারিখও না। খামের ওপর আমাদের ঠিকানা যা আছে তা অসম্পূর্ণ। এতেই বোঝা যায় আশপাশেই কোনও অঞ্চল থেকে কেউ পোস্ট করেছে চিঠিটা। আবার পোস্ট অফিসের ছাপ যা আছে তা এমনই অস্পষ্ট যে, দেখে বোঝবার উপায় নেই কোন পোস্ট অফিস মারফত আমাদের হাতে এসে পৌঁছল চিঠিটা। তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পোস্টমাস্টারমশাই বললেন, "তা হলে শোনো, এই চিঠিটা অন্য কোনও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আসেনি। এতে যে ছাপদুটো দেখছ তা আমাদেরই পোস্ট অফিসের। উপযুক্ত কালি না থাকায় দুটো ছাপই অস্পষ্ট হয়েছে। মনে হয় কেউ এসে এইভাবে অসম্পূর্ণ ঠিকানা লেখা চিঠিটা টিকিট না লাগিয়েই আমাদের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে যায়। আমাদের যিনি পোস্টম্যান, সেই শ্যামসুন্দরবাবু এটি আমাকে দেখান। যেহেতু তোমাদেব নামে চিঠি এবং তোমরা আমার পরিচিত তাই আমি চিঠিটাকে বিয়ারিং না করে নিজেই একটি স্ট্যাম্প কিনে লাগিয়ে দিই, আর তাড়াহুড়ো করে পোস্ট অফিসের ছাপও মেরে দিই। তবে উপযুক্ত কালি না থাকায় ছাপটা স্পষ্ট হয়নি।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপার!" বলে বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

ভোম্বল বলল, "চল, একবার একটু বাগান থেকে ঘুরে আসা যাক।"

বাবলু বলল, "এখন না।"

"এখন তা হলে কী করবি?"

'এখন একবার বাড়িতে যাই চল। চায়ের সময় হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে চা-টা খেয়ে নতুন করে এনার্জি নিয়ে আসা যাবে।"

বিলু বলল, "ঠিক। ততক্ষণে বাচ্চু-বিচ্ছুও এসে যাবে।"

ওবা আর বিলম্ব না করে বাড়ি ফিরে এল। তাবপব বাড়িতে এসে এই ব্যাপারে অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলোচনা করে চা-পর্ব শেষ করল। বাবলুর মনে একটাই চিন্তা, চিঠিটা লিখল কে? কেন লিখল? সত্যিই কি কেউ বিপাকে পড়েছে? না কি নিছক রসিকতা?

॥ ২ ॥

চা পর্ব শেষ হলে ওবা তিনজনে মিত্তিরদেব বাগানে এল। পঞ্চুও এল সঙ্গে। পঞ্চুকে এখন বেশ 'মুডি' এবং তবতাজা লাগছে। সারা গায়ে চেকনাই দিচ্ছে বেশ। ও ভাল থাকলেই ভাল।

বাচ্চু-বিচ্ছুরও আসবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু হলে কী হবে? দরকারের সময় সবারই আসতে দেবি হয়।

উদ্বিগ্ন বাবলু বলল, "ব্যাপার কী বল তো? ওরা এখনও আসছে না কেন?"

ভোম্বল হঠাৎই বলল, "ওরা আসবে কী কবে? আজ তো ওদের গানের দিদিমণি আসবেন।"

বিলু বলল, "আরে তাই তো! ওরা তো আসতে পারবে না। স্কুল থেকে আসতে না আসতেই গানেব দিদিমণি এসে যাবেন। তারপর গান শিখতে শিখতে সন্ধে পার হয়ে যাবে। আসবে কখন?"

বাবলু বলল, "টেনশন বেড়ে গেল। যাই হোক, ভোম্বল তুই একবার ওদের বাড়িতে যা। গিয়ে বল, গানের দিদিমণি চলে গেলেই ওরা যেন আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করে। বিশেষ দরকার। তবে এখনই এই চিঠির ব্যাপারে কিছু বলবি না ওদের, কেমন?"

ভোম্বল চলে গেল।

একটু পরেই ফিরে এল বাচ্চু-বিচ্ছুকে সঙ্গে নিয়ে।

বাবলু হেসে বলল, "কী ব্যাপার রে? তোকে ধরে আনতে বললাম তুই বেঁধে আনলি?"

ভোম্বল বলল, "ওরা নিজেরাই আসছিল। ওদের গানের দিদিমণি আজ আসবেন না বলে খবব পাঠিয়েছেন। তাই চলে এল আমার সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "ভালই হয়েছে।" বলে ইঙ্গিতে বসতে বলল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

পঞ্চু তো ওদের দেখেই ছুটে এসে আদর পাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল।

বাবলু একটু গম্ভীর গলায় বলল, "ডোন্ট ডিস্টার্ব পঞ্চু।"

পঞ্চু আর বিরক্ত না করে সরে গেল একটু দূরে।

বাগানের সবুজ ঘাসের আসনে বাচ্চু-বিচ্ছু বসলে বাবলু বলল, "আজ দুপুরের ডাকে একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটা বড়ই রহস্যময়। মনে হচ্ছে কোনও মেয়ের লেখা। চিঠিতে নাম-ঠিকানা কিছুই নেই। এই চিঠির হাতের লেখা দেখে তোরা কি অনুমান করতে পারবি তোদেরই চেনা পরিচিত কেউ কি না?"

বাচ্চু বলল, "কই দেখি চিঠিটা?"

বাবলু চিঠিটা বের করে দেখালে ওরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখল চিঠিটা। কী রহস্যময় চিঠি।

চিঠি পড়ে দু'জনেই গম্ভীর হয়ে গেল।

বিচ্ছু বলল, "না। এই হাতের লেখা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদের ক্লাসের কোনও মেয়ের তো নয়ই, উপরন্তু বন্ধুবান্ধবদেরও নয়। তবে স্কুলের অন্য ক্লাসের কোনও মেয়ের যদি হয় তবে তা বলা মুশকিল। অত মেয়ের হাতের লেখা পরীক্ষা করা কি সম্ভব?"

ভোম্বল বলল, "বাবলু যে কেন এই চিঠিটা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমি এখনও বলছি দলা পাকিয়ে ফেলে দে চিঠিটাকে।"

বিচ্ছু বলল, "না, না, তা কেন? কেউ যখন সাহায্য চেয়ে লিখেছে চিঠিটা, তখন এ-চিঠির গুরুত্ব একটু দিতে হবে বইকী। হয়তো তাড়াহুড়োয়, নয়তো অন্যমনস্কতায়, অথবা অন্য কোনও কারণে ভয় পেয়ে চিঠিতে নাম-ঠিকানাটা লিখতে ভুলে গেছে বেচারি। তাই বলে এটাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না।"

"কী করবি তা হলে?"

"দেখিই না একটু চেষ্টা করে, কতদূর কী করতে পারি?" বলে বলল, "বাবলুদা, চিঠিটা আমার কাছে থাক। কাল স্কুলে বড়দিমণি এলে ওঁকে দেখাব চিঠিটা। উনি নিশ্চয়ই লেখা দেখে চিনবেন অন্য ক্লাসের কোনও মেয়ের লেখা কি না।"

বাচ্চু বলল, "তুই দেখছি সত্যিই মেয়েমানুষ। এই চিঠি বড়দিমণিকে দেখালে আর এর গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে?"

বাবলু বলল, "ঠিক। এ-চিঠি না দেখানোই ভাল।"

বাচ্চু বলল, "দেখালেও লাভ কিছু হবে না। আমাদের স্কুলের কোনও মেয়ে হলে কখনওই এইভাবে চিঠি লিখত না। সরাসরি আমাদেরকেই জানাত।"

বিচ্ছু চিঠিটা বাবলুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "তা অবশ্য ঠিক।"

বিলু বলল, "তা হলে এখন কী করা যায়?"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কী আর করা যাবে? সদাসতর্ক থেকে সবসময় চেষ্টা করতে হবে কোথাও থেকে কোনওরকমে এতটুকু সূত্রও যদি পাওয়া যায়!"

সকলে নীরব। এমনকী পঞ্চুও।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর বসে না থেকে অকারণেই সারা বাগানে পায়চারি শুরু করল। একটা চিঠি যে এমন করে ওদের চিন্তায় ফেলে দেবে, তা ওরা ভাবতেও পারেনি। আসলে অপরাধ ও অপরাধীদের দেখে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এমনই এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, কোনও সাধারণ ঘটনাকেও ওরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ব্যতিক্রম ভোম্বল। তাই এই ব্যাপারে ওর মনের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়াই হল না।

অনেকক্ষণ এইভাবে মৌন ঘোরাঘুরির পর একসময় বিচ্ছু বলল, "চলো বাবলুদা! অনেকদিন আমাদের বাড়িতে যাওনি। আজ আমাদের বাড়িতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে একটু গল্প করবে চলো। মা খুব খুশি হবেন।"

ভোম্বল প্রস্তাবটা শুনেই লাফিয়ে উঠল, "অ্যা-অ্যাই। এইটাই হচ্ছে সত্যিকারের একটা ভাল প্রোপোজাল। তোর মায়ের সঙ্গে গল্প করতে যাওয়া মানেই গল্পের মাঝখানে প্লেটভর্তি ওইসব। এই পড়ন্ত বেলায় এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?"

বাচ্চু এবার একটু অভিমানভরে বলল, "তবে তুমি কিন্তু একটা খুব ভুল করলে ভোম্বলদা।"

"কীরকম?"

"তোর মা মানে? আমার বুঝি মা নয়?"

"নিশ্চয়ই। তোর মা, তোদের মা সবই এক। আমরাও মাসিমা, কাকিমা যাই বলি না কেন, সেও মা। আসলে তুই তো নেমন্তন্ন করিসনি। করেছে বিচ্ছু। তাই বললাম, "তোর মা।"

"এখন আমিও করলাম।"

"তা হলে তোদের মা। আর তোদের দু'জনেরই যখন মা তখন প্লেট কিন্তু ডবল।"

সকলে হেসে উঠল ভোম্বলের কথায়।

ওরা পঞ্চুকে ডেকে নিয়ে বাগানের বাইরে এল। তারপর নিজেদের মধ্যে এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে যখন বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ির কাছাকাছি এসেছে তখনই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ল্যাংচার সঙ্গে। বেঁটেখাটো রোগা ডিগডিগে চেহারার ল্যাংচা হচ্ছে একেবারে ভবঘুরে বাউন্ডুলে বিশ্ববখাটে ছেলে। ওর কাজই হল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। কারও সঙ্গ একবার ওকে পেয়ে বসলে তাকে ও সহজে ছাড়ে না। আঠার মতো লেগে থাকে। ওর আসল নাম কী, তা কেউ জানে না। ওর পরিচয় ও ল্যাংচাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ল্যাংচা বেশ হন্তদন্ত হয়েই আসছিল। ওদের দেখেই বলল, "এই যে বাবা পঞ্চপাণ্ডবরা! তোমাদের কাছেই আসছিলুম।"

বাবলু বলল, "হঠাৎ কী মনে করে?"

"খুব সিরিয়াস ব্যাপার।"

ওর কথা বলার ধরনই এইরকম। তাই হেসে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "কীরকম তবু শুনি?"

"এইখানে দাঁড়িয়ে তো বলা যাবে না। অনেক কথা। একটু কোথাও গিয়ে বসতে হবে।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আমাদের বাড়িতেই এসো। ছাদে বসে কথা হবে।"

"সেই ভাল।"

ওরা ল্যাংচাকে নিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুদের ছাদে গিয়ে বসল।

ওদের মা ল্যাংচাকে দেখেই বললেন, "তুই আবার এইসময় কোত্থেকে জুটে গেলি?"

ল্যাংচা বলল, "আমার কথা আর বলবেন না মাসিমা। কখন যে কোথায় আমি জুটে যাই তা আমিই জানি না।"

বাবলু ল্যাংচাকে বলল, "বল এবার কী বলবি?"

"তার আগে এক গেলাস জল খাওয়া।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই জল এসে গেল। বিচ্ছুই নিয়ে এল জল।

ওর জল খাওয়া হলে গেলাসটা একপাশে সরিয়ে রেখে বিচ্ছু বলল, "ল্যাংচাদা, তোমার জামা-প্যান্টের সঙ্গে জুতোজোড়াটা কিন্তু মানাচ্ছে না। এত দামি জুতো তুমি তো পরো না। কত দিয়ে কিনলে?"

ল্যাংচা এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল বিচ্ছুর কথা শুনে। বলল, "আমার জ্ঞানে আমি কখনও জুতো কিনিনি বে ভাই। কাল একটা বিয়েবাড়িতে খেতে গিয়েছিলুম। সেইখান থেকেই ম্যানেজ করেছি।"

"বিয়েবাড়িতে খেতে গিয়েছিলে! কোথায়"

"বেঙড়পাড়ায়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই হাসি চাপতে পারল না। বলল, "সেটা আবার কোনখানে?"

"বেঙড়পাড়া জানিস না? তা হলে কী করে বোঝাই বল তো তোদের? অনুশীলন সমিতির মাঠ জানিস? হবিসভাতলা?"

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওখানে তো আমরা দুর্গাঠাকুর দেখতে যাই।"

"ওই জায়গাটারই পুরনো নাম বেঙড়পাড়া।"

"তাই বলো। কেন না এ-পাড়ায় কেউ তো তোমাকে নেমন্তন্ন করবে না!"

"ও-পাড়াতেও করেনি কেউ। বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল দেখেই ঢুকে পড়েছিলুম।"

বিচ্ছু বলল, "এইভাবে কদ্দিন চালাবে? যা করেছ তা করেছ, আর কোরো না। ধরা যেদিন পড়বে সেদিন বুঝতে পারবে।"

"আমার বন্ধু চোখ-পচাটা ধবা পড়েছে কাল। আমি কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছি। ওর বরাতে শুধুই মার।"

বাবলু বলল, "তুইও খাবি একদিন। তারপরে টিট হবি। তা যাক, এখন কাজের কথা বল।"

ল্যাংচা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আজ দুপুরের ডাকে তোরা কোনও চিঠি পেয়েছিস?"

বাবলু সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু তুই কী করে জানলি?"

"ওটা রাজকুমারীর চিঠি। আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল তোদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সঙ্গে অন্য চিঠিও ছিল। সেগুলো পোস্ট করতে গিয়ে ভুলে ওই চিঠিটাও পোস্ট করে দিই।"

"তা না হয় হল। কিন্তু কে এই রাজকুমারী?"

"যোগমায়া বিদ্যাপীঠের ছাত্রী।"

"যোগমায়া বিদ্যাপীঠ তো কইপুকুরের কাছে।"

"হ্যাঁ। আমার ওইদিকে যাতায়াত আছে। ওদের বাড়িতে আমি সময় পেলেই যাই। ওর মা কত কী খাওয়ান আমাকে। ওরা খুব ভাল রে। ওর বাবা-মা সকলে। রাজকুমারীর তো তুলনাই হয় না। সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে। কিন্তু বাংলায় কথা বলে, বাংলা স্কুলে পড়ে। বাঙালি মেয়েদের মতন পোশাক পরে। আর ফুল ভালবাসে খুব। রোজ বিকেলে ফুল কিনে চুলে বাঁধে। এই একটা ব্যাপারেই ও দক্ষিণী মেয়েদের মতো।"

বাবলু বলল, "ওইসব শুনে কী করব? ও আমাদের সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছে। কিন্তু চিঠিতে নাম-ঠিকানা কিছুই দেয়নি, কেন?"

"ইচ্ছে করেই দেয়নি বোধ হয়। আসলে খুব সাবধানী মেয়ে তো! সব কিছুই গোপন রাখতে চায়। যদি কোনওরকমে চিঠিটা মিসিং হয় তখন যেন কেউ জানতে না পারে কে লিখেছে, কেন লিখেছে, তাই।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী? এ-ব্যাপারে তুই কি কিছু জানিস?"

"না রে ভাই! ভীষণ চাপা মেয়ে। ও শুধু বলেছে ওর নাকি খুব বিপদ। তাই এই ব্যাপারে ও তোদের সাহায্য চায়।"

"আমাদের পরিচয় ও পেল কী করে?"

ল্যাংচা বলল, "কী করে আবার! আমিই বলেছি ওকে। তোরা তো জানিস আমার একটু ভ্যাজ ভ্যাজ করা স্বভাব। তাই একদিন গল্প করতে করতে তোদের কথা বলে ফেললাম ওকে। ও অবাক হয়ে সব শুনল। তারপর ওর দু'-একজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে তোদের ব্যাপারে সবকিছু জানতেই একদিন আগ্রহ প্রকাশ করল তোদের সঙ্গে আলাপ করবে বলে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ও-ও আর কিছু বলে না, আমিও নিয়ে আসি না। হঠাৎই আজ সকালে ও একটা কাগজে দু' লাইন কী যেন লিখে একটা খামে ভরে আমার হাতে দিয়ে বলল, চিঠিটা খুব তাড়াতাড়ি তোদের কাছে পৌঁছে দিতে। এমনকী এও বলল, আমি যেন এই চিঠির কথা কাউকেই না বলি।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা যদি খুবই গুরুতর হয় তা হলে চিঠি না লিখে ও তো নিজেই তোর সঙ্গে চলে আসতে পারত আমাদের কাছে।"

"আসবে কী করে? এলেই তো জানাজানি।"

"কীসের জানাজানি।"

"তা জানি না।"

"ঠিক আছে, আমরা নিজেরাই তা হলে যাব ওর কাছে।"

"সেটা কি ঠিক হবে?"

"না হওয়ার কী আছে? সেও আসবে না, আমরাও যাব না, অথচ বিপদে তাকে সাহায্য করতে হবে, এ কী করে হয়?"

"আরে, সেইজন্যই তো তোদের কাছে আসা। মেয়েটার এখন জীবনমরণ সমস্যা।"

"তার মানে!" পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল সকলেই।

পঞ্চু এসে ল্যাংচার পায়ের কাছটা শুঁকে গেল একবার। ও কি অন্য কিছুর গন্ধ পেল? কে জানে!

ল্যাংচা বলল, "আজ স্কুল ছুটির পর ওর দু'-একজন বান্ধবীর সঙ্গে ও যখন কথা বলতে বলতে বাড়ি আসছিল সেইসময় কোথা থেকে একটা মোটরবাইক এসে এত জোরে ধাক্কা দেয় ওকে যে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে রক্তারক্তি। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে এখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।"

"চালককে ধরা যায়নি?"

"ধরা দূরের কথা, লোকটাকে চিনতেও পারেনি কেউ। জবরজং পোশাক পরা ছিল, আর মাথায় ছিল হেলমেট।"

ল্যাংচার কথা শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

সামান্য নীরবতার পর বাবলু বলল, "এমনি কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা হলে চালক এসে হয়তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা অন্যরকম। অর্থাৎ মেয়েটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই এই কাজ করা হয়েছে।"

ভোম্বল এতক্ষণে মুখ খুলল, "মাই গড। এত কাণ্ড! অথচ এই চিঠির ব্যাপারটাকে আমি অবহেলা করে উড়িয়েই দিচ্ছিলাম!"

বিলু বলল, "এখন এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

সকলে তাকাল ওর মুখের দিকে।

বিলু কারও দিকে না তাকিয়ে সরাসরি ল্যাংচাকে বলল, "আচ্ছা ল্যাংচা, তুই যখন সকালবেলা ভুল করে চিঠিটা পোস্ট করলি, তখনই সোজা আমাদের কাছে এসে দেখা করলি না কেন?"

"দেখা করে লাভটা কী? চিঠিতে কী যে লিখেছে ও, তা কি আমি জানি? তাই ভাবলাম রাজকুমারীর কাছেই ফিরে যাই, গিয়ে আর একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু গিয়ে দেখি ও তখন স্কুলে চলে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছুর মা নীচ থেকে হাঁক দিলেন, "এই তোরা নীচে আয়। তোদের জলখাবার হয়ে গেছে।"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল।

বাবলুরা কিন্তু নামার আগ্রহ দেখা না। বসে রইল চুপ করে।

শুধু বাচ্চু আর বিচ্ছু গেল খাবার আনতে।

ল্যাংচা বলল, "রাজকুমারী ওর চিঠিতে তোদের কী লিখেছিল রে বাবলু?"

"কিছুই না। শুধু লিখেছিল ওর খুব বিপদ, আমরা যেন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াই।"

"আশা করি এ-কাজ তোরা করবি।"

"অবশ্যই। কিন্তু মেয়েটার কন্ডিশন কেমন?"

"বলতে পারব না। বিকেলবেলা ওদের পাড়ায় গিয়ে দুর্ঘটনার খবর শুনেই আমি তোদের কাছে চলে এসেছি। কেন না আমার মন বলছে ওর মতো মেয়ে যখন তোদের সাহায্য চেয়েছে আর তারপরই যখন এই দুর্ঘটনা, ব্যাপার তখন গুরুতর।"

বাবলু বলল, "তুই এসে খুবই ভাল করেছিস। এখন থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখ আমাদের সঙ্গে। মেয়েটার খবরাখবর দে। ও একটু সুস্থ হলেই বলবি, আমরা গিয়ে দেখা করব ওর সঙ্গে।"

ল্যাংচা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ততক্ষণে বাচ্চু-বিচ্ছু সকলের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। স্রেফ লুচি আর হালুয়া। সেইসঙ্গে চা। এতে ভোম্বলের মন হয়তো ভরল না, তবে আর সকলের ভালই লাগল। ওরা নিমেষে সেইসব খেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। ভারী সুন্দর চা। তৃপ্তিতে ভরে উঠল সকলে।

ল্যাংচা রুমালে মুখ মুছে বলল, "আজ তা হলে আসি?"

বাবলু বলল, "আয়। কাল কখন আসবি?"

"সকালেই আসব।"

ল্যাংচা চলে গেল। ও চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরে রাজকুমারীর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা।

পরদিন সকালেই ল্যাংচা এসে হাজির। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবে মর্নিংওয়াক করে বাবলুদের বাড়িতে এসে বসেছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ল্যাংচা এসে ঘরে ঢুকল।

পঞ্চু খুব ভালভাবেই চেনে ওকে। তাই ভৌ ভৌ করল না।

ল্যাংচার হাবভাব দেখে মনে হল ও দারুণ উত্তেজিত।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার রে? তোর চোখ-মুখ অমন থমথম করছে কেন?"

ল্যাংচা রেগে বলল, "বিয়ে না করেও কাল সারাটা রাত শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে এলাম কিনা, তাই।"

বিলু বলল, "সে কী!"

বাবলু, "যা বলতে চাস স্পষ্ট করে বল।"

"বললাম তো! সারারাত হাজতে ছিলাম কাল।"

বাবলু বলল, "হাজতে ছিলি? কোন অপরাধে?"

বিচ্ছু বলল, "সেই বিয়েবাড়ির জুতো চুরির কেস নিশ্চয়ই?"

"আরে না, না। অন্য ব্যাপার।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, যখন ধরা পড়লি তখন পুলিশকে আমাদের নাম করলি না কেন?"

"কাকে করব? কিছু বলতে গেলেই তো চড়-চাপড় লাগিয়ে দেয়। সন্ধের পর পুলিশের লোকেরা কি পুলিশ থাকে? অন্যরকম হয়ে যায়। আজ সকালে বড় দারোগাবাবু আসতে তাঁকে তোদের নাম বলার পর তিনিই ছেড়ে দেন আমাকে।"

"অপরাধটা কী তোর?"

"অপরাধ কিছুই নয়। পুলিশের মাথা ফাটিয়েছি, তাই।"

বাবলু শিউরে উঠল, "মাই গড!"

"এর মূলে কিন্তু সেই অভিশপ্ত মোটরবাইক। উঃ। বডিখানা কী! আমার মনে হয় মানুষকে চাপা দিয়ে মারবার জন্যই বোধ হয় তৈরি হয়েছিল ওটা। কাল তোদের ওখান থেকে বেরিয়ে যেই না বড় রাস্তায় এসেছি

অমনই জবরজং পোশাক পরা একজন লোক আমাকে চাপা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এল। আমি তো কোনওরকমে বাঁচলাম। আমার মন বলছে রাজকুমারীর আততায়ী ওই লোকই।"

"বলিস কী!"

"কিন্তু আমারও নাম ল্যাংচা। ওর চেয়ে আমি অনেক বেশি ধূর্ত। ওর মতলব খারাপ বুঝেই লাফিয়ে একটা ড্রেনের ধারে সরে গেলাম আমি। লোকটা আমাকে কায়দা করতে না পেয়ে প্যাঁচার মতো গোল মুখে, কুতকুতে চোখে তাকাল। ও যেই না ভীষণ রেগে আমার দিকে তাকিয়েছে আমিও অমনই রাস্তার ধার থেকে একটা ইট কুড়িয়ে ছুড়ে মারলুম ওর দিকে। তা লাগবি তো লাগ দু'জন কনস্টেবল চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল তাদেরই একজনের মাথায়। আততায়ী পালিয়ে বাঁচল। আমি পড়লুম ধরা। ওদেরই একজন এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরল আমাকে। আমি যত বলি খুনি এল খুন করতে, তোমরা দেখেও দেখলে না, আর যেই আমি ওকে মারতে গিয়ে তোমাদের লাগল অমনই আমাকে এসে ধরছ! আমার কী দোষ? হিম্মত থাকে তো যাও না, ওকে গিয়ে ধরো। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ধরেই এমন মার মারল যে, কী বলব!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। একসময় বাবলু বলল, "ব্যাপারটা তা হলে অনেকদূর এগিয়েছে। এখন আসল ঘটনা যে কী, তা রাজকুমারীর মুখ থেকেই শুনতে হবে।"

বিলু বলল, "তবে ল্যাংচা, তুইও কিন্তু সাবধানে থাকবি। তোকে আক্রমণের অর্থই হল আমাদের সঙ্গে তোর এই যোগাযোগটা ওদের পছন্দ না করা।"

ল্যাংচা উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমি সাবধানে থাকব কী রে? অ্যাঁ! ওরা যদি ওদের ভাল চায় তো ওরাই সাবধানে থাকবে এবার থেকে। 'সাপের লেখা বাঘের দেখা' জানিস তো? একবার যখন দেখা হয়েছে বন্ধুর সঙ্গে তখন আর কিন্তু ছাড়ছি না। ওই মুখ আমি জীবনে ভুলব না। ওই মোটরবাইক আর ওই মুখ। আর একবার দেখা হলেই সর্বনাশ! কিছু না করেই যখন হাজতবাস করেছি, কিছু করেই তখন জেলে ঢুকব। রাজকুমারীর বদলা আমি নেবই। ওইসঙ্গে আমার বদলাটাও।"

বাবলু বলল, "রাজকুমারীর খবরটা কী? ও এখন কেমন আছে?"

ল্যাংচা বলল, "বাবলু, আমার মনে হয় তুই খুব 'ডিপলি' ওর ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিস, তাই না? না হলে এমন অন্যমনস্ক তুই তো হোস না কখনও? শুনছিস আমি কাল সারারাত হাজতে ছিলাম, এই সবে আসছি। ওর খবর আমি জানব কী করে?"

বাবলু বলল, "ওঃ। তাই তো! ঠিক আছে, এসেছিস ভালই হয়েছে। চা-টা খা। তারপর চল, তোর সঙ্গে সকলে আমরা রাজকুমারীর বাড়িতে যাই। ওর অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিই। ওর বাড়ির লোকদেরও জিজ্ঞেস করে দেখি ওর ব্যাপারে যদি কিছু ওঁরা বলতে পারেন।"

ল্যাংচা বলল, "তা হলে তো খুবই ভাল হয়। জানাজানি যখন হয়েই গেছে তখন প্রকাশ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়া ভাল। যাক গে, আমাকে একটু মাজন দে দিকিনি, তোদের বাথরুমে গিয়ে দাঁত মেজে মুখটা ধুয়ে নিই। চোখে-মুখে জল দেওয়ার সময় পাইনি এতক্ষণ।"

বাবলু ওকে বাথরুম দেখিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে চা-জলখাবার রেডি। মা সকলকে আদর করে ডিশ ভর্তি খাবার ও চা দিয়ে গেলেন। পঞ্চু চলে গেল রান্নাঘরে। কেন না এই সময়টা ওর খাবার এখন ওখানেই বরাদ্দ থাকে।

॥ ৩ ॥

ল্যাংচাকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলে চলল রাজকুমারীর খোঁজখবর নিতে। রাজকুমারীর বাড়ি হল কইপুকুরের দিকে। বাবলুদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। তাই ওরা সাইকেলেই যাবে ঠিক করল।

পঞ্চু তো ছটফট করতে লাগল যাওয়ার জন্য।

বাবলু বলল, "না। অতদূরে তোর গিয়ে কাজ নেই। আমরা যাই, দেখি। তারপরে যখন কাজ শুরু করব, তখন তুই যাবি।"

কিন্তু পঞ্চু সে-কথা শোনবার পাত্রই নয়। একেবারেই নাছোড়বান্দা সে। তার আগ্রহ প্রকাশ করবার জন্য কেঁউ-কেঁউ করে গলা দিয়ে এমন একরকম স্বর বের করতে লাগল যে, ওকে আর 'না' করা গেল না।

অগত্যা ওকেও নিতে হল সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যেহেতু পঞ্চুকে নিতে হল, তাই সাইকেলে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হল সকলকে। কেন না পঞ্চুকে আর যেভাবেই নিয়ে যাওয়া যাক না কেন, সাইকেলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আর পঞ্চুর এখন এতই নামডাক যে, ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বা বস্তায় মুড়ে নিয়ে যাওয়াটাও উচিত নয়। ওকে নিয়ে এখন এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে ও খেলো হয়।

যাই হোক, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু যার যার বাড়িতে বলেকয়ে চলে এল। তারপর সকলে চলল কইপুকুরের দিকে। সবার আগে পঞ্চু।

এইসব জায়গা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অত্যন্ত পরিচিত। তবে এখন ওদের অভিযানগুলো দূরে দূরে হওয়ার ফলে খুব প্রয়োজন না হলে এদিকে বড় একটা আসে না ওরা।

ওরা যখন অনেকদূর এগিয়েছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে চোখ-পচাটা ছুটে এল। ল্যাংচাকে দেখেই বিস্ময়ে চোখদুটোকে বড় বড় করে বলল, "তোর কী ব্যাপার বল তো? কাল সারারাত কোথায় ছিলি তুই? তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছেন। শিগগির যা, ঘরে যা। আগে গিয়ে দেখা করে আয় মায়ের সঙ্গে।"

বাচ্চু বলল, "সত্যিই তো! কী ছেলে গো তুমি? আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করো।"

ল্যাংচা বলল, "আমার এখন সময় নেই। ও বুড়ি একটু কিছুতেই ভেঙে পড়ে। এরকম কত রাত বাড়িতে আসি না আমি। এ এমন নতুন কিছু নয়।" বলে চোখ-পচাকে বলল, "তুই গিয়ে মাকে বল, আমি ঘণ্টাখানেক বাদে আসছি। আমার ভাত যেন রেডি থাকে।"

চোখ-পচা চলে গেল। যেমন ল্যাংচা, তেমনই ওর বন্ধু। দুটোই সাইজ করা যন্তর একেবারে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এ-পথ সে-পথ করে একসময় এসে হাজির হল রাজকুমারীদের ফ্ল্যাটের সামনে। ওরা থাকে 'এ' ব্লকের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। খুব একটা উন্নতমানের ফ্ল্যাট নয়, তবে বসবাসযোগ্য।'

ল্যাংচা গিয়ে দরজায় নক করতেই রাজকুমারীব বাবা মি. রাও বেরিয়ে এলেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ভাষা পবিষ্কার বাংলা। ল্যাংচাকে দেখেই বললেন, "কী গো, তুমি! কাল তুমি সেই যে গেলে তারপর বিকেলে কী হয়েছিল জানো?"

"সব জানি। আপনার মেয়ের যা হয়েছে, কাল রাতে আমারও তাই হতে যাচ্ছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।"

"সে কী! কোনও চোট-চোট পাওনি তো?"

"একেবারেই না। তা যাগকে, রাজকুমারীর খবর কী?"

"সে ভাল আছে। এসো, ভেতরে এসো। এরা কারা?"

"আমার বন্ধুরা। রাজকুমারী কোন হাসপাতালে আছে?"

"ও তো বাড়িতেই আছে। হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ভর্তি করতে হযনি। আসলে রক্ত দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম খুব। আঘাত বেশ ভালরকম হলেও খুব একটা গুরুতর নয়। শরীরের অনেক জায়গা কেটে-ছেড়ে যাওয়ার ফলে ব্যথা-বেদনা খুব।"

বাবলুরা এক এক করে সবাই ঘরে ঢুকল।

পঞ্চু ভেতরে না ঢুকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল বাইরেটায়।

বাবলুরা ঘরে ঢুকে সোফায় বসলে মিসেস রাও এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, "এ আমার কী হল বলো তো? আমি তো কখনও কারও কোনও ক্ষতি করিনি। তবে কেন আমার এমন হল?"

বাবলু ব্যাপারটাকে হালকা করবার জন্য বলল, "দেখুন অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।"

রাও ঘাড় নাড়লেন। তারপর বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে আর একবার মাথাটাকে নেড়ে বললেন, "এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। ওকে মেরে ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল।"

মিসেস রাও বললেন, "কিন্তু কেন? কী করেছে আমার এই ফুলের মতন মেয়েটা?"

ল্যাংচা বলল, "শুধু কি ওকে? আমি ওর সঙ্গে কথা বলি বলে আমাকেও মারতে এসেছিল।"

বাবলু বলল, "এ-ব্যাপারে থানায় কোনও ডায়েরি করেছেন?"

"সে তো লেখাতেই হবে। পুলিশকে না জানালে এইসব কেসের চিকিৎসাও হবে না হাসপাতালে। তা ছাড়া ও আমার একমাত্র সন্তান। ওর কোনও ক্ষতি করে আমার হাত থেকে পার পাবে না কেউ।"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "রাজকুমারী কি সজ্ঞানে আছে এখন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবে সারা শরীরে ব্যথা বলে উঠতে পারছে না। চলো না পাশের ঘরে।"

বাও এবং রাও-পত্নী ওদের পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা দেখল দুগ্ধফেননিভ একটি শয্যায় শুয়ে আছে রাজকুমারী। কী সুন্দর মেয়েটা! ওকে দেখেই মনে হল যেন সত্যিকারের কোনও রাজকুমারী পালঙ্কে শুয়ে আছে। কথায় বলে, ভ্রমরের মতো চোখ। সেই চোখ যে কী, তা ওরা অনুভব করল। সত্যি কথা বলতে কী, পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত মুখে কালো চোখের এমন আকর্ষণ কখনও দেখেনি ওরা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই রং ফরসা হলে জ্যোৎস্নার ঢল নেমে যেত। ওর মাথায় ব্যান্ডেজ। কয়েক জায়গায় স্টিচ। কেমন যেন ক্লান্ত ও, বিষণ্ণও।

রাজকুমারী আধশোয়া হয়েই ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। কথায় বলে, হাসিতে মুক্তো ঝরে। সত্যিই যেন মুক্তো ঝরে রাজকুমারীর। ও বলল, "তোমরা যে কারা তা আমি জানি। দেখেই চিনতে পেরেছি তোমাদের।"

বিচ্ছু রাজকুমারীর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, "আমরা তোমাকে দেখতে এলাম রাজকুমারী। ল্যাংচাদার মুখে তোমার অবস্থার কথা শুনে আর থাকতে পারলাম না।"

রাজকুমারী বলল, "বেশ করেছ।" তারপর ল্যাংচার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই খুব লাকি রে। তোকে তো আমি ল্যাংচাও নয়, ল্যাংলা বলি। এই প্রথম কাউকে আমি দেখলাম যে কিনা তোকে দাদা বলছে।"

ল্যাংচা হাসল। ওর হাবভাব দেখে মনে হল, এই বাড়িতে তার যেমন অবারিত দ্বাব, তেমনই সে বিশ্বাসী। অথচ একটা বয়ে যাওয়া ছেলে এবং চোর ছাড়া কিছুই নয় ও। একেই বলে মানুষের প্রকৃতি। ক্ষেত্রবিশেষে এইরকম একজনও কত ভাল হতে পারে।

ল্যাংচা রাজকুমারীব ঘরেই মোড়া, চেযার ইত্যাদি এনে সকলের বসবার ব্যবস্থা করে দিল।

সকলে বসলে বাবলু ঘরের আসবাবপত্রগুলোর ওপব একবার চোখ বুলিয়ে রাজকুমারীব দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "তুমি আমাদের চিঠি লিখেছিলে কেন?"

"সে অনেক কথা। সব খুলে না বললে ঠিক বুঝতে পারবে না। তবে আমাব যে সত্যিই এইবকম হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।"

রাজকুমারীর বাবা-মা দু'জনেই কৌতূহলী চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

বাজকুমারী বলল, "তোমরা একটু বাইরে যাও। আমরা কথা বলি।"

মা বললেন, "বেশি কথা বলিস না কিন্তু, মাথায় লাগবে।"

"কিচ্ছু হবে না আমার। আমি ভাল আছি।"

ওঁরা আব বইলেন না। দু'জনেই চলে গেলেন। ওঁবা যখন দরজার কাছে, রাজকুমারী তখন বলল, "আমাব এই নতুন বন্ধুদের কিছু খেতে দাও তোমরা।"

বাবলু বলল, "একদম নয়। এখন আমরা চা পর্যন্ত খাব না। তোমার এইরকম অবস্থা দেখতে এসে কিছুই খাব না আমরা। তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তাবপরে বেশটি করে একদিন প্রীতিভোজ দেবে। আমরা আনন্দ করে খেয়ে যাব।"

রাজকুমারী ল্যাংচাকে বলল, "ল্যাংলা, দরজাটা একটু ভেজিয়ে দে তো বে!"

ল্যাংচা দরজা ভেজিয়ে দিলে রাজকুমারী বলল, "কাল আমার জীবনের একটা অভিশপ্ত দিন গেছে। খুব গুরুরক্ষে যে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার জ্ঞানটা ফিবে এসেছিল, বা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি। হাসপাতালে থাকলে ওরা আমাকে আবার আক্রমণ করত। হয়তো ওখানে গিয়েও মেরে আসত। আমাকে ওরা বাঁচিয়ে বাখত না, বোধ হয় রাখবেও না।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "ওরা কারা?"

"আমাদের আশপাশেই থাকে। আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।"

"কিন্তু কেন?"

রাজকুমারী কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় বাইরে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু। পরক্ষণেই একটি বোমার শব্দ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু কোথায় কে? রাস্তাঘাট থমথম করছে। কেউ কোথাও নেই। এমনকী পঞ্চুও না। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেক ডাকাডাকি করল পঞ্চুকে। কিন্তু ওর কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না।

পঞ্চুর এই উধাও হয়ে যাওয়াটা ভাল লাগল না কারও। বোমার শব্দে এলাকা কেঁপে উঠলেও বারুদের গন্ধ ছাড়া কিছুই নেই এখানে। কোনও হতাহতের চিহ্ন নেই। নেই পঞ্চুও। তার মানে, ও যে কোনও দুষ্কৃতীর সন্ধানে গেছে, তা বোঝাই যাচ্ছে।

তবুও একটা দুশ্চিন্তার কালো মেঘ যেন আচ্ছন্ন করল সকলকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখনই মি. রাও এসে বাবলুর কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, "আমাদের জন্য তোমরা কেন অযথা বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছ? তোমরা বরং চলেই যাও।"

বাবলু বলল, "কিন্তু রাজকুমারীর মুখ থেকে যে আমাদের অনেক কিছু শোনবার ছিল।"

"জানি। যে-কথা ও পুলিশকে বা আমাকে বলতে পারেনি সে-কথা ও তোমাদের বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে ও এত বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে যে, ওর মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ও এখন বিশ্রাম করুক, আমরা বরং বিকেলের দিকে আসব।"

বিলু বলল, "কিন্তু পঞ্চু! পঞ্চু এখনও ফিরছে না কেন? গেলই বা কোনদিকে?"

বলতে বলতেই দেখা গেল পঞ্চু বিজয়গর্বে ফিরে আসছে। বাবলু তো ছুটে গিয়ে আবেগের উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরল পঞ্চুকে। পঞ্চুও ওর বুকে মুখ ঘষে ওর স্বভাবসুলভ ডাকে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

বাবলু দেখল ওর ঠোঁটের পাশে সামান্য একটু রক্তের দাগ। এ দাগ অবশ্য আঘাতজনিত কোনও কারণে নয়। নিশ্চয়ই কাউকে কামড়েছে ও। কিন্তু কাকে কামড়াল? কে সে? কে সেই রহস্যময় আততায়ী? ওরা আর সময় নষ্ট না করে ফিরে এল।

বাবলুরা ফিরে এল, কিন্তু বাড়িতে নয়। ওরা সোজা গিয়ে হাজির হল থানায়। ল্যাংচাও সঙ্গে গেল ওদের।

দারোগাবাবু ল্যাংচাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন, "এই ছ্যাঁচ্চোড়টাকে তোমরা কী করতে নিয়ে এলে বলো তো? কাল রাতে আমাদের একজন কনস্টেবলের মাথা ফাটিয়েছে বেকুবটা।"

বাবলু বলল, "জানি। আসলে ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। না হলে ও বেচারি শুধু শুধু পুলিশের শিরঃপীড়ার কারণ হতে যাবে কেন? কিন্তু এদিকে যে দারুণ একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি আমরা।"

"কীরকম?"

"আপনার কাছে নিশ্চয়ই খবর আছে মহামায়া বিদ্যাপীঠের রাজকুমারী নামে একটি মেয়ের দুর্ঘটনার কথা?"

"ও হ্যাঁ, যদিও ওটা আমার এলাকা নয়, তবুও খবর আছে। তা কী ব্যাপার বলো তো? শুনলাম খুব জোর প্রাণে বেঁচেছে মেয়েটা।"

"সম্ভবত ওই একই ব্যক্তি কাল রাতে আমাদের এই ছেলেটাকে চাপা দিয়ে মারতে এসেছিল। ভাগ্য ভাল যে, সময়মতো সরে পড়তে পেরেছিল ও। তারপরই রাগের মাথায় আততায়ীকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে গেলে সেটা ফসকে ওই কনস্টেবলের মাথায় লাগে।"

"শুনলাম। এও তাই বলেছে আমাকে। তা কারা এইসব করে বেড়াচ্ছে? এই ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে?"

"না। আমরা আজ মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। এই ল্যাংচার সঙ্গে মেয়েটির যোগাযোগ আছে। ও প্রায়ই যায় ওদের বাড়ি। কিন্তু কেন যে এদের দু'জনের ওপর ওদের এত আক্রোশ তা ওরাও জানে না। শুধু তাই নয়, একটু আগে ওদের বাড়ির সামনে একটা বোমা ফাটিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করে ওরা। আমাদের পঞ্চু আততায়ীকে তাড়া করে। এমনকী কামড়েও দেয়।"

"তোমরা তাদের একজনকেও দেখেছ?"

"না?"

ল্যাংচা বলল, "আমি দেখেছি। কাল রাতের ওই কালপ্যাঁচাটাকে আমি কখনও ভুলব না।"

দারোগাবাবু বললেন, "দ্যাখো হে ছোকরা! তুমি যে ধান্দায় ঘোরো, তা আমি জানি।" বলেই বললেন, "আমাব মনে হয়, একে নিয়েই গণ্ডগোলটা দানা পাকিয়েছে। এ-ব্যাটা সব জানে। এখন সাধু সাজছে। চোর একটা। এর পায়ের জুতোজোড়াটা দেখেছ? বোঝাই যাচ্ছে কোথাও থেকে চুরি করেছে এটা।"

ল্যাংচা রেগে বলল, "হ্যাঁ, করেছিই তো। বেশ করেছি। এবার থেকে বেছে বেছে পুলিশের জুতো চুরি করব।"

"তোর সাহস তো কম না রে! আমার সামনে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে কথা বলছিস? আর একটা কথা বললে আবার ঢুকিয়ে দেব।"

ল্যাংচা বলল, "দেখুন স্যার, ওই ঢুকিয়ে দেওয়ার ভয়টা আর আমাকে দেখাবেন না। তবে এও জেনে রাখবেন, বিনা দোষে যদি আমাকে আবার এর ভেতরে রাত্রিবাস করতে হয়, তা হলে কিন্তু এরপর থেকে কোনও পুলিশকে আর কখনও কালীবাবুর বাজারে বাজার করতে যেতে হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দারোগাবাবু রেগে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনলে তো, বদমাশটার কথা? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই শয়তানটা নির্ঘাত কোথাও গিয়ে এমন কিছু করে এসেছে যার ফলেই হচ্ছে এইসব।"

ল্যাংচা দ্বিগুণ রেগে বলল, "আবার আমার নামে মিথ্যে বদনাম? খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু স্যার।"

বাবলু এবার তেড়ে একটা ধমক দিল ল্যাংচাকে, বলল, "কী হচ্ছে কী? এটা কি চায়ের দোকান? এটা থানা। উনি একজন অফিসার। ওঁর সঙ্গে ওইভাবে কথা বলে কেউ? আজ সকালে উনিই তোকে ছেড়েছেন কোনওরকমে কেস-টেস না দিয়ে। সেটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলি?"

"কাল রাতে মেজো দারোগার মারটাও ভুলিনি। গা, হাত, পায়ে ব্যথা করিয়ে দিয়েছে একেবারে। এরা হচ্ছে পুলিশ, এদের কাছে কেউ অভিযোগ নিয়ে আসে? তা ছাড়া এমন দশাসই চেহারা যাদের, কেন যে তাদের দা-রোগা বলা হয় আমি তো কিছু বুঝতে পারি না। এদের নাম হওয়া উচিত মোটুরাম।"

বাবলু বলল, "যা, তুই ঘরে যা দিকিনি। এখানে থাকলেই ভুলভাল বকবি।"

ল্যাংচা চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, "নমস্কার দারোগাবাবু। পারলে অপরাধীকে ধরবেন। না পারলে আমার মতো নিরীহ কাউকে কষ্ট দেবেন না। তা হলেই কিন্তু কেস জন্ডিস হয়ে যাবে। বাই, বাই।"

দারোগাবাবু বললেন, "পাপটাকে কী করতে এখানে নিয়ে এলে বলো তো? তোমরা কি জানো, ও যে-জুতোটা পরে এসেছিল ওটা আমার জামাইয়ের জুতো?"

সবাই চমকে উঠল, "সে কী!"

ভোম্বল বলল, "গালে একটা চড় দিয়ে কেড়ে নিলেন না কেন?"

"ওইটা করলেই ভাল করতাম। বিয়েবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এই জুতোটা খুইয়ে জামাইবাবাজির সে কী দারুণ মনখারাপ। আজ সকালেই ওটা ওর পায়ে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। তবে কিনা ছেলেমানুষ, তায় গরিবের ছেলে, শখ করে পরেছে, কেড়ে নেব? তাই কিছু বলিনি। অথচ ওর কথাবার্তা শোনো? যাক, এখন আমার কাছে তোমরা কী জন্য এসেছ তাই বলো।"

বাবলু বলল, "আপনার কাছে আসার দুটো কারণ, এক, ওই আতঙ্কবাদীকে যেভাবেই হোক ধরতে হবে। দুই, রাজকুমারীর বাড়ির ওপর পুলিশের যেন নজর থাকে।"

দারোগাবাবু বললেন, "শেষেরটা এখনই সম্ভব। কিন্তু প্রথমটার ব্যাপারে সময় লাগবে। তার কারণ, তোমরা যার নাগাল পেলে না, তোমাদের পঞ্চু যাকে ধরতে পারল না, আমরা তাকে কী করে ধরব?"

বাবলু বলল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে স্যার।"

"বলো কী মতলব?"

"আপনি এলাকার ডাক্তারবাবুদের গোপনে নির্দেশ দিন যেন কুকুরে কামড়ানো কোনও লোক চিকিৎসার জন্য গেলেই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। আমার মনে হয়, তাতেই ধরা পড়বে আততায়ী।"

দারোগাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ। আমি এখনই নির্দেশ পাঠাচ্ছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ি ফিরে গেল।

॥ ৪ ॥

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে ওরা সবাই এসে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। বাগানের গাছপালাগুলো পল্লবিত হয়ে আরও ঘন হয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে একঝাঁক টিয়া এসে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে সরব করে তুলল চারদিক।

পঞ্চুর স্ফূর্তি তখন দেখে কে? সে ওই টিয়াপাখিগুলোকে ধরবার জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল।

ভোম্বলও ওর দেখাদেখি ছুটে গেল পাখি ধরবার জন্য। ছোটবড় কত টিয়া। কিন্তু চেষ্টা করাই সার হল! পাখিগুলো ঝোপেঝাড়ে বসে, কিন্তু পরক্ষণেই উড়ে যায়।

বাবলু বলল, "শোন, এখন ওইসব নিয়ে মাতামাতি করবার সময় নয়। তা ছাড়া বনের পাখিকে খাঁচায় পুরে পোষা একটা অমানবিক ব্যাপার। তার চেয়ে যেজন্য এসেছি সেই বিষয়ে আলোচনা হোক।"

ভোম্বল চলে এল।

বাবলু বলল, "পঞ্চু, অর্ডার, অর্ডার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পঞ্চু অর্ডার শব্দের অর্থ বোঝে। অর্থাৎ কিনা বাজে সময় নষ্ট না করে চারদিকে টহল দেওয়ার নির্দেশ। ও তাই মাটি শুঁকেশুঁকে চারদিক ঘুরে দেখবার জন্য বাগানের ভেতরদিকে চলে গেল।

বাবলু বলল, "আমরা কিন্তু এখন বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছি। নাশকতামূলক ব্যাপার যদি চালায় ওরা, তা হলে কখন যে কী হবে তা কে জানে? এই মিত্তিরদের বাগানেও ওরা আসতে পারে। আমাদেরও ক্ষতি করতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "আমরা তা হলে কীভাবে এগোব?"

"এগনোর প্রশ্নটা পরে। সবসময় চোখ-কান খোলা রেখে সতর্ক থাকতে হবে।"

বিলু বলল, "তা যা বলেছিস। এই ব্যাপারে আমার তো ভয় বেশি বাচ্চু-বিচ্ছুকেই।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা সবসময় চলাফেরায় সতর্কই থাকি। সেরকম গোলমেলে ব্যাপার কিছু বুঝলে ঠিকই সামলে নেব।"

বাবলু বলল, "সে-ভরসা আমি রাখি তোদের ওপর। তবে সবসময়ই ওরা যে মোটরবাইক নিয়ে আঘাত করবে তা নয়, অন্য কোনও উপায়ও অবলম্বন করতে পারে।"

বাচ্চু বলল, "দ্যাখো বাবলুদা, বিপদ কোনদিক থেকে কীভাবে আসবে তা যখন জানা নেই তখন হাজার পরিকল্পনা করেও লাভ হবে না কিছু। তবে আত্মরক্ষার হাতিয়ার সঙ্গেই থাকে আমাদের। বিপদ বুঝলেই প্রয়োগ করব।"

বাবলু বলল, "তা হলে ঠিক আছে। আমরা নিশ্চিন্ত রইলাম।"

বিচ্ছু বলল, "এখন তা হলে কী করবে ঠিক করলে?"

"এখন আর এখানে বসে না থেকে আমরা সবাই একবার রাজকুমারীদের বাড়ির দিকে যাই চল। সকালে তো শোনা হল না ওর কথা, এখন কী বলে শুনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

বাবলু জোরে হাঁক দিয়ে ডাকল, "পঞ্চু!"

বাবলুর ডাক শুনে ছুটে এল পঞ্চু।

বাবলু ওকে বাড়ির দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সকলকে নিয়ে বড় রাস্তায় এল।

ভোম্বল বলল, "পঞ্চুটাকেও সঙ্গে নিতে পারতিস।"

"নিতাম। বাড়িতে মা একা আছেন কিনা তাই। বিশেষ করে উনি এখনও জানেন না আমরা আবার একটা নতুন চক্রে জড়িয়ে পড়েছি বলে। তাই হয়তো অসতর্ক থাকবেন। অতএব এক্ষেত্রে পঞ্চুর বাড়ির বাইরে থাকাটা ঠিক নয়। তা ছাড়া রাজকুমারীদের বাড়িও দূরের পথ। বারবার ওকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

সকলে মেনে নিল বাবলুর কথাটা।

বিলু বলল, "এখন তা হলে আমরা কীভাবে যাব? হেঁটে, না সাইকেলে?"

"সাইকেলেই যাওয়া হোক। প্রত্যেকেরই যখন সাইকেল আছে তখন অনেকদিন পর সকলেই একবার দ্বিচক্রযানে বেরিয়ে পড়ি চল।"

ব্যস, যে যার বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে এসে রওনা হল রাজকুমারীদের বাড়ির দিকে।

সেখানে গিয়েই দেখল পুলিশ কথা রেখেছে। রাজকুমারীদের বাড়ির সামনে টহল দিচ্ছে একজন লাঠিধারী কনস্টেবল। দিলে কী হবে? চেহারা দেখলে মনে হয় যেন সদ্য কলেরা থেকে উঠেছে।

বাবলুরা সাইকেল থেকে নেমে কনস্টেবলের কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। বাবলু বলল, "আপনি এখানে কী করছেন? আপনাকে কে পাঠিয়েছে এখানে?"

কনস্টেবল বলল, "কে আবার, বড়বাবু পাঠিয়েছেন আমাকে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আপনাকে আর ডিউটি দিতে হবে না। আপনার ছুটি। আমরা ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি থানায়। আপনি চলে যান।"

"সে কী, তা হলে শুধু শুধু আমাকে আসতে বলেছিলে কেন?"

ঝকমারি করেছিলাম। আপনার যা শরীরের অবস্থা দেখছি তাতে আপনাকে দেখে ভূতেও ভয় পাবে। অতএব আপনি যান। তা ছাড়া এখানকার যা ব্যাপারস্যাপার তাতে আপনাকে দিয়ে চলবে না। এখানে দরকার সাদা পোশাকের তাগতদার গোয়েন্দা পুলিশের। না হলে দুষ্কৃতীরা হয়তো আপনাকেই তুলে নিয়ে চলে যাবে।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ামাত্রই হঠাৎ একটা ভটাস করে শব্দ। শব্দটা এত জোরে হল যে, পিলে চমকে

যায়। বাবলুরাও চমকে উঠল। কিন্তু একটু পরেই চমকের ঘোর কেটে গেলে ওরা যা দেখল, তাতে আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। ওরা দেখল কনস্টেবলটি রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে। তার কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! মূর্ছা গেল নাকি লোকটা?"

বিলু বলল, "ওঁর তো দেখছি চোখে-মুখে জল দেওয়া দরকার।"

ততক্ষণে আশপাশের বাড়ির বাসিন্দারা সকলেই প্রায় বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসেছে রাজকুমারীর বাবা-মা, এমনকী ল্যাংচাও।

বাবলু ল্যাংচাকে দেখেই বলল, "শিগগির এক গেলাস জল নিয়ে আয়।"

ল্যাংচা একটুও দেরি না করে জল নিয়ে এল। সেই জল চোখে-মুখে ঝাপটা দিতেই নড়েচড়ে উঠল কনস্টেবলটি। হঠাৎ একসময় আদুরে গলায় নিজের মনেই বলল, "রাদু"; বলে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে ঝেড়ে উঠে বসল। তারপর ভয়ার্ত স্বরে বলল, "কীসের যেন শব্দ হল তখন?"

বিল্টু বলল, "ও কিছু নয়, একটা সাইকেলের টায়াব ফেটেছে।"

"ওঃ, তাই ভাল। বোমা-টোমা নয় তো?"

বাবলু বলল, "না, না, সেরকম কিছু নয়। আপনি এবার যেতে পারেন।"

কনস্টেবল পথের ধারে পড়ে থাকা তার লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বিদায় নিল। সে চলে গেলে হাসির বেগ সামলাতে না পেরে হেসে গড়িয়ে পড়ল বাবলুরা।

ল্যাংচা বলল, "আর হেসে কাজ নেই। এবার ভেতরে আয়। রাজকুমারী কখন থেকে হানটান করছে তোদের জন্য।"

বাবলু বলল, "ওর সঙ্গে দেখা করব বলেই তো আমরা এসেছি। কিন্তু তুই কতক্ষণ?"

"আমি তো খেয়েদেয়েই চলে এসেছি।"

বাবলুরা সাইকেল রেখে ল্যাংচার সঙ্গে রাজকুমারীর ঘবে ঢুকল। রাজকুমারী সকালবেলাব মতোই আধশোয়া হয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়। ওদের দেখেই আগের মতো হেসে বলল, "এসো।"

বাবলু বলল, "এখন কেমন বোধ করছ?"

"আগের চেয়ে ভাল।"

"ভাল থাকলেই ভাল।"

ওরা রাজকুমারীর ঘরে গিয়ে যে যার সুবিধামতো জায়গায় বসলে রাজকুমারী বলল, "তোমাদেব হাতে এখন সময় আছে তো?"

বাবলু বলল, "অফুরন্ত।"

রাজকুমারী ল্যাংচাকে বলল, "ল্যাংচা, তুই চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর। মা হয়তো তোকে দোকানে যেতে বলবেন।"

ল্যাংচা চলে গেল।

রাজকুমারী বলল, "সকালে বলতে গিয়েও বলা হল না, এখন শোনো। আমি যে কেন তোমাদের শরণাপন্ন হয়েছিলাম তা আমার কথা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে। কিন্তু তোমাদের পঞ্চু কই?"

"ওকে আনিনি।"

"আনলে পারতে। ওকে আমার খুব ভাল লাগে।"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর কথা থাক। এখন তোমার কথা বলো।"

রাজকুমারী বলল, "দিনকয়েক আগে আমি আর আমার এক বান্ধবী সুদেষ্ণা নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম আমাদের পছন্দসই কিছু জিনিস কেনাকাটা করতে। ফিরতে আমাদের সন্ধে হয়ে গেল। তখন অফিস টাইম। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। এদিকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বাবা-মা দু'জনেই প্রচণ্ড রাগারাগি করবেন। তাই আমরা আর বাসের চেষ্টা না করে আকাশবাণীর ফুটপাথ ধরে সোজা চলে এলাম লঞ্চঘাটে। সেখানে রামকৃষ্ণপুরের ফেরি সার্ভিসে পার হয়ে ওপারে যখন পৌঁছলাম তখন লোডশেডিং-এর অন্ধকারে ভরে আছে চারদিক। এ-পথে লোকজন এমনিতেই কম থাকে। তাই কী করব কিছু ভেবে পেলাম না।"

বাবলু বলল, "কেন, ওখানে তো রিকশার অভাব নেই। তোমরা রিকশাতেই যেতে পারবে। তা ছাড়া লঞ্চ যাত্রীরাও যাতায়াত করেন ওই পথে। তোমরা তাঁদের সঙ্গও নিতে পারতে।"

"পারতাম। হঠাৎ হল কী, সুদেষ্ণার এক আত্মীয় ওই সময় লঞ্চে পার হবেন বলে এসে হাজির হলেন ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পথে। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়েই গোলমালটা হয়ে গেল। লঞ্চযাত্রীরা বেশিরভাগই সাইকেল নিয়ে আসেন। সেই সময়টুকুর মধ্যে তাঁরা যে যার সাইকেল নিয়ে চলে গেলেন। যাঁরা রিকশায় যাওয়ার তাঁরাও রিকশায় গেলেন। পায়ে হেঁটে যাঁরা যান, বিদায় নিলেন তাঁরাও।"

"তোমরা পরবর্তী লঞ্চের আসবার জন্য অপেক্ষা করলে না কেন?"

"ওইটাই আমাদের ভুল হল। আমরা দু'জনে জোরকদমে হেঁটেই পথ চলা শুরু করলাম। একসময় মনে হল কারা যেন আমাদের পিছু নিয়েছে। তাদের দু'-এক টুকরো কথা যা আমাদের কানে এল তাতে বুঝলাম ওরা আমাদের নিয়েই আলোচনা করছে। আমরা যে কী করব তা ভেবে পেলাম না। পথে তখন এমন একজনও কেউ নেই যাঁর কাছে আমরা সাহায্য চাইতে পারি।

"যাই হোক, ওদের কথাবার্তা শুনে সুদেষ্ণা এমনই ভয় পেয়ে গেল যে, সে হঠাৎ ছোটা শুরু করল। ওর দেখাদেখি আমিও। দুর্বৃত্তরা তখন আমাদের দু'জনকেই ধাওয়া করল প্রাণপণে। আমি করলাম কী, কৌশলে হঠাৎ একজনের পায়ে পা গলিয়ে দিতেই সে দু'জনকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পথের ওপর। আর সেই সুযোগে আমিও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলাম।"

বাবলু বলল, "তারপর?"

"তারপর? তোমরা নিশ্চয়ই জানো ফোরসোর রোডের পাশ দিয়ে জিনিসপত্র পরিবহণের জন্য একটি রেলপথ আছে। সেইখানে যত্রতত্র অনেক মালগাড়ির ওয়াগন দাঁড় করানো থাকে। আমি ছুটে গিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। লাইন ধরে চাকার ভেতর দিয়ে গুটিসুটি মেরে এগিয়ে চললাম। সেই অন্ধকারে সুদেষ্ণা যে কোথায় গেল টেরও পেলাম না আমি। আমি তখন নিজেকে রক্ষা করতেই তৎপর হলাম।" বলে একটু হাসল রাজকুমারী। হেসে বলল, "সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো? যে লোডশেডিং আমাদের জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে সেই লোডশেডিংই কিন্তু সে-রাতে রক্ষা করল আমাকে।"

"ওরে বাবা! এ তো দেখছি রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার।"

রাজকুমারী বলল, "ঠিক তাই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতে লাগল ওর কাহিনী।

রাজকুমারী বলল, "এত কথা কি চিঠিতে লেখা যায়? সেইজন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, এবার শোনো। বেশ খানিকক্ষণ ওইভাবে যাওয়ার পর একসময় আমি গুদামগুলোর কাছাকাছি চলে এলাম। এইখানে একটি ঘরের ভেতর মোমবাতির আলো জ্বলতে দেখে আমি চুপিসারে এগিয়ে গেলাম সেইখানে। ভাবলাম এর ভেতরে যাঁরা আছেন তাঁদের আমার বিপদের কথা বললে নিশ্চয়ই একটা উপায় হবে। পরক্ষণেই ভাবলাম, আমি যা আশা করছি যদি তার বিপরীত হয়? এইসময় ওঁদের যা কথাবার্তা আমার কানে এল তা শুনে শিউরে উঠলাম আমি। উঁকি মেরে দেখলাম, সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক পেছন ফিরে বসে আছেন, তাঁর সামনেই বসে আছে বদখত চেহারার একজন অত্যন্ত বাজে লোক। যেমনই বিশ্রী তার মুখ, তেমনই কালো গায়ের রং। মানুষ যে অত কালো হয় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

"সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক বললেন, 'এ-কাজে একটু ঝুঁকি থাকলেও ধরা পড়লে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভয় নেই।'

"কালো শয়তান বলল, 'এমন মওকা আমি হাতছাড়া করব না বস। আমি ভাবছি ছেলেটাকে উঠিয়ে এনে লাইনের ওপর হাত-পা বেঁধে লম্বালম্বিভাবে ফেলে রাখব। তারপর ওর শরীরের ওপর দিয়ে যখন হেভি ওয়েটের মালগাড়িটা ওকে দু' ফাঁক করে চলে যাবে তখন আমি উল্লাসে নাচব। কী লাভ শত্রুর শেষ রেখে?'

"না, আমি ওকে প্রাণে মারতে চাই না। ওর এতবড় স্পর্ধা যে, সে কিনা আমার ছেলের গায়ে হাত তোলে? বলে কিনা আমি স্মাগলার, ওয়াগন ব্রেকার। ওকে রেলের লাইনে এমনভাবে বেঁধে রেখো যাতে শুধু হাতদুটোই কাটা যায় ওর। তা হলেই ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। আমার ছেলে ওকে যখনতখন ধরে পেটাবে, ও কিছু করতে পারবে না। ওর ওই হাতদুটো থাকলে জীবনে অনেক উন্নতি করবে ও। কিন্তু হাত না থাকলে কিছুই করতে পারবে না। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাবে।"

কালো শয়তান বলল, "তাই হবে বস। ঠিকানাটা আর একবার বলুন, ডা. চন্দ্রমোহন সিনহা, রামেশ্বর মালিয়া লেন, এই তো? দু'-চারদিনের মধ্যেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। স্কুলে যাওয়ার পথেই টুক করে তুলে নেব বাছাধনকে।"

শুনেই শিউরে উঠলাম আমি। ডা. চন্দ্রমোহন এ এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তার। তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই ষড়যন্ত্র। যেভাবেই হোক এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করতেই হবে। ওইভাবে একটি ছেলের জীবন কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। এই ভেবে পা টিপে টিপে আমি পিছিয়ে এলাম দরজার কাছ থেকে। ভাগ্যে এই শয়তানদের কাছে আমার বিপদের কথা বলে সাহায্য চেয়ে ফেলিনি, তা হলে কী যে হত, তা মনে করেই শিউরে উঠলাম।

এমন সময় হঠাৎই বিশ্বাসঘাতকতা করল লোডশেডিং। আলোয় ভরে উঠল চারদিক। আমি তাড়াতাড়ি করে পালাতে গিয়ে একপাশে সাজিয়ে রাখা কিছু খালি ড্রামের গায়ে ধাক্কা খেতেই সেগুলো উলটে পড়ল সশব্দে। আর ঠিক তখনই সেই শয়তানটা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আমি তখন অনেকটা সরে এসেছি। তবুও সে দেখে ফেলল আমাকে। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "কে। কে ওখানে?"

আর কে? আমি তখন গুদামঘরের উঁচু জায়গাটার ওপর থেকে লাফিয়ে লাইনে নামলাম।

শয়তানটা বলল, "সর্বনাশ হয়েছে বস। নিশ্চয়ই আমাদের সব কথা শুনে ফেলেছে মেয়েটা। না হলে ওইভাবে পালাল কেন?"

দরজার কাছ থেকেই বসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "যেভাবেই হোক আটকাও মেয়েটাকে। দেরি কোরো না, যাও।"

ততক্ষণে আমি ছোটা শুরু করেছি। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ আমার পরিচিত এক লঞ্চযাত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁর রিকশায় উঠে পড়লাম। একটা লঞ্চ বোধ হয় ওপার থেকে এপারে এসেছে তাই দলে দলে যাত্রী আসছে। অত লোকের সংস্পর্শে এসে কোনওরকমে রক্ষা পেলাম। তবু বেশ কিছুটা আসার পর জি টি রোডে যখন এসে পৌঁছেছি, তখনই বুঝলাম সেই শয়তান একটি মোটরবাইকে চেপে আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমি নির্বিঘ্নে বাড়ি আসতে পারলাম।"

এই পর্যন্ত বলে রাজকুমারী থামল।

বাবলু বলল, "তারপর কী হল?"

"তারপর থেকেই আমাকে নজরে রাখতে লাগল ওরা। একদিন স্কুলে যাচ্ছি, হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক সাইকেলে চেপে এসে আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে কানেব কাছে মুখ এনে বলে গেল আমি যা শুনেছি তা যেন ফাঁস না করি। তা হলেই আমার জীবন বিপন্ন হবে।"

বাবলু বলল, "এরপরে তুমি ওদের ভয়ে ডা. সিনহাকে নিশ্চয়ই জানাওনি তাঁর ছেলের বিপদেব কথা?"

"কী করে জানাব? প্রথমত, ওদের ভয়ে; দ্বিতীয়ত, আমাদের বাড়িতে ফোন নেই। তা ছাড়া ডাক্তারবাবুব ফোন নম্বরও জানি না। নিজে গিয়েও যে খবর দেব, তাও সম্ভব নয়। কেন না, রামেশ্বব মালিয়া লেন আমাদেব বাড়ি থেকে অনেক দূরে।"

বাবলু বলল, "তবুও ওরা তোমাকে শাসাতে লাগল। অথচ এই ঘটনাব কথা তুমি কাউকেই বলোনি।"

"না। কাউকেই বলিনি আমি।"

"তোমার সেই বান্ধবী সুদেষ্ণা, তাকেও বলোনি? তার খবর কী? সে রাতে সে কীভাবে রক্ষা পেল ওই দুষ্কৃতীদের খপ্পর থেকে? তার কথা তো কিছুই বললে না?"

রাজকুমারী বলল, "আমার বান্ধবী সুদেষ্ণা সে-রাতে বলতে গেলে একরকম ভাগ্যজোরেই বেঁচে গেছে। আমি যখন পায়ে পা গলিয়ে দু'জন দুষ্কৃতীকে ফেলে দিয়েছিলাম, অন্যান্যরা তখন তাদের সাহায্য করতে ছুটে গিয়েছিল। আর সেই সুযোগে সুদেষ্ণা রেলের শ্রমিকদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে রক্ষা করে নিজেকে। ওরাই পরে ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে।"

বাবলু বলল, "এ-কথা তুমি জানলে কী করে? তুমি কি ওদের বাড়ি গিয়েছিলে? না কি ও এসেছিল তোমার কাছে?"

"আমিই গিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে ও কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেছে। এমনকী স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করেছে ও।"

"সে কী!"

"ওর বাবা বড়দিমণির সঙ্গে দেখা করে সব বলেছেন। আপাতত স্কুলে না এসে বাড়িতেই পড়াশুনা করবে ও।"

"তুমি কি সুদেষ্ণাকে বলেছ ওদের এই ষড়যন্ত্রের কথা?"

রাজকুমারী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "একমাত্র ওকেই বলেছি। তবে ও কাউকে বলবে না।"

"ও নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবুকে ফোনে জানিয়েছে সব কথা। এবং সেই কথাটা শত্রুপক্ষ যেভাবেই হোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জানতে পেরেছে। সুদেষ্ণাদের বাড়িতে ফোন আছে?"

"হ্যাঁ আছে, নেবে?"

বাবলু ফোন নম্বরটা নোট করে নিয়ে বলল, "ওর ঠিকানাটা আমাকে দাও তো। আমরা একবার দেখা করব ওর সঙ্গে।"

রাজকুমারী ওর ব্লু রঙের প্যাডের পাতায় ঝরঝরে মুক্তোর মতো লেখায় লিখে দিল সুদেষ্ণার ঠিকানাটা। বাবলু সেটা পকেটে রেখে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ল্যাংচা ওদের জন্য প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে এলেন রাজকুমারীর মা। বললেন, "তোমাদের ব্যাপারে সবই শুনলাম। আমার এই মেয়েটাকে একটু দেখো বাবা তোমরা।"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই দেখব।"

বাবলুরা খাওয়া-দাওয়ার পর একটুও দেরি না করে যে যার বাড়ির দিকে চলল। সন্ধে তখন উত্তীর্ণ হয়েছে।

পরদিন সকালে মর্নিংওয়াকের শেষে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জড়ো হল বাবলুদের বাড়ি। ওখানে একপ্রস্থ জলযোগের ব্যবস্থা যে ভালই হয় তা কারও অজানা নয়। তাই সেই জলযোগের পর্ব শেষ হতেই বিলু বলল, "এখন আমাদের করণীয় কী?"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "রাজকুমারীর আততায়ীকে উচিত শিক্ষা দেওয়া।"

বিলু বলল, "শুধু রাজকুমারী তো নয়, সেইসঙ্গে ল্যাংচার ব্যাপারটাও এসে যাচ্ছে যে।"

ভোম্বল বলল, "তা ঠিক। আততায়ী হচ্ছে ডবল অপরাধী।"

বাবলু খবরের কাগজের প্রথম পাতার খবরগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, "অপরাধীরা ধারেকাছেই আছে। তাই ওদের ব্যাপারে খুব বেশি মাথা না ঘামালেও চলবে। হয়তো আমাদের গতিবিধির ওপরও নজর রাখছে ওরা। এখন শুধু একটু কায়দাকানুন করে ফাঁদে ফেলতে হবে।"

বিলু বলল, "তা হলে আমরা কীভাবে এগোব?"

বাবলু কাগজ রেখে দেহটাকে টান করে সোফায় এলিয়ে দিয়ে বলল, "রাজকুমারীর বক্তব্য আমরা শুনেছি। এখন সুদেষ্ণা কী বলে শুনতে হবে। তারপরে দেখা করতে হবে ডাক্তার চন্দ্রমোহনের সঙ্গে। তারও পরের কাজ ওই মালগুদামের যে ঘরে ওদের আস্তানা সেই ঘরের আশপাশে নজর রাখা, তা হলেই ফাঁদে পড়বে শয়তানরা।"

বাচ্চু বলল, "তাই যদি হয় তা হলে আর একটুও দেরি না করে আজই আমরা সুদেষ্ণার সঙ্গে দেখা করি না কেন?"

বাবলু বলল, "সুদেষ্ণার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতে হবে। তার আগে ওর সঙ্গে ফোনে আমাদের একটু কথা হওয়া প্রয়োজন।" বলেই উঠে গিয়ে ফোন করল সুদেষ্ণাকে।

ওদিক থেকে সাড়া আসতেই বাবলু বলল, "হ্যালো, এটা কি ডাবল সিক্স সেভেন জিরো জিরো জিরো...।"

"হ্যাঁ।"

"সুদেষ্ণা আছে?"

"আছে। আমি ওর বাবা কথা বলছি। আপনি কে বলছেন?"

"আমাকে আপনি বলার দরকার নেই। একবার সুদেষ্ণাকে দেবেন?"

"না। তোমাদের কিছু বলার থাকলে আমাকে বলতে পারো।"

"আমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি। ওর সঙ্গে...।"

"ও, আচ্ছা, আচ্ছা। ভালই হয়েছে, তুমি ফোন করেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানো, দারুণ এক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। কী যে হবে কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এই ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য পেলে মন্দ হয় না। মেয়েটাকে তো স্কুলে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছি।"

"একদম ভয় পাবেন না। স্কুলে ওকে পাঠাবেন। এখন থেকে ওকেই আমরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করব। ওর যাতায়াতের পথের দিকে নজর রাখব আমরা। অর্থাৎ আমরাই হব ওর বডিগার্ড।"

"ওকে নিয়ে যে আমার বড্ড ভয়। আমার একমাত্র মেয়ে কিনা।"

স্বাভাবিক। একমাত্র ছেলে বলে আমার বাবা-মায়েরও আমাকে নিয়ে ভয়-ভাবনা কম নয়। তবে সেই ভাবটা এখন তাঁরা কাটিয়ে উঠেছেন। আশা করি খুব শিগগির আপনারাও কাটিয়ে উঠবেন।"

"আসলে ব্যাপার কী জানো বাবা? আজকাল সমাজের চেহারা যা দেখছি তাতে শিউরে উঠছি। পথেঘাটে কোনও মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই।"

"নেই তো। সেইজন্যই কারও ভয়ে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। রুখে দাঁড়াতে হবে। কেন না ওদের নজর যখন একবার পড়েছে তখন কিছু না কিছু করবেই ওরা। দেখলেন তো রাজকুমারীর কী অবস্থাটা করল?"

"কী যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।" বলে রিসিভারটা মেয়ের হাতে তুলে দিলেন বাবা, "তোর ফোন।"

সুদেষ্ণা বোধ হয় পাশেই ছিল। বলল, "তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু? কী সৌভাগ্য আমার। রাজকুমারী প্রায়ই বলত তোমাদের কথা। একবার আমরা তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, তোমরা যদি পারো তো এখনই আমাদের বাড়ি চলে এসো। অনেক কথা আছে তোমাদের সঙ্গে। তোমরা পাশে এসে দাঁড়ালে আমিও রুখে দাঁড়ানোর সাহস পাব।"

বাবলু বলল, "আমরা যাওয়ার জন্য রেডি? তোমাদের ঠিকানা নেওয়া আছে। এখনই যাচ্ছি।"

"তোমরা সবাই আসছ তো?"

"অবশ্যই।"

"পঞ্চু! পঞ্চু যেন আসে। ও এলে আমি কিন্তু সবচেয়ে বেশি খুশি হব।"

বাবলু ফোন রাখল। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আশা করি কী কথাবার্তা হল তা আর খুলে বলতে হবে না। অনুমানে বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়ই?"

ওরা সকলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। বলাবাহুল্য, পঞ্চুও চলল ওদের সঙ্গে।

॥ ৫ ॥

সুদেষ্ণাদের বাড়ির সামনে এসেই অবাক হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। অল্প জায়গাব মধ্যে কী সুন্দর ছোটখাটো বাড়ি ওদের। হাওড়া শহরের বুকে এমন সুদৃশ্য বাড়ি এর আগে ওরা দেখেনি কেউ। সত্যি, কত ভাল-ভাল প্ল্যানার যে আমাদের এখানে আছেন! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ওরা যেতেই দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে সুদেষ্ণা ছুটে এসে ঘরের দরজা খুলে দিল। তাবপব চোখদুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "ওমা! তোমরা! আমি তো চিনি তোমাদের। তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা? পথেঘাটে কতবার যে তোমাদের দেখেছি তার ঠিক নেই। তখন ভাবতাম কে তো কে। আচ্ছা তোমরা প্রায়ই রামকৃষ্ণপুর ঘাটে লঞ্চে পারাবার করো না?"

বাবলু বলল, "আগে করতাম।"

সুদেষ্ণার বাবা-মা দু'জনেই এগিয়ে এলেন এবার। বললেন, "এসো, এসো, ভেতরে এসো। সত্যি, আজকের দিনে তোমাদের মতন ছেলেমেয়ে হয় না।"

বাবলু বলল, "হবে না কেন? আমাদের চেয়েও অনেক ভাল ভাল ছেলেমেয়ে আছে যাবা অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। তবে কিনা আমাদের অভিযানের কাহিনীগুলো কাগজে ছাপা হয়, তাদেবটা হয় না। তাই তাদের চেনে না কেউ।"

বাবলুরা ভেতরে ঢুকলে সুদেষ্ণা যে কী করবে, কিছু ঠিক করতে পারল না। প্রথমেই তো বাচ্চু-বিচ্ছুকে জড়িয়ে ধরল দুরন্ত আবেগে। তারপর পঞ্চুকে ধরে সে কী আদর!

আদর পেলে পঞ্চু বেজায় খুশি হয়। তাই সে দিব্যি চোখ বুজে লেজ নেড়ে নেড়ে আদর খেতে লাগল।

সুদেষ্ণা হঠাৎই বলল, "পঞ্চু রাবড়ি খায় তো বাবলু?"

বাবলু হেসে বলল, "দিয়েই দ্যাখো না।"

"তুমিও তো ভালবাসো। তোমাদের খাদ্য তালিকা আমার জানা আছে।"

ভোম্বল বলল, "রাবড়ি আমরা সবাই খাই। তবে কিনা এতজনের রাবডি তুমি জোগাড় করবে কোত্থেকে?"

সুদেষ্ণা বলল, "আমাদের পাড়ায় হালে একটা দোকান হয়েছে। তার কাজই হল শিঙাড়া, কচুরি, মালপো, রাবড়ি আর ছানাবড়া তৈরি করা।"

বিচ্ছু বলল, "ছানাবড়াটা কী?"

"খেলেই বুঝবে। ঠিক কালোজামের মতো দেখতে আর ইয়াব্বড়-বড়।"

বাবলু বলল, "খাওয়ার ফিরিস্তি থাক। এখন এক কাপ করে চা পেলেই আমরা খুশি। তুমি সেই ব্যবস্থাই করো। তারপর যেজন্য এখানে আসা সেই ব্যাপারে আলোচনা হোক। আগে তুমি বলো তুমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করলে কেন?"

সুদেষ্ণা ফোঁস করে উঠল এবার। বলল, "আমি বন্ধ করিনি তো? আমার বাবা-মা দু'জনে মিলে বন্ধ করিয়েছেন।"

সুদেষ্ণার মা বললেন, "ভাগ্যে করিয়েছিলাম, না হলে তোর অবস্থাও রাজকুমারীর মতো হত।"

সুদেষ্ণার বাবা বললেন, "ছেলেমেয়েদের জন্য বাবা-মায়ের যে কী দুশ্চিন্তা, তা যদি এখনকার ছেলেমেয়েরা একটুও বুঝত? আমরাও একসময় ছোট ছিলাম। তখন কিন্তু এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল না। এত মানুষই কি ছিল তখন? এই হাওড়া শহরটাই তখন ছিল একটা গ্রাম। রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর আর সালকিয়া ছাড়া সবই তো গ্রাম ছিল। তোমরা পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছোট থেকে দলবদ্ধ হয়ে অন্যরকমভাবে বড় হয়েছ। যদিও তোমরা এখনও ছোট, তবু তোমরা এমনই যে, সচরাচর কেউ তোমাদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না। করলেও তার নিজের বিপদ সে নিজেই ডেকে আনবে। কিন্তু আমাদের তো তা নয়, কে আমাদের আছে বলো? কাজেই আমাদের একটু বেশি সাবধান হতে হয়।"

ভোম্বল বলল, "সত্যিই, পরিস্থিতি এখন খুবই ভয়াবহ।"

সুদেষ্ণার মা বললেন, "চিন্তা করতে পারো, মেয়েদুটোর ফিরতে একটু দেরি হয়েছে তো অমনই শয়তানরা ওদের পিছু নিয়েছে।"

সুদেষ্ণার বাবা একটু রেগে বললেন, "যত নষ্টের গোড়া হচ্ছ তুমি আর তোমার মেয়ে। কে বলেছিল নিউ মার্কেটে কেনাকাটা করতে যেতে? যাদের অপর্যাপ্ত টাকা-পয়সা আছে, নিজেদের গাড়ি আছে, তাদেরই ওইসব সাজে। এখন কেমন হল? শুধু-শুধু পরের মেয়েটাকেও ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকেও বিপদে ফেললে!"

সুদেষ্ণার মা আর কোনও কথা না বলে চুপ করে গেলেন।

বাবলু বলল, "যাক, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই। বিপদ যখন আসে তখন কোথা দিয়ে যে আসে তা কেউ বলতে পারে না। এখন সুদেষ্ণার মুখেই শোনা যাক সেই রাতের পর কী-কী ঘটেছিল।"

সুদেষ্ণার বাবা-মা দু'জনেই উঠে গেলেন এবার।

বাবলু সুদেষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার বলো তোমার কথা।"

সুদেষ্ণা বলল, "ওইদিনের পর তো আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। কিন্তু তারপর আমরা জড়িয়ে পড়লাম অন্য জালে।"

"কীরকম, তবু শুনি?"

"রাজকুমারীর মুখে নিশ্চয়ই শুনেছ ডা. চন্দ্রমোহন সিনহার ছেলের ব্যাপারটা?"

"শুনেছি।"

"ওই জালেই জড়িয়েছি অমরা। সেদিন সন্ধেবেলা যারা আমাদের পিছু নিয়েছিল তারা ছিল আমাদের পথের শত্রু। ওই পথে না গেলে আমাদের বিপদের আর কোনও আশঙ্কাই নেই। কিন্তু এখন যারা আমাদের নজরে রাখছে তারা কিন্তু আমাদের প্রধান শত্রু।"

"ওরা কীভাবে শাসাচ্ছে?"

"রাজকুমারীর ব্যাপার তো জানো। কাল রাতে ওরা আমাকে ফোনে জানিয়েছে আমার অবস্থাও নাকি রাজকুমারীর মতো হবে।"

"তোমার অপরাধ?"

"রাজকুমারী আমাকে যা-যা বলেছিল, আমি তার সব কথাই ফোনে জানিয়েছি ডা. চন্দ্রমোহনকে।"

"এতে যে রাজকুমারীর বিপদ হবে তা তুমি জানতে না?"

"জানতাম। কিন্তু ডা. চন্দ্রমোহনের ছেলের জীবন রক্ষা করাটাও তো আমাদের উচিত ছিল। এমনকী এও জানতাম এ-ব্যাপারে আমিও জড়িয়ে পড়ব। আমার নিজেরও বিপদ হবে জেনেও আমি সব কথা ফোনে জানিয়েছি ডা. চন্দ্রমোহনকে।"

"এই ব্যাপারে ওঁর প্রতিক্রিয়া কী?"

সুদেষ্ণা সে-কথার উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নাম্বার পুশ করে ফোন করল। তারপর বাবলুর হাতে রিসিভারটা দিয়ে বলল, "ডা. চন্দ্রমোহন।"

বাবলু বলল, "আমি কী বলব? আমার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি?"

ওদিক থেকে ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "হ্যালো, কে বলছেন? ডাক্তারবাবু? আমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি।"

"...আমি ডা. চন্দ্রমোহন। আমার ছেলের ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দেওয়ায় আমি সুদেষ্ণা নামের ওই মেয়েটির কাছে কৃতজ্ঞ। কেন না অর্ক আমার একমাত্র ছেলে। তবে এই পরিকল্পনা যারা করেছে তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি।"

"এই ব্যাপারে আপনি পুলিশকে কিছু জানিয়েছেন?"

"...কী লাভ? তাতে শত্রুতা আরও বাড়বে। তবে ছেলেটাকে সাবধানে রেখেছি।"

"এতে করে কি কোনও সমস্যার সমাধান হবে?"

"...জানি না। আসলে আমি এখন বিভ্রান্ত। একটু আগেই সুদেষ্ণা তোমাদের কথা ফোনে জানিয়েছিল। আমি ওকে বলে রেখেছিলাম তোমরা এলেই ও যেন ফোন করে আমাকে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তোমাদের নাম তো আমি শুনেছি। তাই আমি তোমাদের কাছ থেকেই এই ব্যাপারে একটু পরামর্শ নিতে চাই। তোমরা কি পারবে আমাকে একটু অন্তত সময় দিতে?"

"না পারবার কী আছে?"

"...এখন আমার চেম্বারে রোগী ভর্তি। আমি যদি বিকেলে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি?"

"কোনও অসুবিধে নেই। আপনি আসবেন না, আমরা যাব?"

"প্রয়োজন আমার। তাই আমিই যাব তোমাদের কাছে। এবং সেটা হওয়াই উচিত। তোমরা আমার বাড়িতে নিশ্চয়ই আসবে। আমি গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব। কিন্তু আগে আমি যাব তোমাদের কাছে। আর হ্যাঁ, ওই যে মেয়েটি, যার নাম রাজকুমারী, তার বাড়ির লোকজন যদি অনুমতি দেন তো ওর চিকিৎসার ভার আমিই নিতেই পারি। মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলতে পারলেও নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। আসলে ও-ই তো সব। ঘটনাচক্রে ও সেদিন ওইখানে গিয়ে না পড়লে...।"

বাবলু বলল, "ডাক্তারবাবু, আপনি মহানুভব। ওর কি সে-সৌভাগ্য হবে?"

"...নিশ্চয়ই হবে। তোমাদের বাড়িতে ফোন আছে?"

"আছে। লিখে নিন, ডাবল সিক্স সেভেন টু সিক্স নাইন টু।"

"...ও কে। রাখছি তা হলে।"

বাবলু ফোন রেখে সুদেষ্ণার দিকে তাকালে সুদেষ্ণা বলল, "কী ভাল মানুষ না?"

বাবলু বলল, "উনি ডাক্তার নন, দেবতা।"

এতক্ষণে বিচ্ছু মুখ খুলল, "শুধু উনি কেন? সব ডাক্তারবাবুই দেবতা। অসুস্থ মানুষকে যাঁরা সুস্থ করে তোলেন, নবজন্ম দান করেন, তাঁরা তো দেবতারই প্রতীক।"

বাবলু বলল, "অমন যশস্বী মানুষ চন্দ্রমোহন, অথচ কোনও অহংকার নেই। ঠিক আছে, আমরা তা হলে আসি?"

সুদেষ্ণা অবাক হয়ে বলল, "ওমা! যাবে কী? তোমাদের খাবারগুলো কি তা হলে আমি একাই খাব?"

সুদেষ্ণার কথা শেষ হতেই ওর মা চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে এলেন। তারপর নিয়ে এলেন প্লেট-ভর্তি রাবড়ি, আর যা নিয়ে এলেন তা দেখে সত্যিই চক্ষু ছানাবড়া!

সুদেষ্ণা বলল, "কী, বলেছিলুম না!"

বাবলু বলল, "এত কি আমরা খেতে পারি?"

ভোম্বল একবার জিভ দিয়ে ওর ঠোঁটটাকে চেটে নিয়ে বলল, "ওইসব ভনিতা না করে শুরু কর।"

পঞ্চু তখন আলাদা একটি পাত্রে ওর জন্য বরাদ্দ রাবড়িতে চোখ বুলিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কী লজ্জা! এমন সুখাদ্য কি লোকের বাড়িতে এসে পাওয়ামাত্রই খেতে আছে? তাই লজ্জায় যেন মরে যেতে লাগল ও। অবশেষে সুদেষ্ণা এসে পাত্রটা ওর মুখের কাছে ধরলে তবেই ও খেল।

মিষ্টিমুখের পর্ব শেষ হলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল সুদেষ্ণাদের বাড়ি থেকে।

ডা. চন্দ্রমোহন সিনহা কথা রেখেছিলেন। তাই ঠিক সময়েই হাজির হলেন বাবলুদের বাড়িতে। তবে একা আসেননি তিনি। আসবার সময় সুদেষ্ণাকেও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। আর এনেছেন অর্ককে। যাকে ঘিরে এত কাণ্ড।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছিল তখন। ওরা তো জানতই ডাক্তারবাবু আসবেন, তাই কেউ আর বাগানে যায়নি। ওরা নিজেদের মধ্যেই এই ব্যাপারে নানারকম আলোচনা করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন সময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ।

পঞ্চু তো সবার আগে ছুটে গেল ভৌ-ভৌ করে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও গেল। তারপর সবাইকে নিয়ে ভেতরে এলে সে কী আনন্দ পঞ্চুর! সুদেষ্ণার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে অনবরত কুঁইকুঁই করতে লাগল।

সুদেষ্ণা বাবলুর দিকে চেয়ে বলল, "এই, ওকে সামলাও এবার। দারুণ সুড়সুড়ি দিচ্ছে পায়ে।"

বাবলু বলল, "তুমি সামলাও। যেমন আদর করে রাবড়ি খাইয়েছ, এবার বোঝো।"

ডা. সিনহা সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই শান্ত হয়ে উঠে বসল পঞ্চু।

ডাক্তারবাবু বাক্সভর্তি অনেক মিষ্টি এনেছিলেন। মিষ্টির বাক্সটা বাবলুর হাতে দিলেন।

ততক্ষণে মা'ও এসেছেন অভ্যর্থনা জানাতে।

বাবলু সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

মা অর্কর দিকে চেয়ে বললেন, "আহা রে! এইটুকু ছেলের পেছনে এত ষড়যন্ত্র! ওরা কি মানুষ?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এই আমার একটিমাত্র ছেলে মা।"

"আমারও তো।"

মা এবার সকলের জন্য চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে ভেতরে গেলেন। মাকে সাহায্য করবাব জন্য বাচ্চু-বিচ্ছুও গেল। দেখাদেখি সুদেষ্ণাও।

ডাক্তার সিনহা এবার গুছিয়ে বসে বললেন, "এবার তা হলে তোমরাই বলো এই ছেলেটাকে নিয়ে আমি এখন কী করব? ওকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেব, না, রেখে দেব নিজের কাছেই?"

বাবলু বলল, "এই ছেলেকে ছেড়ে আপনি কি থাকতে পারবেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "অসম্ভব!"

"তা হলে ও-চিন্তা মন থেকে ত্যাগ করুন। ছেলেকে সবসময় নিজের কাছেই রাখুন। তাতে যা হয় হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? ওবা কারা? ওরা হঠাৎ আপনার মতো লোকের সঙ্গে এইভাবে শত্রুতা করতে চাইছে কেন?"

"সে অনেক কথা বাবলু। সেইকথা বলবার জন্যই তো আমি তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।"

বাবলু এবার সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বেশ আয়েশ করে বসে বলল, "বলুন তো ব্যাপারটা কী, শুনি?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "প্রথমেই জেনে রাখো, আমি কিন্তু জন্মসূত্রে তোমাদের এই হাওড়া শহরের বাসিন্দা নই। আমার জন্ম হয়েছিল বিহারের হাজারিবাগ জেলার এক গ্রামে। আর ছেলেবেলা কেটেছিল ধানবাদে। খুব ছেলেবেলায় আমার বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। তখন থেকেই আমার মামারা মানুষ করেন আমাকে। মামারা একটি কোলিয়ারির দেখাশোনা করতেন। বেশ অবস্থাপন্ন মানুষ ছিলেন তাঁরা। তা যাই হোক, তাঁরা কিন্তু আমাকে লেখাপড়া শেখাতে কার্পণ্য কবেননি। খুব আদর-যত্নে লালনপালন করেছিলেন। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে আমি কলকাতার সূর্য সেন স্ট্রিটের একটি মেসে থেকে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ি। মামাদের আর্থিক সহায়তায় এবং আমার নিজের চেষ্টায় খুব ভালভাবেই ডাক্তারিটা পাশ করি আমি। তাবপব আমার জীবনে অভূতপূর্ব সাফল্য আসে। আমি বিয়ে-থা করি। আমাব শ্বশুরমশাইও নামকরা ডাক্তাব ছিলেন। রামেশ্বর মালিয়া লেনে যে-বাড়িতে আমি আছি, এই বাড়ি তাঁরই। যেহেতু আমার স্ত্রী ছাড়া তাঁব আব কোনও সন্তানাদি ছিল না, তাই শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে ওই বাড়িতেই বসবাস করছি আমি। পরিবেশ ভাল না হওয়ায় এক-একসময় ভাবি এখান থেকে চলে যাব অন্য কোথাও, কিন্তু পারি না। তা ছাড়া তোমরা তো জানো, ওই অঞ্চলে আমার দুর্দান্ত পসার।"

বাবলু বলল, "শুধু ওই অঞ্চলে কেন, হাওড়া শহরের সর্বত্রই আপনার নামডাক খুব।"

এমন সময় প্লেটভর্তি খাবার ও চা নিয়ে বাচ্চু বিচ্ছু ও সুদেষ্ণা এল। সুদেষ্ণা মেয়েটা কী সাবলীল! এরই মধ্যে একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে গেছে।

বাচ্চু বলল, "আগে এগুলোর সদ্ব্যবহার হোক, তারপরে পরের কথা হবে।"

মা তখন অনেক মিষ্টি আর লুচি এনে অর্ককে দিয়েছেন।

বাবলু হেসে বলল, "এর সবই কিন্তু খেতে হবে তোমাকে। কিছু ফেলে রাখলে চলবে না।"

সাময়িক বিরতি।

জলযোগ-পর্ব শেষ করে চায়ে চুমুক দিয়ে বাবলু বলল, "তারপর?"

ডাক্তারবাবুও বেশ বড় ধরনের একটা চুমুক দিয়ে চায়ের প্লেট নামিয়ে রেখে বললেন, "সকলের শুভেচ্ছা

আর ভালবাসা নিয়ে বেশ সুখেই দিনগুলো কাটছিল আমাদের। হঠাৎই একদিন দুষ্ট গ্রহের মতন এসে আবির্ভূত হল এক অশুভ প্রেত।"

বাবলু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কী রকম?"

"ওর নাম কালাচাঁদ রায়। একই সঙ্গে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তাম আমরা। কালাচাঁদ ছিল ছাত্রসমাজের কলঙ্ক একটা। মস্ত বড়লোকের কুলাঙ্গার ছেলে। স্বভাব-চরিত্র যেমন খারাপ ছিল, তেমনই ছিল বদ। নোংরামি, গুন্ডামি সবকিছুতেই ও ছিল শীর্ষস্থানে। নোটের বাণ্ডিল ফেলে ডাক্তারিটা পাশ কববে ভেবেছিল। কিন্তু পারেনি। আমি ওকে বরাবরই এড়িয়ে চলতাম। তবুও ও সবসময় আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করত। যাই হোক, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, আমার সাফল্য, ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, এ-সবই ওর ঈর্ষাব কারণ হল। তাই হঠাৎ করে সেদিন আমার চেম্বারে ওকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম আমি।"

বাবলু বলল, "উনি কি একাই এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ। এবং খুব সহজ-সরলভাবে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ভদ্রলোকেব মতন। প্রথমেই আমার পসার ও প্রতিপত্তিতে ও যে গর্বিত, সে-কথা বলতে ভুলল না। পরে বলল, 'দ্যাখো ভাই, যদিও আমরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছি তবুও সবার জীবনের পথ কিন্তু সবসময় একরকম হয় না। তুমি ডাক্তারি কবছ, আমি প্রোমোটারের কাজ করছি। সেইসঙ্গে রেলের কন্ট্রাক্টর। কোটি-কোটি টাকার বিজনেস আমার। হাওড়া শহরে বেশ কয়েকটা বহুতল বাড়ি তৈরি করেছি আমি। নিজেব জন্যও বাড়ি একখানা যা করেছি, তা দেখলে তাক লেগে যাবে।' আমি বললাম, 'কোথায় করেছ তোমাব বাড়ি?' ও বলল, 'হাওড়ায় নয়। কালীঘাট স্টেশনের কাছে। তা যাকগে, তুমি ডাক্তারি করে যা না করেছ আমি তার থেকেও অনেক বেশি জমিয়েছি।' আমার এবার রাগে মাথাটা গরম হয়ে গেল। বললাম, 'ওসব বাজে কথা রেখে কীজন্য এখানে এসেছ তাই বলো।' ও বেশ রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'আমি এসেছি আমাদের পুরনো সম্পর্কটা একটু ঝালিযে নিতে।"

ভোম্বল এতক্ষণ বেশ মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো। এবার দারুণ রেগে বলল, "এই সময় ওব নাকে একটা টেনে ঘুষি মারলেন না কেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "মারাটাই উচিত ছিল। যাই হোক, আমি ওকে জিজ্ঞেস কবলাম, 'সম্পর্ক! কীসের সম্পর্ক?' ও নির্বিকারভাবেই বলল, 'সে কী! বন্ধুত্বের সম্পর্ক!' আমি বললাম, 'তোমাব সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাব কোনওদিনই ছিল না। তাই সেই সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' ও হেসে বলল, 'তুমি আমাকে এড়িয়ে গেলে কী হবে ডাক্তার, তোমার আর আমার মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন আছে। না হলে তোমাব আমার দু'জনের ছেলেই একই স্কুলে একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়াশোনা করে? শুধু তাই নয়, মারামারিও করে। যদিও গায়ের জোরে আমার ছেলে তোমার ছেলের সঙ্গে পেরে ওঠে না, তবুও আমাব প্রকৃতি তো জানো, কাজেই আমার ছেলে কিন্তু কালসাপের বাচ্চা।' ওর এই কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল।"

বাবলু বলল, "তারপর?"

"তারপর আমি মরিয়া হয়ে বললাম, 'ব্যস, খুব হয়েছে। এবার তুমি আসতে পারো। আমার অনেক কাজ আছে এখন।' ও একটু বিদ্রূপ করে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। তুমি এখন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। নামকরা ডাক্তার। তোমার সময়ের দাম তো অনেক হবেই। তা যাক, এখন তা হলে কাজের কথাটাই বলি, আমার শ্যালক শিবকুমাব শর্মা একজন ড্রাগিস্ট। তুমি যদি তোমার পেশেন্টদের জন্য তাব কোম্পানির ওষুধগুলো ব্যবহার করতে বলো তা হলে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার নতুন করে বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে।'"

বিলু বলল, "উঃ! কী ধান্দাবাজ।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওর কথার উত্তরে আমি বললাম, 'দ্যাখো ভাই, কলেজ-জীবনে তুমি কোনওদিনই আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করোনি। কাজেই আজ হঠাৎ তোমার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব করতে মোটেই আমি রাজি নই। বিশেষ করে তুমি যে-প্রকৃতির মানুষ তাতে তোমার শ্যালকের ব্যবসা যে কতটা নির্ভরযোগ্য তাতেও আমার সন্দেহ আছে।"

বাবলু বলল, "এই কথা শুনে কালাচাঁদ কী বলল?"

"কালাচাঁদ বলল, 'দ্যাখো ভাই, এটা আমার আবেদন। তবে আমার এই আবেদন রক্ষা করা না-করার ব্যাপারটা কিন্তু একান্তই তোমার। বন্ধু হিসেবে আমি এইটুকুই শুধু বলতে চাই, আমার প্রস্তাবে রাজি হলে ভাল করতে।' আমি বললাম, 'তোমার এই প্রস্তাবে রাজি হওয়া আমার পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। তুমি বরং অন্য কোথাও চেষ্টা করো। এই অঞ্চলে আরও তো ডাক্তারবাবু আছেন, তুমি গিয়ে তাঁদেরকে রাজি করাও।' ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলল, 'সে তো করাবই। ব্যাঙের ভরসায় কি কেউ খাল কাটে? তবে কিনা তোমার এখন হাতযশ বেশি, নামডাকও খুব। তাই তোমার কাছেই এসেছিলাম।' আমি বললাম, 'যাতে তোমার শ্যালকের কোম্পানির দু' নম্বরি ওষুধগুলো ব্যবহার করে কয়েকজন অসুস্থ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়ে আমি আমার সুনাম নষ্ট করি এই আশায় তো?'"

বাবলু বলল, "উপযুক্ত জবাব। তারপর?"

"কালাচাঁদের সেই সময়ের মুখের অবস্থা আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। ওর দু' চোখে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে তখন। ভয়ংকর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'মণিমোহন আয়ারের চিকিৎসাটা তুমিই করছিলে না?' ওর কথা শুনে আমার বুক শুকিয়ে গেল। বললাম, 'হ্যাঁ। এবং জাল ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় তিনি মারা যান। পরে সেই ওষুধের স্যাম্পেল আমি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখি ওষুধটা—।' ও বলল, 'জাল। এবং সেইজন্যই এখন তোমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে কোনও ক্রেতা ওষুধ কিনতে গেলে ক্যাশমেমো চায়, তাই না?' আমি কী বলব কিছুই ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, 'তা হলে সেই ওষুধ তোমারই শ্যালকের কোম্পানির নয় তো?' ও হেসে বলল, 'বকলমে আমারই।' আমি বললাম, 'যে-দোকান থেকে ওষুধটা কেনা হয়েছিল সেই দোকান সিজ করে পুলিশ সমস্ত জাল ওষুধ আটক করেছে। দোকানদার পলাতক। তবে পুলিশ যেভাবে হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছে, তাতে একদিন-না-একদিন ধরা সে পড়বেই। তখন কিন্তু—।' কালাচাঁদ হেসে বলল, 'ধরা ও কোনওদিনই পড়বে না বন্ধু। কারণ আমি নিজের হাতে সলিল সমাধি দিয়েছি তাকে।' ওর এই কথা শুনে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। কালাচাঁদ আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বিদায় নিল।"

সব শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতবাক! হবে না-ই বা কেন? এইভাবে কোনও অপরাধী অবলীলায় যদি তার নিজের অপরাধের কথা বলতে পারে তা হলে সে যে কতখানি ভয়ংকর, পাণ্ডব গোয়েন্দারা তা জানে।

বিচ্ছু সবিস্ময়ে বলল, "কী সাংঘাতিক লোক রে বাবা!"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা হলেই বুঝেছ তো, আমি কেন ওদের ভয় পাই?"

বাচ্চু বলল, "একটু অসাবধান হলেই ও-লোক যে-কোনও সময় একটা বড় ধরনের ক্ষতি করে দিতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "ভাগ্যে ওইদিন রাজকুমারী আর সুদেষ্ণা ওই পথে গিয়ে পড়েছিল, তাই তো জানতে পারল ওই ষড়যন্ত্রের কথা। না হলে ছেলেটাকে ওরা তুলে নিয়ে যেতই।"

বাবলু এবার অর্কর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা অর্ক, কয়েকটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব। তুমি ঠিকঠাক উত্তর দাও তো!"

অর্ক তখন খাওয়া শেষ করে জলে চুমুক দিয়ে জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখেছে। বলল, "কী জানতে চান বলুন?"

"তুমি এখন কোন ক্লাসে পড়ো?"

"আমি ক্লাস সিক্স-এ পড়ি।"

"বাঃ বাঃ, ভেরি গুড। কালাচাঁদবাবুর ছেলেও তোমার সঙ্গে পড়ে?"

"হ্যাঁ। আমি 'ক' বিভাগে, ও 'খ' বিভাগে।"

"ওর নাম কী?"

"জগমোহন রায়। ডাকনাম জগা।"

"ও কি খুবই দুরন্ত?"

"ভয়ানক। সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে। কেউ কিছু না করলেও আচমকা পিঠে কিল, ঘুষি মেরে লুকিয়ে পড়ে।"

"তোমার সঙ্গেও ওইরকম করে নিশ্চয়ই?"

"প্রায়ই। সেদিন আমরা দু'-তিনজন বন্ধু মিলে ওকে খুব পিটিয়েছিলাম।"

"কেন? শুধু কি ওই মারের কারণে?"

"না। সেদিন ও বলেছিল, 'তোর বাবা ডাক্তার নয়, ডাকাত। তোর বাবা রুগি মারে। তোর বাবার মতন ডাক্তারকে আমার বাবা কাজের লোক রাখতে পারে', তাই।"

"এইজন্যই সবাই মিলে তোমরা মারলে ওকে?"

"না। প্রথমে ও একটা ছেলেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল। আমরা সবাই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম তাই এই কথা বলল। আমিও বলেছি, 'তোর বাবা তো একটা স্মাগলার, ওয়াগন ব্রেকার।'"

বাবলু বলল, "এইসব তুমি কী করে জানলে?"

"বাড়িতে আলোচনা হয়। তা ছাড়া স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরাও বলাবলি করে।"

"আর এইসব বোলো না। বরং ও মারধোর করলে তোমরা হেডস্যারকে জানিয়ে দেবে।"

"হেডস্যার সব জানেন, তাই ওকে এ-বছর থেকে আর এই স্কুলে রাখবেন না। টি সি দিয়ে দেবেন।"

বাবলু এবার ডাক্তারবাবুকে বলল, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওই কালাচাঁদ রায় কি বাঙালি?"

"রায় যখন, তখন নিশ্চয়ই বাঙালি।"

"রায় হলেই যে বাঙালি হবেন তার কোনও মানে নেই। তবে কোনও ননবেঙ্গলিকে উনি বিয়ে করে থাকতে পারেন। কেন না ওঁর শ্যালকের নাম শিবকুমার শর্মা। আর ছেলেরও নাম রেখেছেন জগমোহন। এই রকম নাম কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে সচরাচর রাখে না।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তুমি ঠিকই ধরেছ তো! তাই-ই হবে। ও কিন্তু কলেজে পড়বার সময় হাজাবিবাগ কোডারমা অঞ্চলে যাতায়াত করত খুব।"

বাবলু বলল, "এইসব খোঁজখবর এবার নিতে হবে। ওই শিবকুমার শর্মা কী ধরনের লোক, জানতে হবে তাও। ওদের ড্রাগ তৈরির ল্যাবরেটরি কোথায়, সেটাও খুঁজে বের করতে হবে। এখন বলুন, ওই কালাচাঁদ রায় থাকেন কোথায়? উনি নিজেই আপনার কাছে বলেছেন কালীঘাট স্টেশনের কাছে দেখবার মতো একটা বাড়ি করেছেন উনি। তা যদি হয় তা হলে ওঁর ছেলে কি সেখান থেকে পড়তে আসে?"

অর্ক বলল, "ও কিন্তু রোজ গাড়িতে আসে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "গাড়িতে এলেও কালীঘাট থেকে আসে না ও। ওদের পৈতৃক বাড়ি রাজবল্লভ সাহা লেনে। মনে হয় সেখান থেকেই আসে। কালীঘাটের বাড়িটা নতুন।"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে কলেজ-জীবন থেকে যে-বিদ্বেষের শুরু, আজও তা অব্যাহত আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। সারাজীবন আপনার সঙ্গে শত্রুতা কবেই চলবেন উনি।"

"তোমার ধারণাই ঠিক।"

"করবেন তার প্রথম কারণ, ডাক্তারি পরীক্ষায় আপনার ভালভাবে উত্তীর্ণ হওয়া এবং ওঁব ব্যর্থতা এবং তার পরবর্তীকালে আপনার এই নামযশ, প্রতিষ্ঠা, ওঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় কারণ, আপনি ওঁর শ্যালকের বকলমে ওঁর ওইসব ওষুধপত্তর আপনার প্রেসক্রিপশনে ব্যবহার করতে রাজি হননি, তাই।"

"ঠিক তাই।"

"আর আপনার ছেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা জানতে পারার ফলেই রাজকুমারীকে ওইরকম কঠিন মূল্য দিতে হল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওই কালো শয়তানটি কে? উনিই কি কালাচাঁদবাবুর শ্যালক শিবকুমাব শর্মা?"

"না। ওর নাম রাকেশ। ডাকনাম রাকা। যদিও নামের সঙ্গে ওর চেহারার কোনও মিল নেই। কেন না 'রাকা' শব্দের অর্থ হল পূর্ণিমার চাঁদের মতো যার প্রকাশ। এ-ক্ষেত্রে তার উলটোটা। অর্থাৎ ওই রাকার প্রকাশ এখন অমাবস্যার কালিমায়।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "আপনি এতসব কী করে জানলেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওই দিনের পর কালাচাঁদ আরও দু'-একবার ওইরকম প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। তখন ওই রাকাও সঙ্গে ছিল।"

ততক্ষণে আর-এক প্রস্থ চা এসে গেছে।

চা খেতে-খেতে ডাক্তারবাবু বললেন, "ওদের ওই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা ফাঁস হতেই আমি ভয়ে আর স্কুলে পাঠাইনি ছেলেটাকে।"

বাবলু বলল, "বেশ করেছেন। তবে কিনা একটা ছেলে, তা সে যত মেধাবীই হোক না কেন, বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা বিকাশের সুযোগ না পেলে তার পক্ষে স্ট্যান্ড করা মুশকিল। কোন স্কুলে পড়ে ও?"

"রামকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে।"

"এটা একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার হল তো! এদিকে সুদেষ্ণা ভয়ে স্কুলে যাচ্ছে না, ওদিকে অর্ক যাচ্ছে না।"

"অথচ উপায় কী বলো?"

ভোম্বল বলল, "উপায় নেই কে বলল? আমি আজই ওদের স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে বলে আসছি অবিলম্বে ওই বদ ছেলেকে স্কুল থেকে বিদায় দিয়ে বোর্ডিং-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। সেইসঙ্গে ওই কালাচাঁদকেও শাসিয়ে আসব, আজ থেকে এই এলাকার কোনও স্কুলের কোনও ছেলেমেয়ের গায়ে এতটুকু আঁচড়ও যদি লাগে তা হলে তার ফল যে কত খারাপ হবে তা কিন্তু ওঁর কল্পনারও বাইরে হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "এসব ব্যাপার জেনেও আপনি পুলিশকে কিছু না জানিয়ে চুপচাপ আছেন?"

"পুলিশকে জানালে ফল যদি আরও খারাপ হয়, তাই।"

বাবলু বলল, "আমরা যখন জেনেছি তখন এর একটা বিহিত আমরা করবই। আপাতত আপনি একজন বডিগার্ড রেখে আপনার গাড়িতে করে ছেলেকে স্কুলে পাঠাবেন। সুদেষ্ণার দায়িত্ব নেব আমরা। আমাদের সঙ্গে পঞ্চু তো আছেই। আর—।"

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে যে এসে ঘরে ঢুকল তাকে দেখেই অবাক হয়ে গেল সকলে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার ল্যাংচা! এত উত্তেজিত কেন তুই? খবর কী?"

ল্যাংচা উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "কী আর খবর? কেন আমি পুলিশের ওপর হাড়ে চটা এবাব বুঝছিস তো? ওসব দারোগা দামোটাকে আমি একদম পরোয়া করি না।"

বিলু ধমকে বলল, "আরে ব্যাপারটা কী, বলবি তো?"

"সাংঘাতিক ব্যাপার। রাজকুমারী কিডন্যাপড।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভয়ংকর রকমের উত্তেজিত হয়ে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "রসিকতা করছিস না তো?"

"না রে! আজ দুপুরে ওর বাবা যখন অফিসে গিয়েছিলেন ঠিক তখনই হঠাৎ দরজায় কারা এসে নক করতেই ওর মা দরজা খুলে দেন। দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মায়ের ওপর। তারপর আর কিছুই করতে পাবেন না ওর মা। সম্ভবত 'ক্লোরোফর্ম'-জাতীয় কোনও কিছুর প্রভাবে অজ্ঞান করিয়ে বাথরুমে ঢুকিয়ে দেয় ওঁকে। অনেক পরে ওঁর চেঁচামেচিতে পাড়ার লোকজন এসে বাথরুমের শিকল খুলে যখন উদ্ধার করেন, তখনই দেখা যায় রাজকুমারী বিছানায় নেই। কান্নায় ভেঙে পড়েন ওর মা। বুঝতে বাকি থাকে না কী হযেছে, বা হতে পারে।"

বাবলু ডাক্তাববাবুকে বলল, "তা হলে ডাক্তারবাবু! আর তো ওদের বাড়ি আপনার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন হচ্ছে না। আপনি অর্ককে নিয়ে এখনই বাড়ি চলে যান। খুব সাবধানে যাবেন। কেন না ব্যাপারটা একটু বেশিরকমের গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। শুধু আপনার সঙ্গে সংঘর্ষ, ওষুধের ব্যাপার এবং ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়াটাই মুখ্য কাবণ নয়। রাজকুমারীকে অপহরণ করার ভেতর দিয়ে ঘটনার মোড় কিন্তু অন্যদিকে ঘুরে গেছে।"

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার উঠিয়ে 'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে অস্পষ্ট কথা শুনতে পেল। বাবলু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, যাচ্ছি। এদিকে—। ধুস।"

বিলু বলল, "কী হল?"

"লাইন কাট। থানা থেকে ফোনটা এসেছিল, কুকুরে কামড়ানো একটা লোক চিকিৎসার জন্য গেলে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাজকুমারীদের বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল।

ডাক্তারবাবু অর্ককে নিয়ে বিষণ্ণমনে বিদায় নিলেন।

সুদেষ্ণা কিছুতেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গ ছাড়ল না। বাচ্চু-বিচ্ছুর হাত ধরে রুদ্রাণী মূর্তিতে চলল ওদের সঙ্গে। এ-যাত্রায় পঞ্চুও আছে। বাইরে এসে ওরা একটা ম্যাটাডোর ভ্যান পেল। কোনওরকম টালবাহানা না করে সবাই মিলে চেপে বসল তাতেই।

বাবলুর আর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাই তো! মেয়েটাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল!

॥ ৬ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দলবদ্ধ হয়ে যখন কইপুকুরে রাজকুমারীদের ফ্ল্যাটে এল, চারদিকে তখন থমথমে আবহাওয়া। একটু আগেই পুলিশ এসে তদন্ত করে রাও এবং রাওপত্নীর জবানবন্দি নিয়ে গেছেন। এখন একমাত্র মেয়ের শোকে মুহ্যমান দু'জনেই।

বাবলুরা হাজির হতেই সুদেষ্ণা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রাওপত্নীকে। তারপর সে কী কান্না!

পঞ্চু কারও অনুমতি না নিয়ে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে মেঝেয় গন্ধ শুঁকে হঠাৎই বাথরুমেব কাছ থেকে একটি কালো রুমাল উদ্ধার করল। তারপর সেটি মুখে করে নিয়ে এসে বাবলুর হাতে দিতেই বাবলু বুঝতে পাবল, এই রুমালে ক্লোবোফর্ম জাতীয কিছু মাখিয়ে তারই প্রভাবে সংজ্ঞাহীন করা হযেছিল রাওপত্নীকে। রুমালটি সে সযত্নে রেখে দিল নিজের কাছে। তারপর রাওপত্নীকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ওরা ঠিক কতজন ছিল বলতে পারেন?"

রাওপত্নী বললেন, "না, তবে ওরা চার-পাঁচজন ছিলই। অল্পবয়সি যুবক। দরজা খোলামাত্রই এমনভাবে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পডল যে, আমি কিছু বুঝে ওটার আগেই যা হওয়ার হয়ে গেল।"

বাবলু পকেট থেকে রুমালটা বের কবে ওঁর দিকে এগিয়ে বলল, "এটা কি আপনি চিনত পারেন?"

"হ্যাঁ, না, হ্যাঁ। মানে, মনে হচ্ছে ওইটা দিয়েই ওরা আমার নাক চেপে ধরেছিল। আর, এইবাব একটু-একটু করে মনে পড়ছে, ওরা সবাই কালো পোশাক পবে ছিল।"

বিলু এতক্ষণে বলল, "এদের ব্যাপাবস্যাপার আমাব তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না রে ভাই। তবে এটুকু বুঝতে পারছি, এরা কিন্তু খুব একটা সাধারণ মানের অপবাধী নয়। বেশ বীতিমতো সংগঠিত এবা।"

ভোম্বল গম্ভীর গলায় বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু. ।"

বিলু বলল, "এর ভেতরে কিন্তু আবার কী?"

"ডাক্তারবাবুর মুখে এদের ব্যাপারস্যাপার যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে এই ধবনের অপবাধী ওবা নয। ওদের হচ্ছে দু' নম্ববি ব্যবসা আব ডাক্তার সিনহাব প্রতি ব্যক্তিগত জেলাসি।"

বিলু বলল, "উহুঁ। এ ওদেরই কাজ। সামান্য একটা ব্যাপাবকে কেন্দ্র করে যাবা একটি মেয়েব ওপব মোটরবাইক নিয়ে চড়াও হতে পারে, ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখাব অপরাধে ল্যাংচার মতো দরিদ্র একটি ছেলের জীবন বিপন্ন করবার জন্য মোটরবাইক নিয়ে আক্রমণ করতে পারে, তারা এসে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা মেয়েকে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, এ আব এমন কী?"

রাও বললেন, "আমি তো ভাবতেও পারছি না, কেন এসব হচ্ছে। ও যেমন ওদেব গোপন পবামর্শ শুনে ফেলেছিল বা জানিয়ে দিয়েছিল, তার শাস্তিও ও পেয়েছে। তারপরও এই অবস্থায় মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও কারণ তো ছিল না।"

বাবলু বলল, "ওরা কোনও চিঠিপত্তর রেখে যায়নি?"

"না। আমার মনে হয় ওরা শুধু প্রমাণ লোপ করতে এবং প্রতিশোধ নিতেই চায়।"

বাবলুরা আর কোনও কথা না বলে চারেদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল কোথাও কোনওরকম সূত্র পাওয়া যায় কি না। ফ্ল্যাটের দু'-একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করল ওবা। কিন্তু না, সকলেরই মুখে এক কথা, সে এক এমনই মুহূর্ত যে, সেই অপারেশনের সময় কেউই ছিল না ধারেকাছে।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, আর অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে চলো আমরা একবার থানায় যাই। গিয়ে দেখি ধৃত কুকুরে-কামড়ানো লোকটির মুখ থেকে কোনও কিছুর 'ক্লু' পাওয়া যায় কি না।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। আমরা থানাতেই যাই। তবে তুই কিন্তু ওই রুগ্ন কনস্টেবলটাকে ফিরিয়ে দিয়ে খুব ভুল করেছিলি। ও পাহাবায় থাকলে এ-কাণ্ডটা হত না। কিছু করতে না পারুক লোকটা চেঁচাতে তো পারত?"

বাবলু হেসে বলল, "রক্ষে যে, লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। না হলে খুন হয়ে যেত বেচারি।"

বাচ্চু বলল, "তা হত।"

ল্যাংচা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ কেমন যেন ঝিম মেরে বসে ছিল।

বাবলু বিদায় নেওয়ার আগে ল্যাংচাকে বলল, "আমার হয়ে একটা কাজ তুই করতে পারবি ল্যাংচা?"

"কী কাজ বল?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"সুদেষ্ণাকে একা ছাড়ব না। তুই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবি?"

সুদেষ্ণা বলল, "কেন, তোমরা যাবে না?"

"আমাদের একবার থানায় যেতে হবে।"

"থানায় আমিও যাব। বেশটি করে বলে আসব পুলিশগুলোকে। দিনদুপুরে গেরস্তবাড়িতে এই যদি হয় তো থানা রেখে লাভ কী? ওগুলো উঠিয়ে দেওয়াই ভাল।"

বাবলু বলল, "এর আগে এইরকম ঘটনা তো হয়নি, কাজেই পুলিশের ওপর অযথা দোষারোপ করে লাভ কী?"

"না। ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করবে।"

"তুমি তা হলে একান্তই যাবে?"

"যাব বইকী! তোমরাই বা কেন যাবে? ওই লোকটার মুখ থেকে কিছু শুনবে বলেই তো? তা হলে আমিই বা যাব না কেন? যেহেতু এই ঘটনার সঙ্গে আমি নিজেও জড়িয়ে আছি, তাই আমারও যাওয়া এবং ওর কথা শোনা একান্তই দরকার। শুধু তাই নয়, আমারও নিরাপত্তার প্রয়োজন। পুলিশের কাছে সেটুকু আমি দাবি কবব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "না, না, ওরও যাওয়া দরকার।"

ল্যাংচা বলল, "তা হলে আমিই বা বাদ যাই কেন? আমিও যাই তা হলে।"

বাবলু বলল, "খবরদার নয়, তোকে দেখলেই 'হট টেম্পাব' হয়ে যাবেন দারোগাবাবু। তুই বরং এখানেই থাক। এঁদের কোনও কাজে অন্তত লাগতে পারবি।"

ল্যাংচা বাধ্য ছেলের মতোই বলল, "তুই যা বলবি, তাই হবে।"

বাবলু চলে গেল। যাওয়ার আগে পঞ্চু আর একবার চারদিক বেশ দেখে নিল ভালভাবে।

ওরা থানায় গিয়ে যা দেখল, তাতেই ওদের চক্ষুস্থির! দেখল অল্পবয়সি এক যুবক লকআপের এক কোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। পায়ে কুকুবে কামড়ানোব ক্ষতস্থানে একটা ব্যান্ডেজ। ওর সারা শবীরে মারধোরের চিহ্ন। অর্থাৎ বেদম পেটানো হয়েছে ইতিমধ্যে।

মেজো দারোগা বাবলুদের দিকে একবার তাকিয়েই বললেন, "ওই দ্যাখো, কাকে ধবে এনেছি। যদি কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকে, তা হলে করতে পারো। আমি তো এত পেটালাম, তবু ওর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারলাম না। আর বেশি মারলে যদি মরে যায় তো কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না।! সেইজন্য এখনও আস্ত রেখেছি।" বলে কোথায় যেন চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লকআপের কাছে আসতেই যুবক রক্তচক্ষুতে তাকাল ওদেব দিকে। সেই দৃষ্টিতে ক্রোধানল যেন ঝরে পড়ছে।

তার অবস্থা দেখে ভোম্বল চাপা গলায় বাবলুকে বলল, "এইভাবে মারাটা কিন্তু ঠিক হয়নি।"

বাবলুর হয়ে সুদেষ্ণা বলল, "কুকুরের কাজ কুকুর কবেছে কামড দিযেছে পায, পুলিশের কাজ ধবেই পেটানো, পিটিয়ে ছেড়েছে তায়।"

সুদেষ্ণার কথায় হেসে উঠল সকলে।

বাবলু যুবকের রক্তচক্ষু দেখেও লকআপের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "শুনুন দাদা, আপনার পবিচয় কী, তা আমরা জানি না। আপনি আমাদের বন্ধুও হতে পারেন, শত্রুও। যা আপনার ইচ্ছা। তবে এখন আপনি পুলিশেব হেফাজতে থাকলেও জীবন আপনার বিপন্ন। কুকুরে কামড়ানোর পরিণাম কী, তা নিশ্চয়ই জানেন। এব চিকিৎসা যদি ঠিকমতো না হয় তা হলে তার নিট রেজাল্ট কিন্তু জলাতঙ্ক, পরিণামে মৃত্যু।"

যুবক রেগে বলল, "তোমাদের মুখ থেকে কোনও জ্ঞানের কথা আমি শুনতে চাই না। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।"

"সেজন্য তো আসিনি আমরা!"

"তা হলে কীজন্য এসেছ তাই বলো।"

"আমরা চাই আপনি নিজমুখে আপনার অপরাধের কথা স্বীকার করুন এবং তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।"

"তাতে তোমাদের লাভ? তা ছাড়া কী যে আমার অপরাধ, তা তো আমিই জানি না। ডাক্তারখানায় গিয়েছিলাম ইঞ্জেকশন নিতে, পুলিশ জামার কলার ধবে টেনে নিয়ে এসে চোরের মাব মারল।"

"আপনি কি সত্যিই নিরপরাধ?"

"অবশ্যই।"

"আপনার বাড়ি কোথায়? এই এলাকার লোক তো নন?"

"আমার বাড়ি যেখানেই হোক, তাতে তোমাদের কী?"

"পুলিশকেও নিশ্চয়ই এই কথাই বলেছেন, তারই ফলে মার খেতে হয়েছে। এখন দেখুন তো, একে একটু চেনা-চেনা লাগছে কি না?" বলেই ডাক দিল বাবলু, "পঞ্চু!"

পঞ্চু বাইরে গেটের কাছে বসে ছিল। বাবলুর ডাক পেয়েই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোহার গরাদের ওপর।

পঞ্চুকে দেখেই শিউরে উঠল যুবক। বলল, "হ্যাঁ। এই সেই বেআক্কেলে কুকুর। ওঃ, কী তাড়াটাই না লাগিয়েছিল! তারপর যেই না একটা লাথি মেরেছি, অমনই—।"

বাবলু বলল, "ইঞ্জেকশন নিয়েছেন?"

"নেওয়ার সময় পেলাম কই? তা ছাড়া শুনেছি নাকি বাজারে কোথাও কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না।"

"ঠিকই শুনেছেন। তবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমাদের এক ডাক্তারকাকু আছেন, তিনিই করে দেবেন সব।"

"কিন্তু আমি যে এখন বন্দি।"

"আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো আমরা আছি। আর সেইজন্যই এখানে এসেছি আমরা।"

"এরা সেই লোক নাকি যে, তোমাদের কথায় ছেড়ে দেবে আমাকে?"

"দেয় কি না-দেয় দেখতেই পাবেন। তবে শর্ত একটাই, আমরা যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিকঠাক উত্তর দিতে হবে।"

"বলো, কী তোমরা জানতে চাও?"

"প্রথমেই বলুন, আমাদের এই আদরের কুকুরটিকে আপনি লাথি মেরেছিলেন কেন? কেন ও আপনাকে তাড়া করেছিল?"

যুবক দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "কী বললে? আদরের কুকুর? ওটা নাকি কুকুর! ও যদি কুকুর হয় তা হলে নেকড়ে কাকে বলে? নিশ্চয়ই ওর মা-বাবার কেউ একজন মানুষখেকো নেকড়ে ছিল।"

ভোম্বল রেগে বলল, "অযথা আপনি বাজে কথা বলছেন। এইসব একদম বলবেন না।"

"কেন বলব না? বেশ করব বলব। একশোবার বলব। ব্যাটা শয়তান। এমন তাকাচ্ছে যেন কতই না সাধুপুরুষ! কিচ্ছু জানেন না। তবু যদি না একচোখো হ'ত! এইরকম শয়তান বলেই ভগবান ওর একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছে।"

বিলু বলল, "ভগবান করেননি। মানুষই করেছে। আর মানুষের কাছ থেকেই হিংসে শিখেছে ও। না হলে ওর মতো শান্ত প্রকৃতির জীব খুব কমই আছে।"

যুবক আরও রেগে বলল, "তোমাদের মুণ্ডু।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? ও যদি সত্যিই হিংস্র হত, তা হলে কি আমাদের এত পোষ মানত? শুধু আমাদের কেন, যাকে-তাকে ও কামড়ায়ও না। আপনারা খুন-জখম করবেন, বোমাবাজি করবেন, অথচ ও সেই কাজে বাধা দিতে গেল বলেই শয়তান, হিংস্র হয়ে গেল? আপনি বোমাবাজি করতে না এলে তো এই কাণ্ডটা ঘটত না।"

যুবক জিভ কেটে বলল, "আস্তে বল না রে ছেলেগুলো। কেউ না-কেউ শুনে ফেলবে যে! আমাদের ওপর যা নির্দেশ ছিল তাই করেছি আমরা।"

"আমরা মানে? আর কে-কে ছিল?"

"বেশি কেউ নয়, আমরা দু'জনই ছিলাম। আমি আর ভানু। ভানুটা পালিয়ে গেলেও আমি পড়ে গেলাম ওর খপ্পরে। নেহাত আমার চেনাজানা একজন এগিয়ে এল তাই রক্ষে। না হলে কী যে হত? ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত বোধ হয়।"

"আপনাদের ওইসব করার নির্দেশ কে দিয়েছিল?"

"তোমরা তাকে চিনবে না। ওর নাম—।"

"কী হল? বলতে গিয়েও থেমে গেলেন কেন? বলুন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ওর নাম উচ্চারণ করতেও ভয় লাগে। লোকটা ডেঞ্জারাস। যদি কোনওরকমে প্রকাশ হয় ওর নাম কারও কাছে বলেছি, তা হলে কিন্তু বিপদের আর শেষ থাকবে না।"

"কিচ্ছু হবে না। সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়ান। ওদের সংস্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসুন, দেখবেন দিব্যি পার পেয়ে গেছেন।"

"আমরা যে-পথের পথিক, সে-পথে একবার এলে আর ফেরা যায় না রে ভাই।"

"আমরা যদি ফিরিয়ে আনি?"

যুবক হেসে বলল, "পটাশিয়াম সায়ানাইড একবার জিভে ঠেকালে কেউ যেমন তাকে বাঁচাতে পারে না, তেমনই আমরা যে দলের হয়ে কাজ করি সেই দল থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলে কারও সাধ্য নেই তাকে বাঁচাবার।"

ভোম্বল বলল, "বুঝলাম। সব দলেরই দলত্যাগীদের ওই একই পরিণাম। কিন্তু ওই দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে নিষ্ঠার সঙ্গে ওদের কাজ করে গেলেও তো আপনি মরবেন। কেন না এখনও আপনি জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নেননি। তাই বলি কী, সোজা রাস্তায় আসুন না দাদা?"

বাবলুর কথায় বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যুবক। তারপর বলল, "জলাতঙ্ক বড় কঠিন রোগ, তাই না?"

বাবলু হাসল।

যুবক বলল, "ওই রোগে ভুগে মরার চেয়ে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারানো অনেক ভাল। তা হলে শোনো, ওর নাম—।" বলে বাবলুকে ডেকে ওর কানে-কানে কী যেন বলল।

শুনেই চোখ কপালে উঠে গেল বাবলুর, "সত্যি বলছেন?"

"তা হলেই বুঝলে তো? কেন ওকে এত ভয়?"

বাবলু বলল, "ওর ব্যাপারে আরও বিশদভাবে জানতে চাই। কিছুকাল আগে হাজারিবাগের গভীর জঙ্গলে পলিপ্যাকের বস্তাবন্দি প্রায় শতাধিক মানুষের মাথার খুলি পুলিশের হাতে পড়ে। পুলিশের ধারণা ওটা ওই দলেরই কাজ। কেন না ওই অঞ্চলে ওর চেয়েও দুর্ধর্ষ আর কেউ তো নেই। কিন্তু অত স্কাল ওখানে কেন জড়ো করেছিল ওরা?"

"বিদেশে পাচার করবে বলে। কিন্তু গোল বাধাল শিবকুমার শর্মা নামে আর এক শয়তান।"

বাবলু বলল, "বাকিটা পরে শুনব। আগে আপনাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করি।" বলে সোজা ও সির ঘরে গিয়ে ঢুকল বাবলু।

একটু পরেই বাবলুর সঙ্গে কীসব কথাবার্তার পর একজন কনস্টেবল এসে লকআপের তালা খুলে মুক্তি দিল যুবককে।

বাবলু বলল, "আপনি আজ আমাদের অতিথি। এখন সোজা আমাদের বাড়িতেই চলুন। তার আগে ডাক্তার সান্যালকে একটা ফোন করি।" বলে আবার অফিসারের ঘরে গেল ফোন করতে। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়ে ফোনে লাইন পেয়ে খবর যা শুনল তাতে শিউরে উঠল বাবলু। সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "না, না। এ অসম্ভব! এ আমি বিশ্বাস করি না। কে বলছেন আপনি? রং নম্বর নয় তো?"

ও সি বললেন, "কী ব্যাপার! হলটা কী?"

বাবলু ফোনটা ওসির হাতে দিল।

ফোনে খবর শুনেই লাফিয়ে উঠলেন ও সি, "ইউ ব্লাডি ফুল। ধরতে পারলে তোমার ডানা আমি ছাঁটবই।"

ক্লান্ত, অবসন্ন বাবলু ও সির ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বাবলু? কোনও খারাপ খবর নয় তো?"

বাবলু কিছু না বলে একবার ঘাড় নাড়ল শুধু।

ভোম্বল বলল, "সাসপেন্সে রাখিস না বাবলু। খুলে বল। এই মুহূর্তে টেনশন আর ভাল লাগছে না।"

বাবলু বলল, "আমাদের ওখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটা মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ডা. সান্যাল...।"

"কী হয়েছে তাঁর?"

"ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। সেইসঙ্গে অর্কও হাওয়া। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, কেউ জানে না তা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কারও মুখে আর কথাটি নেই। কী জটিল কাণ্ডকারখানা।

সুদেষ্ণার মুখও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বাচ্চু আর বিচ্ছুর হাতদুটো সে যেভাবে শক্ত করে ধরল, তাতে

বোঝাই গেল দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, ফোনটা তুমি কোথায় করেছিলে? ডাক্তারবাবুর বাড়িতে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ।"

"ফোনটা ধরেছিল কে?"

"জানি না। তবে মনে হল ওঁদের পরিবারের কেউ ধরেনি।"

"তা হলে কে সে?"

"কে জানে? শুধু তাই নয়, ফোনের কথা শুনে ও সিও কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাবপব যুবকের মুখের দিকে তাকালে সে বলল, "আর কি আমার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে? তোমাদের ডাক্তারবাবুই তো এখন সবকিছুর উর্ধ্বে।"

"তা হোক। তবু আপনাকে আমরা কথা দিয়েছি। তাই আপনার চিকিৎসার ভার আমাদের। তা ছাড়া আপনার মুখ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই।"

"বেশ, তবে চলো।"

বাবলুরা সবে থানা থেকে বেরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ একটা গুলিব শব্দ। ওরা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই যুবক লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলোয়।

থানা থেকে পুলিশের লোকজন ছুটে এল।

পঞ্চুও 'ভৌ ভৌ' রবে ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। কিন্তু কোথায় কে? অজ্ঞাত আততায়ী যে কোথা থেকে গুলি করে কোথায় হারিয়ে গেল, তা টেরও পেল না কেউ। কালো রাতের কুটিল অন্ধকারে ওরা নির্বাক।

পুলিশের লোকেবা যুবককে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেল।

আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা পুলিশের গাড়িতে চেপেই সুদেষ্ণাকে ওদের বাড়িতে ওর বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে এল। সে-রাতটা যে কীভাবে কাটল ওদের, তা ওবাই জানে।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল বেলা তখন ন'টা।

ঘুম থেকে উঠেই বাবলু দেখল, বাবা বসে-বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। বাবা যে দুর্গাপুর থেকে কখন এসেছেন তা ও জানেই না। অনেকদিন পরে বাবাকে দেখেই খুবই আনন্দ হল ওর।

বাবা বললেন, "কী ব্যাপার! এত বেলা অবধি কখনও তো ঘুমোস না তুই। শুনলাম আবাব কীসব ঝামেলায় নাকি জড়িয়ে পড়েছিস?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমি চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে সব বলছি।"

"তোদের আর সবাই কোথায়?"

"বাড়িতেই আছে যে যার। আমি পঞ্চুকে পাঠাচ্ছি, ও গেলেই এসে হাজির হবে সব।"

বাবলু বাথরুমের কাজ সেরে যখন ঘরে এসে বাবার সামনে টি-টেবিলে মুখোমুখি বসেছে, তখনই এল সব এক-এক করে। পঞ্চুকে যেতে হয়নি, ওরা নিজেরাই এসেছে।

বাবলু সবাইকে পাশে বসিয়ে ওর বাবাকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল।

বাবা সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোদের তো দেখছি এবার বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এক, রাজকুমারীকে উদ্ধাব করা। দুই, অর্ককে ফিরিয়ে আনা এবং ডাক্তারবাবুর খুনের কিনারা করা। তিন, কালাচাঁদকে ফাঁদে ফেলা। চার, শিবকুমার-রহস্য ভেদ করা। পাঁচ, রাকেশের খোঁজ করা। ছয়, হাজারিবাগের নরমুণ্ড শিকারি গোল্ডেন প্রিন্স-এর মোকাবিলা।"

বাবলু বলল, "আমাদের এতদিনের এত কিছু সাফল্যের পরে এ এক কঠিন পরীক্ষা। একদিকে যাই তো আর-একদিক অন্ধকারে ঢেকে যায়। সত্যি, কী যে করি!"

বাবা বললেন, "কালাচাঁদ রায়কে আমি চিনি, খুব বাজে লোক। তবে ওই শিবকুমার শর্মার ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। ওই লোকটার সঙ্গে কালাচাঁদের সম্পর্ক কী?"

"বলছে তো সম্পর্কটা শালা-ভগ্নিপতির।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবা হাসলেন, বললেন, "ওদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা।"

মা ততক্ষণে সকলের জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এসেছেন।

বাবা দুর্গাপুর থেকে এলেই বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা নিয়ে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জলখাবারের সঙ্গে প্লেট ভর্তি তাও পড়ল। সেইসঙ্গে ধূমায়িত গরম চা।

ভোম্বলের সে কী আনন্দ সীতাভোগ দেখে। প্রথমেই তো জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার বুলিয়ে নিল। তারপর বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় আমাদের চা খাওয়া হলে সর্বাগ্রে কাল রাতের ওই লোকটির ব্যাপারে থানায় খবর নিয়ে কালাচাঁদের কালামুখের একটা ব্যবস্থা করে আসা উচিত। তারপর যদি কোনওরকমে ধরতে পারি রাকেশ নামের ওই কালো শয়তানকে, তখনই এক-এক করে সমস্ত রহস্যের জট খুলে যাবে।"

বিলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়। এই চক্রটার পরস্পরের মধ্যে একটা চমৎকার যোগসাজস আছে।"

বাচ্চু বলল, "কী থেকে কী হয়ে গেল দেখো! অর্কদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু রাজকুমারী? ওকে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল কী?"

বিচ্চু বলল, "তাও সাহস কী! একেবারে দিনদুপুরে অসুস্থ মেয়েটাকে ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে গেল। এমন ঘটনার কথা এব আগে আমরা শুনিওনি কখনও।"

এমন সময় পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হয়ে সকলে তাকাল বাইরের দিকে। দেখল গেটের কাছে ছিপছিপে চেহারা এক সুদর্শন যুবক চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে দেখেই পঞ্চুর এত লম্ফঝম্ফ।

বাবলু কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে পঞ্চুকে চুপ করাল। তারপর আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

সুদর্শন যুবক ম্লানমুখে একটু হাসি এনে বলল, "তোমাকেই।"

"কে আপনি?"

"তুমি বা তোমরা আমাকে চিনবে না। আমার নাম ভানু। ভানুপ্রসাদ। আমার বন্ধু শানু কাল রাতে আততায়ীর গুলিতে জখম হয়ে পুলিশ-হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।"

"ও, বুঝেছি। তা বলুন, আমাকে আপনার কীসের প্রয়োজন?"

ভানুপ্রসাদ হেসে বলল, "শুধু তোমাকে নয়, তোমাদের সবাইকেই। অনেক কথা বলার আছে আমার। একটু সময় দিতে হবে যে!"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আমাব মনে হয়, এইসব কথাবার্তা আমাদের ঘাঁটিতে হওয়াই ভাল।"

"যেখানে তোমাদের সুবিধে হবে সেইখানেই আমি যেতে রাজি।"

বাবলু বলল, "তার আগে এক কাপ চা চলতে পারে কি?"

ভানুপ্রসাদ বলল, "না ভাই। এখন আমার মুড নেই। আগে আমার সব কথা তোমাদের বলি, তারপর চা-পর্ব। তা ছাড়া এইমাত্র চা আমি খেয়ে এসেছি।"

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই একবার দূব থেকে দেখলেন যুবককে। তারপর ভেতরে চলে গেলেন।

বাবলুও ঘরে ঢুকে বেশ রীতিমতো তৈরি হয়েই বেরিয়ে এসে বলল, "চলুন।"

ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। পঞ্চুও গেল ওদের সঙ্গে। তবে আগের মতো আগ বাড়িয়ে নয়। সবার সঙ্গে একভাবে কাছে কাছে থেকে হেলেদুলে ডাঙ্গিং টেকনিকে।

মিত্তিরদের বাগানে প্রবেশ করে সেই চিরপরিচিত গুলঞ্চগাছটির নীচে ঘন ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসল সবাই।

ভানুপ্রসাদ বলল, "তোমরা হয়তো আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছ, মনে মনে ভাবছ কে আমি? তা হলে শোনো, শানু আর আমি দু'জনেই হলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই আমরা দু'জনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখে, আড্ডা মেরে বেরিয়েছি। ঘরের সঙ্গে কোনওদিনই কোনও সম্পর্কই রাখিনি আমরা। এমনই বখে গিয়েছিলাম যে, আমাদের বাড়ির লোকরাও আমাদের পরিচয় দিতে লজ্জা পেত। সে যাই হোক, সে-সব পাটও এখন চুকে গেছে। এখন দু'জনেই আমরা ঘরছাড়া। আমাদের এখন থাকারও কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। এইভাবে অসৎসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একসময় আমরা গোল্ডেন প্রিন্স' নামে এক শয়তানের সংস্পর্শে এলাম। জঙ্গলের বড় বড় গাছ কেটে চোরাচালান দেওয়া, আর মবা মানুষের মাথার স্কাল নিয়ে ব্যবসা করা, কোনওটিতেই ব্যর্থ নয় সে।"

বাবলু বলল, "জানি। কিছুদিন আগে ওই গোল্ডেন প্রিন্সকে নিয়ে কাগজে অনেক লেখালেখি হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। পুলিশ ওর পেছনে শনির মতো লেগে থেকেও ধরতে পারেনি ওকে। জঙ্গলেব কোনও গভীরে

কোথায় যে ওর ঠেক তা কেউ জানে না। অথচ যখন-তখন মোটরবাইক নিয়ে হঠাৎ করে ও লোকালয়ে চলে আসে। এমনই আচমকা ওর যাতায়াত যে, পুলিশের সামনে দিয়ে গেলেও পুলিশ তাকে চিনতে পারে না। পারলেও কিছু করবার অবকাশ পায় না। ওর সম্বন্ধে প্রবাদ, বনের হিংস্র জন্তুরাও ওকে ভয় পায়। তা আমরা ওর দলে ভিড়ে এমন কাজ নেই যে, করিনি। সে-কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিকও আমরা পেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ঝুঁকি নিতে নিতে এমনই একটা পর্যায়ে এসে গেছি আমরা যে, আর এ-কাজ ভাল লাগছে না। অথচ ওর দল ছেড়ে যে বেরিয়ে আসব সে-উপায়ও নেই। কারণ আমাদের একজন দল ত্যাগী সুদূর দক্ষিণে পালিয়েও রেহাই পায়নি ওর লোকেদের হাত থেকে। ওরা সেখানে গিয়েও তাকে খুঁজে বের করে শেষ করে এসেছে।"

"তার মানে শুধু হাজারিবাগের ওই জঙ্গলে নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই ঘাঁটি আছে ওর।"

"অথচ এই প্রিন্সকে দেখতে এমনই সুন্দর যে, ওই সুন্দরের আড়ালে কোনও হিংস্র প্রাণী বাসা বেঁধে থাকতে পারে বলে ধারণাও করতে পারবে না কেউ।"

বাবলু বলল, "সে কী! এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, অথচ অমন মিষ্টি চেহারা?"

"হ্যাঁ, আদৌ ওকে শয়তানের মতো দেখতেই নয়। যেন একঝাঁক সাদা পায়রার দলছুট একটি। দারুণ শীতেও ধবধবে সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরে থাকে। বড়জোর, গলায় একটা মাফলার। তাও অতিরিক্ত শীত পড়লে।"

"ওই লোকেব সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ করিয়ে দিল কে?"

"কোনও একটি বিশেষ দলের হয়ে কাজ করতে গিয়ে একবার আমরা একটি খুনের ঘটনায় জড়িযে পড়ি। আমরাও হাওড়াবই ছেলে। কাসুন্দিয়া অঞ্চলে থাকতাম। তা যাই হোক, ওই সময় রাজবল্লভ সাহা লেনের এক ব্যবসায়ী আমাদের পাঠিয়ে দেন কোডাবমাতে তাঁর শ্যালকের ওখানে।"

বাবলু হেসে বলল, "সেই ব্যবসায়ীর নাম কালাচাঁদ, আর তাঁর শ্যালকের নাম শিবকুমাব শর্মা, এই তো?"

বিস্মিত ভানুপ্রসাদ বলল, "তোমরা কী করে জানলে?"

"যেভাবেই হোক, জেনেছি।"

"ওই শিবকুমাব শর্মাব ওখানে আশ্রয় পেযেই আমরা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারি। ও আমাদের কোডারমাব জঙ্গলে এক অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে বাখে।"

"ও তো একজন ড্রাগিস্ট।"

ভানুপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ, তবে জাল ওষুধের। বড়-বড় নামীদামি কোম্পানির ওষুধ জাল কবে ভুয়া এজেন্টদেব মাধ্যমে দোকানে-দোকানে সাপ্লাই দেয়। ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের সিবিঞ্জ বিক্রি করে।"

"এসবও আমরা জানি।"

"তা হলে তো সবই জানো তোমরা।"

"না, না। কিছু-কিছু জানি। আচ্ছা, রাকেশ ভাটিয়া কে?"

"সে আর-এক দুর্বৃত্ত। শিবকুমারের প্রধান শাগরেদ। এই লোকটাই এখন ওদেব শ্যালক-ভগ্নিপতিব সম্পর্কে একটু চিড ধরিয়েছে।"

"কিন্তু ওদের ব্যাপারে যা শুনেছি বা জেনেছি, তাতে সেরকম কোনও কিছুর আভাস তো পাইনি।"

"পাওনি তার কারণ ব্যাপারটা খুব চাপা। ছাইচাপা আগুন জানো? বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে ধিকিধিকি জ্বলে। আসলে প্রচুর টাকার লেনদেন চলেছে তো এই ব্যবসায়। তাই নিয়েই গোলমাল।"

"রাকেশ ভাটিয়া তা হলে কাব দলে?"

"এদের দু'জনের কারও দলের নয়। বর্ন ক্রিমিন্যাল একটা। মায়া দয়া বলে কিচ্ছু নেই ওর শরীরে। ও কখনও কালাচাঁদের হয়ে কাজ করে, কখনও শিবকুমারের। আসলে ও প্রিন্সের লোক। আমরা যখন কোডারমার জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছি তখনই পরিচয় হয় ওর সঙ্গে। ও বলে প্রিন্সের আওতায় একবার এলে পুলিশ তো দূরের কথা, যমেরও সাধ্য নেই তার গায়ে হাত দেয়। আর প্রিন্সের বিরোধিতায় গেলে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা একমাত্র দৈব ছাড়া কারও নেই।"

বাবলু বলল, "শিবকুমারের সঙ্গে প্রিন্সের যোগাযোগ কীরকম?"

"নেই বললেই চলে। তবে ওই এলাকায় ব্যবসাপত্তর করার জন্য বছরে দশ লাখ টাকা তোলা দিতে হয় ওকে। রাকেশ সেই তোলা আদায় করতেই আসে।"

"আর কালাচাঁদ? কালাচাঁদের সঙ্গে ওর কীরকম সম্পর্ক?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কালাচাঁদের সঙ্গেও সরাসরি কোনও যোগাযোগ প্রিন্সের নেই। থাকলেও যা কিছু লেনদেন হয় রাকেশের মাধ্যমেই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে শুনতে লাগল সব। অপরাধ জগতের জাল যে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে কোথায় কীভাবে জড়িয়ে থাকে তা এই সমস্ত লোকেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না হলে বোঝাই যেত না।

তবুও রহস্যের জট খুলেও খোলে না। যেমন, রাজকুমারীকে অপহরণ করল কারা? রাকেশ ভাটিয়া একটি স্কুল-পড়ুয়া মেয়েকে অন্যের কারণে দুর্ঘটনায় জড়াল কেন? ডা. সান্যাল-এর হত্যারহস্যের কারণটা কী? টেলিফোনের নেপথ্যে কাল ওখানে কে ছিল? কার কণ্ঠস্বর শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও সি? এ-সবই রহস্যের অন্তরালে রয়ে গেল।

তবুও বাবলু প্রশ্ন করল, "প্রিন্সের ওখানে আপনাদের কাজ কী ছিল?"

"মারাত্মক। মৃত মানুষের মাথার খুলি সংগ্রহের কাজ। এক একটি খুলির দাম ছিল একশো টাকা। অর্থাৎ কিনা দশ হাজারে দশ লাখ।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু দু'জনেই শিউরে উঠল।

বিলু বলল, "আপনারা রাজি হলেন?"

"না হয়েই বা উপায় কী? প্রিন্সের শান্ত, সৌম্য, জ্যোতির্ময় মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা পড়ল না আমাদের। কত অল্প বয়স। অথচ কী নিষ্ঠুর। মধুর হেসে প্রিন্স বলল, 'কী, রাজি?'"

আমরা বললাম, "হ্যাঁ।" রাকেশ ভাটিয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রিন্সের নির্দেশে আমরা দশ হাজার টাকা অগ্রিম পেলাম। এবং অগ্রিম পেয়েই শুরু করে দিলাম কাজ। গ্রামেগঞ্জে, শ্মশানে-মশানে মাথার খুলি সংগ্রহ করতে লাগলাম। এখনও করে চলেছি সেই কাজ।"

"আপনারা এ-ব্যাপারে কিছুই জানেন না তা হলে?"

"না। এমনকী, জানার অধিকারও নেই। আমরা হচ্ছি ওই দলে তৃতীয় শ্রেণীর ক্যাডার।"

বাবলু বলল, "ওরে বাবা। কাজের পদ্ধতিও ভাগ করা?"

"নিশ্চয়ই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সব কিছু মন দিয়ে শোনার পর বাবলুই বলল, "এই ব্যাপারে আপনার আরও নিশ্চয়ই কিছু বলবার আছে?"

"আছে বইকী!"

"তা হলে এবার চায়ের ব্যবস্থা হোক।" বলে ভোম্বলকে ইশারা করতেই ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল।

খানিক পরে কেটলি-ভর্তি চা আর বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে ভোম্বল ফিরে এলে কথোপকথন শুরু হল আবার।

বাবলু বলল, "আপনি দাদা আমাদের কী উপকার যে করলেন তা কী বলব। এই রহস্যচক্র আমরা কীভাবে ভেদ করব তাই নিয়েই এতক্ষণ মনের মধ্যে ভীষণ তোলপাড় চলছিল। এখন অনেক সহজ হয়ে গেল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমাদের কাছে নিজের থেকে কেন এলেন আর কেনই-বা এতসব বলছেন?"

ভানুপ্রসাদ হেসে বলল, "হ্যাঁ। এই প্রশ্নটা তোমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। তাই বলি শোনো, মৃত্যু অবধারিত জেনেই প্রিন্সের সঙ্গে সবরকমের যোগাযোগ আমরা ছিন্ন করতে চাই।"

"হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ?"

"এই কুখ্যাত দলের সঙ্গে আমাদের এই অশুভ আঁতাতের পরিণামেই আজ আমার প্রাণের বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। তোমরা শুনে হয়তো আঁতকে উঠবে, শানুকে হত্যা করার দায়িত্বটা আমার ওপরই ছিল।"

সকলেই শিউরে উঠল ওই কথা শুনে, "সে কী!"

বাবলু বলল, "কে দিয়েছিল এই আদেশ? প্রিন্স নিজে?"

"না। প্রিন্স সরাসরি আমাদের কোনও আদেশ দেন না। আদেশ পাই আমরা রাকেশের মাধ্যমে। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা লক্ষ করছি, মানে আমরা বুঝতে পারছি যে, এমন অনেক কাজ আমাদের করতে হচ্ছে যা কিনা প্রিন্সের আদেশে নয়। অর্থাৎ রাকেশ ওর নিজের ইচ্ছেমতো কাজগুলোই প্রিন্সের নাম করে আমাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। যেমন, রাজকুমারীর ব্যাপারটা আগাগোড়াই রাকেশের দুর্বৃত্তায়নে হয়েছে।"

"কীরকম!"

"যেমন ধরো, আগেই বলেছি কালাচাঁদ ও শিব কুমারের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রাচীর ও-ই তুলেছে। শানু আর আমার বন্ধুত্বেও চিড় ধরাতে চেয়েছে নানাভাবে। কিছুতেই কিছু করে উঠতে না পেরে আমাদের দু'জনকে

বিচ্ছিন্ন করবার জন্য নানারকম ফন্দিফিকির আঁটছে। কালাচাঁদ এমনিতেই বাজে লোক, অথচ সেই লোকের সঙ্গে ও এমনভাবে মেশে যে, দেখলে মনে হবে তার জন্য জানও দিয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এমন কাজ করে যে, কালাচাঁদ হয় পুলিশি ঝামেলায় জড়াবে, নয়তো মরবে গুপ্তঘাতকের হাতে।"

"সে কী!"

"সেইজন্যই তো রাজকুমারী নামের ওই কিশোরীকে দুর্ঘটনায় ফেলে কিডন্যাপ করে ব্যাপারটা ঘোরালো করে তুলেছে। এর সঙ্গে প্রিন্সের কোনও সম্পর্কই নেই।"

"ডাক্তার সান্যালের হত্যাকাণ্ডেও কি ও-ই জড়িত?"

"ও চেয়েছিল কালাচাঁদ ও শিবকুমারকে ফাঁদে ফেলে ওই ব্যবসাটা নিজে নিতে। যেহেতু ডা. সান্যালের সঙ্গে দুষ্ট কালাচাঁদের সম্পর্ক ভাল নয়, এবং যেহেতু অন্যায় কাজগুলো ডা. সান্যালকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যাবে না, তাই এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত। এবং এই হত্যাকাণ্ড এমনইভাবে ঘটানো হয়েছে, যাতে এর দায়টা কালাচাঁদের ওপরই গিয়ে পড়ে।"

"কিন্তু ছেলেটাকে ওরা কিডন্যাপ করল কেন?"

"শুধু ছেলেটাকে তো নয়, ডা. সান্যালের স্ত্রীকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে। মেরে তাড়ানো হয়েছে বাড়ির কাজের লোকটাকে।"

"কিন্তু কেন?"

"ওইখানেই তো রাকেশ ভাটিয়ার মুখোশ খুলে যাচ্ছে ভাই। প্রিন্স অতি নির্মম। কিন্তু মরা মানুষের মাথা ছাড়া আর কোনওদিকে তার ধান্দা নেই। অপহরণ, ছেলেমেয়ে পাচার, এইসব কাজ ওর নয়। এ-কাজ ওই শয়তান রাকেশের। রাজকুমারীর বাড়ির সামনে বোমা ফাটানোর নির্দেশ এসেছিল ওরই কাছে থেকে। রাজকুমারীকে অপহরণও করা হল ওরই ইচ্ছায়। বোমাবাজি করে পালাতে গিয়ে তোমাদের কুকুরের কামড়ে আমার বন্ধু জখম হল। তারও পরে পুলিশের চালে ধরা পড়ল ও ডাক্তার দেখাতে গিয়ে। তখনই আমার ওপর আদেশ হল শানুকে গুলি করে মারার জন্যে। সেই আদেশ এমনই মারাত্মক যে, তাতে আমারও জীবনের ঝুঁকি ছিল। যেমন আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল থানার ভেতরে ঢুকে ওকে গুলি করে গ্যাসবোমা চার্জ করে পালিয়ে আসতে। কিন্তু তাই কি আমি পারি? আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম, তাতে কোনও ফল হল না। আমাকে বোঝানো হল প্রিন্সের নির্দেশ আছে নির্বোধের মতো কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাকে ওইভাবেই মারতে হবে। না হলে দলের গুপ্তকথা পুলিশের চাপের মুখে সবই স্বীকার করবে সে।"

"এর পরে আপনি রাজি হলেন?"

"না। আমি এবার আপত্তি জানালাম। তাতে রাকেশ বলল, গোল্ডেন প্রিন্সের দলে নাম লেখালে বন্ধু কেন, সন্তানের ওপরও মায়া-মমতা রাখা চলবে না। জানো তো, মানুষের মাথার খুলি শুকনো শামুকের খোলার মতোই প্রিন্সের কাছে মূল্যহীন। অতএব বন্ধুকে মেরে প্রিন্সকে দেখাও—বন্ধু নয়, প্রিন্সই তোমার আরাধ্য। উনিই তোমার ভগবান।"

এতক্ষণে বিচ্ছু বলল, "তাই বুঝি আপনি এইভাবে বন্ধুকে হত্যা করলেন?"

"না। আমি হত্যা করিনি। এই ভয়ংকর প্রস্তাব শোনবার পর থেকেই আমার হাত-পা কাঁপছিল। একবার ভাবলাম, কী দরকার এইভাবে অন্যের ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থেকে? তার চেয়ে নিজেকে নিজেই মারি না কেন আমি? সব জ্বালা-যন্ত্রণা, ভয়-ভীতির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাই। থানার অদূরে দাঁড়িয়ে এই কথা চিন্তা করতে করতেই আমি মনস্থির করে একটা ছক কষে ফেললাম এইভাবে যে, আচমকাই আমি ভেতরে ঢুকব। তারপর পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবেই হোক মুক্ত করব শানুকে। এর পরেও যদি পুলিশের গুলিতে না মরি তা হলে দু'জনেই পালিয়ে যাব যেদিকে দু' চোখ যায় সেইদিকে। ইতিমধ্যে তোমরা এলে। আমি ভাবলাম তোমরা বেরিয়ে এলেই শুরু করব অপারেশন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে যখন দেখলাম, শানুকে নিয়েই তোমরা বেরিয়ে এলে, তখন বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না আমার। এমন সময় হঠাৎ ঘটল অঘটন। কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল শানুর বুকে। আর...। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম মোড়ের মাথায়, যেখানে আমাদের দলের কারও থাকবার কথা। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই সেখানে। আমি তাই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলাম।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই তো ছুটে গেলাম আমরা। তা কই? আপনাদের কারও নাগাল তো পেলাম না। কী করে ভ্যানিশ হলেন আপনারা? সঙ্গে আমাদের পঞ্চু ছিল, সেও ব্যর্থ হল।"

ভানুপ্রসাদ বলল, "আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী, আমি তো রাস্তা দিয়ে ছুটিনি। আমি লুকিয়ে ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ডাস্টবিনের ধারে যে ভাঙা পাঁচিলটা আছে, সেইখানে। আমি পাঁচিল টপকে পালাই। আর শানুর আততায়ীও ওই একই কায়দায় কারও বাড়ির ছাদ থেকে গুলি করে পালায়।"

বাবলু বলল, "এতক্ষণে সব পরিষ্কার হল। এবার বলুন তো, রাজকুমারী, অর্ক ও অর্কর মাকে রাকেশ ভাটিয়া কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে?"

"সে তো বলা সম্ভব নয়। ও যা শয়তান, তাতে এতক্ষণে ওদের দেশের বাইরেও পাঠিয়ে দিতে পারে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, রাকেশের এই স্বেচ্ছাচারের কথা প্রিন্সকে জানানো যায় না?"

"তাকে পাব কোথায়? তার আস্তানা একমাত্র রাকেশ ছাড়া কেউ জানে না। তা ছাড়া রাকেশকে সে এতই বিশ্বাস করে যে, ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া মানেই নিজের বিপদকে ডেকে আনা।"

"তা হলে এখন কী করবেন?"

"যেভাবেই হোক নিজেকে আড়ালে রেখে রাকেশের বদলা নিতেই হবে। এসব কথা তোমাদের না বলে পুলিশকেই বলতে পারতাম, তাতে হত কী, আমি নিজেই অ্যারেস্ট হয়ে যেতাম। কিন্তু এতদিন অন্যের দাসত্বের পর আর জেলের ঘানি টানতে নয়, স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করে বেঁচে থাকতে চাই। তবে তার আগে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই রাকেশ ভাটিয়া নামের ওই দুর্বৃত্তকে।"

"তা না হয় দেবেন। কিন্তু তার পরেও কি স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন আপনারা?"

"না। তবে চেষ্টা করব। ছদ্মবেশে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরব। লোকালয়ে থাকলে বাঁচব না।"

"কিন্তু রাকেশের বদলা নিতে গেলে কিছুদিন অন্তত লোকালয়ে থাকতে হবে তো আপনাদের।"

"হ্যাঁ। এই কিছুদিনই অতি ভয়ংকর।"

বাবলু বলল, "তা হলে শুনুন দাদা, শয়তানের বিরুদ্ধে যারা জেহাদ ঘোষণা করে, তারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আর সেই কারণেই আপনাকে আমরা শেলটার দেব। আমাদের এই বাগানটা আপনার থাকার পক্ষে উপযুক্ত। আপনার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কোনও চিন্তা করতে হবে না। সবই সময়মতো পেয়ে যাবেন।"

ভানুপ্রসাদ বলল, "আমি জানতাম তোমরা আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। রাকেশের মুখেই তোমাদের নাম আমি শুনেছি। তারপর যখন শানুকে দেখলাম তোমাদের সঙ্গে, তখনই বুঝলাম তোমরা আমাদের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা নিশ্চয়ই চাও।"

"হ্যাঁ চাই।"

"তবু বলি, খুব বেশিদিন তোমাদের বোঝা হয়ে আমি থাকব না এখানে। তোমরা শুধু শানুর একটা খবর, ভাল মন্দ যা হোক, আমাকে এনে দাও। যদি ও মরে গিয়ে থাকে, তা হলে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাব আমি। তারপর আচমকা একদিন এসে যা করবার তাই করে যাব। আর যদি ও সেরে ওঠে তা হলে ওকে নিয়ে একসঙ্গেই চলে যাব এখান থেকে, পরে সময় সুযোগমতো বদলা নেব দু'জনেই। তাতে হয় মারব, না হয় মরব। মোট কথা, আমরাই এখন থেকে রাকেশ ভাটিয়ার নিয়তি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর অযথা সময় নষ্ট না করে পুলিশ হাসপাতালে চলল শানুর খবর নিতে।

পঞ্চু বয়ে গেল বাগানের পাহারায়।

শানুর খবরাখবর বাবলু ইচ্ছে করলে ফোনেও নিতে পারত। কিন্তু তা নিল না এই কারণে, যদি শানু বেঁচে থাকে তা হলে ওর সঙ্গে দেখা করে ওর বন্ধুর খবরটা ওকে দিয়ে দেবে চুপিচুপি, তাই।

কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে যা দেখল, যা শুনল, তাতেই ওদের চক্ষুস্থির। ওরা শুনল, শানুর জখম মারাত্মক নয়। ডানদিকের কাঁধে গুলিটা লেগেছিল। এবং সেটাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত। তবে দুর্ভাগ্য এই যে, তার শয্যা খালি পড়ে আছে। সে নেই। তাকে কেউ কিডন্যাপ করল, কি সে নিজেই পলাতক, তার খবর পুলিশও জানে না।

এই রহস্যময় ব্যাপারে দারুণ বিমর্ষ হয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন ফিরে আসছে তখনই হঠাৎ দেখল সোল্লাসে চিৎকার করতে করতে ল্যাংচা ছুটে আসছে ওদের দিকে। একেবারে কাছাকাছি আসতেই আনন্দে লাফাতে লাগল সে।

বাবলু বলল, "ব্যাপার কী ল্যাংচা! লটারি লাগল নাকি?"

"না রে, না।"

"তা হলে?"

"মিস মানেকা ইজ কামিং।"

"মিস মানেকা! কে মিস মানেকা?"

"ওটা একটু সাসপেন্সেই থাক। তবে সে কিন্তু একা নয়!"

"একা নয় তো সঙ্গে কে?"

"ধীরে বন্ধু, ধীরে। বাড়ি যা। গেলেই দেখতে পাবি। না এসে থাকলে একটু অপেক্ষা করবি। ওরা এল বলে!"

বাবলু বলল, "তুইও চল তা হলে? তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

"আমাকে এখনই একবার থানায় যেতে হবে।"

বাবলু বলল, "থানায়! তার ওপরে তুই?"

"যাব কী আসব।"

"দ্যাখ ল্যাংচা, অসভ্যতার একটা সীমা আছে। তুই থানায় যাওয়া মানেই...!"

"কেস জন্ডিস। তাই তো?" বলেই খিকখিক করে হেসে ল্যাংচা বলল, "আর সে ভয় নেই। দারোগাবাবুর সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। অবশ্য মূলে ওই মিস মানেকা। আমি দারোগাবাবুর হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। বলেছি, 'স্যার আমি গরিবের ছেলে। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। উলটোপালটা বলে ফেলাটাই আমার কাজ। আপনাদের মতো মনীষীর সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, তা কি আমি জানি? তা যদি জানতাম তা হলে লোকে আমাকে বখাটে বলত না।' তা দারোগাবাবু বললেন, 'এদিকে তুই বলছিস লেখাপড়া জানিস না, অথচ কথাবার্তা তো ভালই বলিস। কথায় কথায় ইংরেজিও ছোটে দেখি। এসব শিখলি কোত্থেকে?' আমি বললাম, 'সব যাত্রার ডায়ালগ স্যার। টিভি, সিনেমা দেখেও শিখেছি কিছু।' দারোগাবাবু বললেন, 'তুই ব্যাটা এইসব দেখিস?' আমি বললাম, 'সবাই দেখে। আচ্ছা-আচ্ছা লোকেরাও দেখে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দি ছবির দর্শকরাও অন্যের সমালোচনা করতে গিয়ে ভুলক্রমে চিনিয়ে দেন নিজেদের। হয়তো আপনিও দেখেন।' দারোগাবাবু বললেন, 'তুই পড়াশোনা কর। বাবলুকে বল তোকে একটু পড়াশোনার ব্যাপারে ট্রেনিং দিতে।' বলে বললেন, 'যা, আমার লাইটের বিলটা ইলেকট্রিক অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে আয় দেখি।' আমি এককথায় রাজি। উনি বললেন, 'ওর থেকে যেটা ফিরবে সেটা তোর।' উনি আমাকে আরও অনেক কাজ করাবেন পয়সা দিয়ে। কেমন? লাইনটা ঠিক হয়ে গেল না?"

বাবলু বলল, "পারিসও বটে তুই!" বলে সকলকে নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখল পঞ্চু চিৎকার শুরু করেছে ওদের দেখে। সে বারবার সকলের কাছে ছুটে আসে আর বাগানের দিকে যায়।

বিলু বলল, " কী ব্যাপার বল তো? মিস মানেকা?"

বাবলু বলল, "না। ওর তো বাড়িতে আসার কথা। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই ভানুদার কিছু হয়েছে। আমরা চলে যাওয়ার পরই অঘটন হয়েছে কিছু।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু পঞ্চু তো পাহারায় ছিল।"

বাবলুর তখন কথা বলবার সময় নেই। সবাইকে নিয়েই সে তখন বাগানের দিকে ছুটল। ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ ডাক ছেড়ে পঞ্চু ছুটল সকলের আগে। কিন্তু বাগানে ঢুকে যা ওরা দেখল তাতে নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না।

ওরা দেখল শানু আর ভানু দুই বন্ধুতে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির ভেতরে বসে ফিসফিস করে কী সব যেন আলোচনা করছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেতেই হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল দু'জনে।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী! হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এলেন কেন?"

শানু বলল, "এসেছি কি সাধে? আমি তো সাধারণ পেশেন্টের মধ্যে নই। কুখ্যাত আসামি একটা। সেরে উঠলেই পুলিশের চক্করে পড়ে নাজেহাল হতাম।"

"কিছুই হত না। পুলিশ তো ছেড়েই দিয়েছিল আপনাকে।"

"দিয়েছিল। কিন্তু পরের ব্যাপারটা যা হল, তাতে তো জেরায় জেরায় জেরবার করে তুলত। তাই ইচ্ছে করেই ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এলাম।"

"আমাদের ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না?"

"মোটেই না। প্রথমে তোমার বাড়িতে গেলাম। তোমার বাবা কোথায় যেন যাচ্ছিলেন।"

"দুর্গাপুরে।"

"বললেন, এই বাগানে আসতে। এখানে এসেই দেখি ভানু। আমরা দুই মানিকজোড় এক হয়ে গেলাম। ওর মুখেই সব শুনলাম। তারপর তোমাদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "এখন তা হলে কী করতে চান আপনারা?"

"অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে চাই।"

"কীভাবে?"

"সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। এখন আমার শরীরের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। তাই বেশ কয়েকটা দিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে চাই। প্রথমেই আমরা গড়বেতায় যাব। সেখানকার জঙ্গলে দু'-চারদিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে তারপর শুরু করব আমাদের কাজ।"

"কী কাজ করবেন?"

"আমাদের প্রথম কাজই হবে নিষ্কণ্টক হওয়া। রাকা অর্থাৎ রাকেশ ভাটিয়াকে দুনিয়া থেকে সরাব আমরা। তারপর যেদিকে দু' চোখ যায় চলে যাব।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য কি আপনারা আশা করেন?"

"না। তোমরা ছেলেমানুষ। আমাদের এই হিসা বদলা নেওয়ার কাজে কীভাবেই বা সাহায্য করবে তোমরা? তোমরা ভাল থাকো। তবে হ্যাঁ, তোমরা তো দুষ্টের দমনে মাথা ঘামাও, পুলিশ প্রশাসনকেও নানাভাবে সাহায্য করে থাকো, তাই তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ আমরা রাখব। একটা কাগজে তোমাদের ফোন নম্বরটা লিখে দাও। ওটা সঙ্গে থাকলে মাঝেমধ্যে পরিস্থিতির ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারব।"

কাগজ, পেন বাবলুর কাছে সবসময়ই থাকে। তাই একটা কাগজে ওর ফোন নম্বরটা লিখে শানুর হাতে দিল। দিয়ে বলল, "আপনারা সফল হোন, এটাই কামনা করি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দু' বন্ধুতে বন্ধুই থাকুন। তবে আমাদের দিক থেকে ছোট্ট একটা আবেদন আছে।"

শানু, ভানু দু'জনেই বলল, "বলে ফেলো।"

"পারলে রাজকুমারী, অর্ক, ওর মায়ের খোঁজখবরও একটু নেবেন। ওদের একেবারে উদ্ধার করতে না পারলেও ওরা কোথায় এবং কীভাবে আছে এই খবরটুকুও যদি আমাদের দিতে পারেন তা হলেও কাজের খুব সুবিধে হয় আমাদের।"

"ওদের ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। জানতে পারলেই ফোন করব তোমাদের।"

শানু, ভানু দু'জনেই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "বেস্ট অব লাক।"

শানু বলল, "বিদায় বন্ধু।"

"সাবধানে যাবেন। তবে আমার মনে হয়, এখনই এইভাবে না গিয়ে দিনের বেলা আমাদের এখানে বিশ্রাম নিয়ে রাতের অন্ধকারে গেলেই ভাল করতেন। এখনই এত বড় রিস্ক নেওয়াটা কি ঠিক হল?"

"আমাদের কিবা রাত্রি কিবা দিন। তা ছাড়া রাতের চেয়ে দিনের বেলাটাই আমাদের কাছে বেশি নিরাপদ। ট্রেনে, বাসে দুর্বৃত্তরা সহজে আক্রমণ করতে পারে না। পুলিশের লোকরাও দিনের আলোয় কম দেখে।"

ওরা বিদায় নিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রথমেই এল বাবলুদের বাড়ি। কিন্তু এসে দেখল কেউই অপেক্ষা করে নেই ওদের জন্য। কোথায় মিস মানেকা, কোথায় কে? বাবা দুর্গাপুরে চলে গেছেন অনেকক্ষণ। মা রান্নার ব্যবস্থা করছেন।

॥ ৮ ॥

দুপুরবেলা নানারকম চিন্তাভাবনা করতে করতে কখন যেন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল বাবলু। কিন্তু ঘুম ভেঙেই চোখের সামনে যাকে বসে থাকতে দেখল, তাকে দেখেই চোখদুটো বড় বড় করে তাকাল। অবাক বিস্ময়ে উঠে বসে বলল, "কে তুমি?"

মিষ্টি হেসে অচেনা মেয়েটি বলল, "মিস মানেকা।"

"সকালে তোমার আসবার কথা ছিল না?"

"হ্যাঁ, বিশেষ কারণে আসিনি।"

"কারণটা জানতে পারি কি?"

"এত তাড়াতাড়ি নয়। আসলে আমার স্বভাবটাই এইরকম। কথা দিয়ে কথা না রাখা। তবে এই কারণে

কেউ যখন খুব রেগে যায় তখনই হঠাৎ করে তাকে দেখা দিয়ে রাগ অঙ্গ আমি জল করিয়ে দিই। অর্থাৎ রাগের আগুনে জল ঢালি।"

বাবলু বলল, "ভেরি মিস্টিরিয়াস গার্ল।"

"কিন্তু মিষ্টি। ভারী মিষ্টি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, বুঝবে আমি কী জিনিস।"

বাবলু বলল, "যাক, এবার তোমার পরিচয়টা পেলে খুশি হব। ল্যাংচার মুখেই সকালে তোমার আগমনবার্তা শুনেছি।"

"ও ছেলেটা বড় ভাল। খুব সরল প্রকৃতির।"

এমন সময় মা এসে বললেন, "উঠেছিস, মেয়েটা কখন থেকে বসে আছে তোর জন্য। তুই ঘুমোচ্ছিস বলে ডাকিনি। ও-ও ডাকতে দিল না। বলল, আমার তাড়া নেই। আপনার খোকনসোনা যখন ওঠে উঠবে। এই ঘরে তো অনেক বই, আমি ততক্ষণে বসে বসে বই পড়ি।"

বাবলু টান হয়ে বসল এবার। তারপর মানেকার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বই পড়ছ ওটা?"

মানেকা হেসে বলল, "তোমাদের নিয়ে লেখা কোনও বই নয়। তা হলেই তোমরা ভাববে আমি তোমাদের তোষামোদ করছি। আসলে একটা বই আমার খুব পড়বার ইচ্ছে ছিল। সেই বইটাই তোমার এখানে পেয়ে গেলাম। তাই বসে না থেকে পড়ছি।"

"বেশ করছ, কিন্তু বইটার নাম কী?"

"পাহাড়-জঙ্গলের পটভূমিকায় লেখা এক সুবৃহৎ কিশোর রহস্য-উপন্যাস 'সোনার গণপতি হিরের চোখ'।"

"ও-বইটা আমারও খুব প্রিয়। আমিও মাঝেমধ্যে পড়ি। সেইজন্যই হাতের কাছে পেয়ে গেলে।"

মা ছিলেন পাশেই। মানেকাকে বললেন, "ওর কি একটা বই, বুক শেলফ ঠাসা।"

বাবলু বলল, "তবে মা, তুমি তো কখনও কাউকে এইভাবে আমার ঘরে বসতে দাও না। আজ হঠাৎ ব্যতিক্রম হল কেন? কেন একে ঢুকতে দিলে? যদি এর কোনও বদ মতলব থাকত? শত্রুপক্ষের কেউ যদি পাঠিয়ে থাকত একে? এ যদি আমায় খুন করত?"

মা বললেন, "ষাট বালাই। ও বলেই ঢুকতে দিয়েছি। যাকে-তাকে কি ঢুকতে দিতুম? তা ছাড়া আমি মা, তোর ভালমন্দ আমার চেয়ে কে বেশি বুঝবে? যা, চোখে-মুখে জল দিয়ে আয়। ল্যাংচাকে পাঠিয়েছি কচুরি আনতে, ও এলে সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "ল্যাংচা! ল্যাংচা কোত্থেকে এল?"

"ও-ই তো নিয়ে এল মেয়েটাকে। বলল, "ওকে একটু ভেতরে নিয়ে বসান, বাবলু উঠলে কথা হবে।"

বাবলু উঠে বাথরুম থেকে এসে মানেকার মুখোমুখি বসতেই মিষ্টি হাসিতে নিজের সুন্দর মুখখানি ভরিয়ে তুলল মানেকা। সত্যিই একটি মিষ্টি মেয়ে। ভেরি সুইট।

বাবলু বলল, "তুমি কোথায় থাকো মানেকা?"

"বি. গার্ডেনের কাছে। কলেজ রোডে। হাওড়া তিন।"

"তার মানে শিবপুরে? আমরা একসময় ওদিকে অনেকবার গেছি। এখন সময়াভাবে যাওয়া হয় না।"

"সময় তো একটু করে নিতে পারো!"

"এবার নেব। ল্যাংচার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কী করে?"

"সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কোরো।"

বাবলুর কথা শেষ হতেই ল্যাংচা এসে হাজির। সঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু সকলে। সেইসঙ্গে আরও একজন যে এল তাকে দেখেই চমকে উঠল বাবলু। সে ছিল কল্পনা, ধারণা এবং প্রত্যাশারও বাইরে। সে আর কেউ নয়, রাজকুমারী।

বাবলু বলল, "রাজকুমারী, তুমি! এ আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? এ কি সত্যিই তুমি! না কি দিবাস্বপ্ন?"

রাজকুমারী হেসে বলল, "সত্যিই আমি।"

"কী দারুণ সারপ্রাইজ।"

রাজকুমারী বলল, "ঠিক তাই। আমাকে এইভাবে এখানে দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ না? আসলে আমি যে এইভাবে ফিরে আসব তা আমিও ভাবিনি। অবশ্য আমার এই ফিরে আসাটা সম্ভব হয়েছে মিস মানেকার জন্য।"

"তুমি এখন কেমন আছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"আগের চেয়েও অনেক ভাল। ব্যথা-বেদনাগুলোও মরেছে। এখন আমি সম্পূর্ণ না হলেও, সুস্থ।"

বাবলু বলল, "বোসো, বোসো। বসে বেশটি করে আগাগোড়া সব গুছিয়ে বলো দিকিনি কীভাবে কী হল?"

রাজকুমারী বলল, "আগের কথা কিছু বলব না। কেন না সবই তোমরা জানো। ওরা তো আমাকে দিনদুপুরে নিয়ে পালাল। নিয়ে গিয়ে রাখল বি ই কলেজের কাছে, গঙ্গার ধারে একটা বাড়িতে। বাড়িটা পরিত্যক্ত নয়, তবে কিনা ফ্ল্যাটবাড়ি। লোকজনও খুব কম। একপ্রান্তে বাড়িটা। এই বাড়ির নীচের তলার সব ঘরই প্রায় তালা দেওয়া। ওরা বলল, 'দ্যাখো মেয়ে, চেঁচামেচি করলে বা পালাবার চেষ্টা করলে আমরা কিন্তু ভীষণ যন্ত্রণা দেব। আর যদি চুপচাপ থাকো তা হলে কোনও অত্যাচার হবে না।' আমি বললাম, কিন্তু আপনারা আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন? কেন আমাকে এইভাবে কষ্ট দিচ্ছেন আপনারা? আমি একজন স্কুল-ছাত্রী। কারও কোনও ক্ষতি তো কখনও করিনি।' ওরা বলল, 'আমাদের ওপর নিয়ে আসবার হুকুম আছে। আমরা নিয়ে এসেছি। কেন, কী কারণে তা বলতে পারব না।' এইভাবে ওই বাড়িতে সারাটা দিন কাটে। রাত্রি হয়। খুব ভোরে ওরা আমাকে গঙ্গা পার করে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। সেইসময় হঠাৎ দূর থেকে মানেকাকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠি আমি। মানেকা তখন ওর কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিল। ওদের হাতে ছিল হকি স্টিক। মানেকার পরিচয় পরে যা পেলাম তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ও যেমন সাঁতারে পটু, তেমনই যোগব্যায়ামেও। হকি, ক্রিকেট, ভলিবল সব খেলাতেই মেয়েদের গ্রুপে ও সবার সেরা। তা আমার ডাক শোনামাত্রই ছুটে এল ওরা। ওরা ছিল আটজন, দুষ্কৃতীরা চারজন। মারের চোটে ভুবন অন্ধকার করে দিল ওদের। মার খেয়ে পালাতে পথ পেল না ওরা। এরপর মানেকা আমাকে উদ্ধার করে ওদের বাড়িতে নিয়ে আসে। ওর মা আমাকে খুব যত্নআত্তি করেন। ওর বাবা বাঙালি হলেও মা নেপালি। কিন্তু কী পরিষ্কার কথা বলেন বাংলাতে। যা হোক, ওর বাবা আমার ব্যাপারে ওখানকার থানায় জানিয়ে আসেন। একটু বেলায় মানেকা আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তখনই তোমাদের এখানে আসবার কথা হয়েছিল। কিন্তু মা ছাড়লেন না। বললেন, 'দেখা করবার সময় গেছে কোথায়? এখনই কী? এসেছিস, একটু বিশ্রাম নে। খাওয়াদাওয়া কর। তারপরে তো। দুপুরবেলায় যাবি।'"

বাবলু বলল, "এ তো দেখছি রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার!" তারপর মানেকাকে বলল, "তোমরা এত করলে, কোনওরকমে ধরতে পারলে না ওই দুর্বৃত্তদের একজনকে।"

"না। ওদের ধরে রাখার মতো শক্তির অভাব আমাদের যথেষ্টই ছিল। কেন না আমরা তখন ওদের হাত থেকে রাজকুমারীকেই ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। তা ছাড়া ব্যাপারটা আচমকাই ঘটে গেছে তো।"

"যে বাড়িতে রাজকুমারীকে ওরা লুকিয়ে রেখেছিল সেই বাড়িটার খোঁজ কী করে পাওয়া যায়?"

"বাড়ি তো আমরা চিনি না। চেনে রাজকুমারী। ও-ও কি পারবে এখন বাড়ি চিনতে?"

বাবলু বলল, "ও-বাড়ি আমরা খুঁজে বের করব। তবে তাতে লাভ কিছু হবে বলে মনে হয় না। কারও দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার ঘরের তালা ভেঙেই হয়তো ঢুকিয়েছিল ওকে।"

বিলু বলল, "সে যাই করুক, তবু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।"

ল্যাংচা ততক্ষণে কচুরি আর অমৃতি নিয়ে এসে সকলকে পরিবেশন করতে লেগে গেছে।

রাজকুমারী ফিরে আসায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল যেন সকলের মনে। তার ওপরে মানেকাকেও ভাল লাগছে সকলের।

কচুরিপর্ব শেষ হলে এল চা।

চা খেতে খেতেই বাবলু বলল, "সুদেষ্ণা কি জানে রাজকুমারীর ফিরে আসার খবর?"

রাজকুমারী বলল, "না। কী করে জানবে? কেউ তো খবর দেয়নি ওকে।"

"তা হলে ওকে একবার ফোন করি।" বলেই ফোন ধরল বাবলু।

ওদিক থেকে সাড়া এল, "কে?"

সুদেষ্ণার বাবা ধরেছিলেন বোধ হয়।

"...আমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি। একবার সুদেষ্ণাকে দেবেন?"

"..সে তো নেই।"

"...কোথায় গেছে?"

"..সে গেছে জয়নগরে ওর মামার বাড়ি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে, ওকে বলে দেবেন ওর বান্ধবী রাজকুমারীকে পাওয়া গেছে।"

"...তাই নাকি? অত্যন্ত সুখবর। রাখছি তা হলে?"

"...হ্যাঁ রাখুন।"

ফোন রেখে বাবলু সুদেষ্ণার কথা বলল সকলকে।

তারপর সকলে মিলে চলল মিত্তিরদের বাগানে। এই বাগানের পরিবেশে না এলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন ভরে না। বন্যেরা বনে সুন্দর, পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তির বাগানে। তাই চলল। তা ছাড়া রাজকুমারী ও মানেকাকে ওদের বাগানটা দেখাতেই হবে। মানেকা তো শুধুই মানেকা নয়, মিস মানেকা। এই নামেই খ্যাত সে। এমন অলরাউন্ডার মেয়ে খুব কমই আছে হাওড়া শহরে।

কিন্তু মিত্তিরদের বাগানে পৌঁছেই যে-দৃশ্য ওরা দেখতে পেল তাতে শিউরে উঠল ওরা। ওদের সব আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। এমন যে হবে বা হতে পারে তা ভাবতেও পারেনি। উঃ, কী মর্মান্তিক! এতদিন যা হয়নি, তাই হল। কত ঝড়ঝঞ্ঝা, কত উপদ্রব, কত অগ্নিগর্ভ ঘটনার রঙ্গমঞ্চ এই মিত্তিরদের বাগান। কিন্তু এ কী!

ওরা দেখল শানু আর ভানুব গুলিবিদ্ধ দুটো লাশ গুলঞ্চ গাছের ডালে পাশাপাশি ঝোলানো আছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রথমে ওদের হত্যা করে পরে এইভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে কেউ।

সেই দৃশ্য দেখেই সে কী চিৎকার পঞ্চুর!

ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল জঙ্গলের ভেতরে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটে বাগান তোলপাড় করে ফেলল সে।

বাবলু বলল, "তোরা সকলে এখানে থাক। আমি চট করে একবার বাড়ি গিয়ে থানায় ফোন করে আসি। অমনই নিয়ে আসি আমার যন্তরটা। ওটা ছাড়া আর চলছে না দেখছি! পরিস্থিতি যা, তাতে কখন কীভাবে কাজে লাগে, তা কে জানে?"

বাবলু দারুণ উত্তেজনায় দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল ওদের বাড়ির দিকে। বাগান পেরিয়ে সবে কয়েক পা এগিয়েছে, অমনই কোথা থেকে একটা মোটরবাইক ভীষণগতিতে এসে ওর সামনে ব্রেক কষল।

বাবলুর চোখের সামনে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো সেই কালো শয়তান।

বাবলু বলল, "এর আগে তোমাকে কখনও না দেখলেও এইবার তোমাকে চিনেছি। বাকা, রাকেশ ভাটিয়া তুমি। ব্ল্যাক ডেভিল।"

ততক্ষণে শয়তান লোকটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কী অমানুষিক শক্তি তার গায়ে।

বাবলু তবুও দারুণ একটা ঘূর্ণিতে নিজেকে ছিনিয়ে নিল ওর কবল থেকে।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য।

পরক্ষণে শয়তানটা আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

বাবলু সেই অবস্থাতেও টেনে একটা ঘুষি মারল ওর চোখ লক্ষ্য করে। এই ধরনের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হলে চোখই হচ্ছে মোক্ষম জায়গা। সেই বুঝেই ঘুষিটা মারল। এক ঘায়েই অস্থির।

শয়তানটা একবার 'উফ' করে উঠল। পরক্ষণেই ভীষণ রেগে ওর ঘাড়ে পর পর কয়েকটা রদ্দা দিতেই নিশ্চল হয়ে পড়ল বাবলু। এই হল সুবর্ণ সুযোগ। শয়তানটা বাবলুর জামার কলাব ধরে ওকে টেনে-হিঁচড়ে মোটরবাইকে উঠিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে। সেই ভয়ংকরের গ্রাসে ও যেন বাঘের মুখে হরিণশিশু। মনে হল, একটা বুনো চিতা যেন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তার শিকার নিয়ে পালাল।

ততক্ষণে চারদিকে দারুণ হইচই। যে দু'-একজনের চোখে পড়েছিল দৃশ্যটা, তারা তখন চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করেছে। কিন্তু করলে কী হবে? বাবলু তখন কোথায়?

খবর পেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর সকলে ছুটে এল।

রাজকুমারী, মানেকাও এল।

ল্যাংচার মুখে কথা নেই। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, "তোদের হয়ে আমিই যাচ্ছি থানায়।"

ক্রুদ্ধ পঞ্চু তখন প্রচণ্ড হাঁকডাক করে চারদিকে ছুটোছুটি করছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু কী যে করবে কিছুই ভেবে পেল না। বাবলুর এই দুঃসংবাদটা ওর মায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলে উনি যে কীভাবে নেবেন ব্যাপারটা, সেই ভেবেই শঙ্কিত হল সকলে।

পুলিশ এল এই ঘটনার অনেক পরে। একেবারে সন্ধের মুখে। পুলিশ অবশ্য ইচ্ছে করে দেরিতে আসেনি। মল্লিকফটকের একটা ঘটনায় যেতে হয়েছিল তাদের।

পুলিশের লোকরা এসে প্রথমেই টেনে নামাল লাশদুটোকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের হয়ে বিলুই এখন নেতৃত্ব দিল। সে-ই সব কথা সবিস্তারে এক-এক করে খুলে বলল পুলিশ অফিসারকে।

রাকেশ, কালাচাঁদ, শিবকুমার শর্মা, এমনকী গোল্ডেন প্রিন্স-এর কথাও বলতে বাকি রাখল না।

ভোম্বল বলল, "আপনারা একটু তৎপর হন। না হলে কিন্তু আরও খুন হবে। প্রিন্স আপনাদের নাগালের বাইরে হলেও রাকেশ আর কালাচাঁদ হাতের মুঠোয়। রাজবল্লভ সাহা লেনে কালাচাঁদের বাড়িতে গিয়ে হানা দিন। কালীঘাট স্টেশনের কাছে কোথায় কোনখানে উনি বাড়ি করেছেন খুঁজে দেখুন। কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিন। পেছনে গোয়েন্দা লাগান। এই দুষ্টচক্রেব উনিও একজন অংশীদার যখন, তখন ওঁকে মোচড দিলেই রাকেশের সন্ধান পাওয়া যাবে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তা হলে শোনো, কালাচাঁদের কালো-কাহিনী পুলিশের অজানা নয়। ডাক্তাব সান্যালের হত্যাকাণ্ডের পবই লোকটি বহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। আর ওই রাকেশ ভাটিয়া, ওর ব্যাপাবেও পুলিশ খুবই সতর্ক। ডা. সান্যালের হত্যাকাণ্ডের পর লোকটি ডাক্তারের বাড়ি তছনছ করে। লুট করে সর্বস্ব। ওঁর স্ত্রী-পুত্রকে কিডন্যাপ কবে। আর এতদূর স্পর্ধা যে, ফোনে পুলিশকেও সতর্ক করে এই ব্যাপারে বেশি মাথা না ঘামাতে।"

বিলু বলল, "সবই তো বুঝলাম। জলের মতন গড়গড় করে বলে গেলেন সব। রাজকুমারীর ওই দুর্ঘটনার পরও যদি আপনারা একটু সতর্ক হতেন তা হলে কিন্তু মেয়েটাকে ওবা কিডন্যাপ করতে পারত না। তার চেয়েও বড় লজ্জা, থানাব সামনে আততায়ীর গুলি এবং দিনের বেলায় এই জোড়া খুন।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "হ্যাঁ, এটা আমাদের চরম ব্যর্থতা। আসলে ব্যাপাবটা যে এতদূর গড়াবে তা আমবা ভাবতেও পারিনি। যাই হোক, ভেতরে ভেতবে তোমরাও এগোতে থাকো, আমরাও তদন্তের কাজ করে যাই। আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা তোমরা পাবে।"

পুলিশ বিদায় নিলে রাজকুমাবী ম্লান মুখে বলল, "আমাব জন্যই যত কিছু। না সেদিন নিউ মার্কেটে যাব, না লঞ্চে পার হয়ে হেঁটে আসব, না দুর্বৃত্তদের তাড়া খাব, না ওদেব কথা শুনব, না এইসব হবে।"

বিলু বলল, "থাক। আর কিচ্ছু বলতে হবে না। এইভাবে না না কবলে তো প্রবলেম সলভ হবে না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কী, অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। ওই জালে তুমি জড়িয়েছিলে বলেই তো ওই শয়তানদেব চক্রে আঘাত হানতে যাচ্ছি আমরা। না হলে ওদের হদিস কি আমরাও কখনও পেতাম? এখন দুশ্চিন্তা শুধু বাবলুর জন্য। কী যে হল ছেলেটার!"

রাজকুমারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানেকা বলল, "আমাব জীবনে আমি কখনও এমন জটিল সমস্যাব মুখোমুখি হইনি। কী সাংঘাতিক!"

বিলু বলল, "সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক! এইটুকু সময়ের মধ্যে কী কবে যে কী করল ওরা, তা কে জানে?"

মানেকা বলল, "যেভাবে যাই করুক না কেন, ছাড়া হবে না ওদের। আমিও লড়ে যাব তোমাদের সঙ্গে। রাজকুমারীর ওই ঘটনার পর থেকে আমার মনোবল আরও বেড়ে গেছে। কেমন যেন এক দুর্জয় সাহসে ভরে উঠেছে আমার বুক। আমার মনে হচ্ছে আমি একাই ওদের শেষ করে দিই।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের এই দুর্দিনে তোমার মতো সাহসী মেয়ের শুভাগমনকে আমরা স্বাগত জানাই। তুমি আমাদের পাশে থাকলে সত্যিই খুশি হব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তুমি যেভাবে রাজকুমারীকে উদ্ধার কবেছ তাতে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমাদের নেই। আমাদের কোনও গোয়েন্দাগিরিতে কোনও অভিযানে কাউকেই আমরা নিতে চাই না। নিইও না। তবু দু'-একজন জুটে যারা যায় তারা আমাদের অনিচ্ছাতেই। নেহাত এড়াতে পারি না তাই। কিন্তু তুমি অদ্বিতীয়া। তুমি আমাদের পাশে পাশে থাকবেই। কিন্তু কীভাবে থাকবে সেটাই হবে আলোচনার বিষয়।"

মানেকা বলল, "তোমরাই তা হলে ঠিক করো, আমি কীভাবে থাকব তোমাদেব সঙ্গে? আমার ভূমিকা হবে কীরকম?"

রাজকুমারী বলল, "আচ্ছা, আমিও কি থাকতে পারি না তোমাদেব সঙ্গে?"

বিলু বলল, "তুমি এখনও সুস্থ নও। তার ওপরে দুর্বল। দলে থেকে কিছুই করতে পারবে না তুমি।"

"আমার কিন্তু মনেব জোর খুব আছে।"

ভোম্বল বলল, "প্রয়োজন হলে তোমার সাহায্যও আমরা নেব। তবে এখনই নয়।"

"কেন?"

"এখন আমাদের চরম মুহূর্ত। বাবলু রাকেশের খপ্পরে। রাকেশকে পরাস্ত করে ওকে উদ্ধার করতে হবে। এই বাগানের আতঙ্কের পেছনেও যে রাকেশ তাতেও সন্দেহ নেই। বাকি রইলেন কালাচাঁদ। ওই শয়তানকে কখনওই ছাড়া হবে না। তার কারণ, আজকের এই এত কিছুর নিম্নচাপ কিন্তু ঘনীভূত হয়েছিল ওঁর ওখানেই। এই দুষ্টচক্রে আর যাদের কথা জানা গেছে তারা হল শিবকুমার শর্মা ও গোল্ডেন প্রিন্স।"

রাজকুমারী বলল, "তাতে কী?"

"তাতেই তো সব। আমরা তো চুপচাপ বসে থাকব না আর। এমনকী সকালের জন্যও অপেক্ষা করব না। এখনই শুরু হবে আমাদের কাজ। তাই তোমার সান্নিধ্যটা স্রেফ বোঝা ছাড়া আর কিছুই হবে না আমাদের কাছে।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি কীভাবে এগোতে চাও ভোম্বলদা?"

"প্রথমেই আমি কালাচাঁদের ঘাঁটিতে আঘাত হানতে চাই।"

বাচ্চু বলল, "সে তো এখন অজ্ঞাতবাসে।"

"এটা তো পুলিশের কথা। সে এই কলকাতাতেই লুকিয়ে আছে কোথাও।"

মানেকা বলল, "আমারও তাই-ই মনে হয়। শুধু কালাচাঁদ কেন, ওদের সকলেই লুকিয়ে আছে আশপাশে। এমনও হতে পারে, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানেরই কোনও বড় গাছের ডালে বসে হয়তো নজর রাখছে আমাদের দিকে।"

বিলু বলল, "অসম্ভব কিছু নয়।"

ভোম্বল বলল, "রাজকুমারী, এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও।"

মানেকা বলল, "আমি?"

"তুমি ওকে পৌঁছে দিতে যাবে। ল্যাংচা দূর থেকে ফলো করবে তোমাদের।"

ল্যাংচা এতক্ষণ ঝিম মেরে ছিল। এবার লাফিয়ে উঠল। বলল, "উইথ আর্মস কিন্তু। না হলে সে যাওযাও না-যাওয়ার শামিল।"

বিচ্ছু বলল, "সেটা ফলাও করে না বললেও চলবে। কেন না শুধু হাতে পথ চলবার ছেলেই তুমি নও।"

বাচ্চু বলল, "আমরা কী করব?"

"তোরা ঘরে থাকবি। পঞ্চু থাকবে তোদের পাহারায়। আর মাঝে মাঝে বাগানে এসে টহল দেবে।"

"পঞ্চুর সঙ্গে কি আমাদেরও আসবার প্রয়োজন আছে?"

"বিপদ বাড়াবার ইচ্ছে থাকলে আছে। না হলে নেই।"

মানেকা বলল, "তোমরা দু'জনে কোন দুঃসাহসে যাবে ওই বদ লোকগুলোর মোকাবিলা করতে? সাহস তো কম নয়।"

ভোম্বল বলল, "এ ছাড়া উপায় কী বলো।"

বিলু বলল, "ভোম্বল পরিকল্পনাটা কিন্তু মন্দ করেনি।"

মানেকা বলল, "তার চেয়ে আমি বলি কী শোনো, আমরা সবাই যাই।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে বাগান পাহারা দেবে কে? আমার মন বলছে ওরা এই বাগানে আবার আসবে। তা ছাড়া আজকের এই অভিযানে আর যাই হোক, রাজকুমারীর থাকা চলে না।"

ল্যাংচা বলল, "ভোম্বলটা ঠিক কথাই বলেছে। মানেকা থাকুক, কিন্তু রাজকুমারীকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

এমন সময় হঠাৎই ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে বাগানের গেটের দিকে ধেয়ে গেল পঞ্চু।

ওরা সবাই ছুটল সেই দিকে।

পঞ্চু ছুটে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল এক অচেনা লোকের ওপর।

লোকটি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল পঞ্চুর খপ্পর থেকে নিজেকে রক্ষা করবার, কিন্তু পারল না। বিলু আর ভোম্বল তখন দু'দিক থেকে লোকটিকে চেপে ধরেছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু লোকটিকে সার্চ করতেই পেয়ে গেল ওর গুপ্তস্থান থেকে মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র।

সেটা দেকেই চোখ কপালে উঠে গেল বিলুর। বলল, "সর্বনাশ! এ-জিনিস এল কোত্থেকে?"

মানেকা বলল, "কী জিনিস ওটা? সাংঘাতিক কিছু?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। দেশি জিনিস নয়। বাইরের দেশের। রিভলভিং। পর পর সাতটা গুলি করা যাবে।"

ভোম্বল তখন লোকটির বুকে কনুইয়ের একটা গুতো মেরে বলল, "এ-জিনিস তোমার কাছে কী করে এল?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকটি নিরুত্তর।

ভোম্বল বলল, "বোকা সাজার ভান করে কোনও লাভ হবে না ব্রাদার। বোবার বোল কী করে ফোটাতে হয় তা আমরা জানি।"

বিলু বলল, "আমরা জানতে চাই, তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?"

লোকটিকে তবুও নিরুত্তর দেখে ভোম্বল আর কোনও রকমেই রাগ সামলাতে পাবল না ওর। সজোরে লোকটার মুখে একটা ঘুষি মেরে বলল, "এখনও বল। না হলে ফের মারব।"

লোকটি গাঁক করে উঠল এবার। প্রবল ঘুষিতে ওব একটা দাঁত নড়ে গেল বুঝি! ঠোঁটের পাশটাও কেটে গেল একটু। ক্ষীণ একটু রক্তের ধারাও গড়িয়ে এল সেখান দিয়ে।

লোকটি ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল সকলের দিকে।

ভোম্বল বলল, "আমাদের প্রাণে কিন্তু মায়া-মমতা নেই। আমাদের শান্তির উদ্যানে দু'-দুটো লাশ ঝুলছে। আমাদের একটি ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ডা. সান্যালের স্ত্রী-পুত্রেরও কোনও খোঁজখবর নেই। প্রতি পদে আমাদের এবং আমাদের পরিচিতদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে, তাই আমাদের হাত থেকে তোমাব নিস্তার নেই।"

মানেকা বলল, "আমার মনে হয় সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না এখানে। তোমরা পুলিশে খবর দাও। ওখানে লকআপে ঢুকিয়ে আড়ং ধোলাই না দিলে মুখ খুলবে না এর।"

ভোম্বল বলল, "ওই ভুল আমরা করছি না। থানা-পুলিশ পবে। আগে এরই মুখ থেকে শুনি, ও কে? এখানে কী করতে এসেছিল। কে পাঠিয়েছিল ওকে?" বলেই লোকটার হাতদুটো পাকিয়ে পেছনদিকে মুড়ে নিল ভোম্বল। বলল, "একটা দড়ি পেলে ভাল হত।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই পঞ্চুকে নিয়ে ছুটে চলে গেল বাড়িব দিকে। একটু পরেই দড়ি নিয়ে ফিরে এল। সেইসঙ্গে খবর পেযে এল দলে দলে লোকজন।

বিলু আর ভোম্বল বেশ শক্ত করে লোকটির হাত বেঁধে সকলের সাহায্য চেয়ে মারতে মারতে নিয়ে চলল ওদের বাড়ির দিকে। বিলু ওর বাড়ির কাছে এসে ইশারায় পাড়ার সকলকে চলে যেতে বলে লোকটিকে নিয়ে ছাদে উঠল। তারপর চিলেকোঠার ঘবের তালা খুলে বলল, "জেল হাজতে নয, তুমি আমাদের এই হাজতেই থাকবে এখন থেকে। অবশ্য যতক্ষণ না তোমার মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারি।"

লোকটি মুখ দিয়ে একরকম আওয়াজ করতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "ফের মারব। তোমাদের ওইসব ন্যাকামির অভিনয় আমাদের অনেক দেখা আছে। মূক আর বধির লোককে নিয়ে কোনও ক্রিমিন্যাল গ্যাং দল চালায় না। বলো কী নাম তোমাব? এখানে কেন এসেছিলে? কে পাঠিযেছিল তোমাকে?"

বিলু বলল, "ওই লোক দু'জনকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে কারা? আমাদেব ছেলেটা কোথায়?"

লোকটি তবুও কিছু শুনতে না পাওয়ার বা কোনও কিছু না বোঝার ভান কবল।

বিচ্ছু বলল, "এইসব ওষুধে এর কিছুই হবে না দেখছি।" বলেই ছুটে নীচে গিয়ে একটা ঝাললঙ্কা নিয়ে এসে সেটা ভেঙে ওর দু'চোখে ঢুকিয়ে দিতেই চিৎকার করে উঠল লোকটি।

বিলু বলল, "এই তো আওয়াজ বেবোচ্ছে মুখ দিয়ে। এখনও বলো, না হলে কিন্তু অন্য ব্যবস্থা নেব। অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকবে সারাজীবন। বলো কী নাম তোমার?"

"আমার নাম মঙ্গেশ।"

"বাড়ি কোথায়?"

"বিহারে।"

"বিহার তো অনেকখানি জায়গা। বিহারের কোথায়?"

"হাজারিবাগ জেলায়।"

"জায়গার নাম?"

"ঝুমরি তিলাইয়া।"

বিলু বলল, "তিলাইয়ার নাম শুনেছি। কিউল গয়া লাইনে। নওয়াদার কাছে। কিন্তু ঝুমরি তিলাইয়াটা কোথায়?"

"ওটা হল কোডারমায়।"

"দেশের বাড়িতে কে কে আছে তোমার?"

"বাবা, মা, বউ ছেলেমেয়ে সবাই আছে।"

"তোমাদের গডফাদারটি কে?"

লোকটি অতিকষ্টে বলল, "গোল্ডেন প্রিন্স।"

"তার আড্ডা কোথায়? কোথায় থাকে সে?"

"কেউ জানে না।"

"তা হলে কার কথা শুনে এই সমস্ত কুকর্ম করে বেড়াও তোমরা? সে কে?"

"তার নাম রাকা।"

"অর্থাৎ রাকেশ ভাটিয়া।"

এর পরে কিছুক্ষণের নীরবতা। লোকটি হাতমোড়া অবস্থায় জলভরা চোখে চুপচাপ বসে রইল। লঙ্কার জ্বালায় তখন হু হু করে জ্বলছে ওর চোখদুটো। একসময় বলল, "আমার হাত দুটো খুলে দাও তোমরা। আমি পালাব না।"

ভোম্বল বলল, "তা তো হয় না। তবে চোখে তোমার জলের ঝাপটা দিতে পারি।" বলে নীচে গিয়ে এক গেলাস জল এনে ওর চোখে ঝাপটা দিয়ে একটা ছেঁড়া গামছায় চোখ মুছিয়ে বলল, "একটু চা চলবে নাকি?"

"পেলে খেতে পারি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই তখন নীচে গেল।

রাজকুমারী আর মানেকা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল লোকটির মুখের দিকে। গুন্ডা, বদমাশ, খুনি, ভিলেন ইত্যাদি শব্দগুলো শুনেছিল এতদিন। সিনেমার পরদাতেও দেখেছিল। কিন্তু এইবাবে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়নি। এখন স্বচক্ষে দেখে কৌতূহল যেন বেড়েই চলল।

একটু পরেই চা নিয়ে ওপরে এল বাচ্চু-বিচ্ছু। সকলের জন্য নয়, শুধু লোকটির জন্য।

ভোম্বল চায়ের পেয়ালাটা ধরল ওর মুখের কাছে। লোকটি একটু একটু করে চা পান করল। তারপর বলল, "তোমাদের আর কিছু জানবার আছে?"

ভোম্বল বলল, "কিছুই তো জানা হল না। এখন বলো তো, ভানু আর শানুকে মারল কে?"

"আমিই মেরেছি। থানার সামনে দূর থেকে গুলি করেছিলাম বলে মরেনি। এখন আদেশ পেয়ে দু'জনকেই মারলাম।"

"কিন্তু কেন?"

"কেন, কী বৃত্তান্ত, অত জমা-খরচ তোমাদের দিতে পারব না। আদেশ পেলেই মারব। প্রিন্স-এর খাতায় খতম লিস্টে কারও নাম উঠলে মরতে তাকে হবেই।"

বিলু বলল, "খুব ভাল কথা। তবে ওদের দু'জনকে তোমার একার পক্ষে তো টেনে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, এই কাজটা করল কে?"

"এ অন্য লোকের কাজ।"

"তারা এখন কোথায়?"

"কী করে জানব? আমি এসেছিলাম তোমাদের হালও ওইরকম করতে। তোমাদের প্রত্যেককেই মেরে ফেলার নির্দেশ ছিল। এমনকী এই কুকুরটাকেও।"

"তা হলে মারতে পারলে না কেন?"

"আসলে অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সুবিধেমতো একটা জায়গা বেছে ঠিক করবার আগেই কুকুরের খপ্পরে পড়ে গেলাম।"

"যাই হোক, আমাদের বরাতজোরে আমরা বেঁচে গেলাম। তোমারও উদ্দেশ্য সফল হল না। এখন কী করে মুখ দেখাবে ওদের কাছে? এর পরে তোমার চাকরি আর থাকবে?"

"জানি না।"

"আমাদের যে-ছেলেটাকে কিডন্যাপ করা হল তাকে কোথায় রাখা হয়েছে বলতে পারো?"

লোকটি চুপ করে রইল।

মানেকা ফুঁসে উঠল এবার, "বলো বলছি। চুপ করে রইলে কেন? কোথায় রেখেছ তাকে?"

"সে এমনই এক জায়গা, যেখানে হাজার চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবে না তাকে। জায়গাটা বেলেপোল আর পদ্মপুকুরের মাঝখানে ফ্লাইওভারের পাশে কালাচাঁদ রায়ের শক্ত ঘাঁটিতে।"

শুনে বিস্ময়ের অন্ত রইল না ওদের।

বিলু বলল, "কিন্তু আমরা তো জানি রাকেশের সঙ্গে কালাচাঁদবাবুর সম্পর্ক তেমন মধুর নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তা না হতে পাবে, তবে এইসব কাজে একজোট না হযেও তো উপায থাকে না।"

"ডাক্তাব সান্যালেব স্ত্রী, অর্ক, ওবা! ওবা কোথায়?"

"ওদেব কথা বলতে পাবব না।"

ভোম্বল বলল, "আপাতত আমাদেব আব কিছু জানবাব নেই।"

বিলু বলল, "আছে। ওই বাকেশ ভাটিযাব ঠেক কোথায, ওকে বলতে হবে।"

লোকটি বলল, "ওব নির্দিষ্ট কোনও ঠেক নেই। পাহাডে, জঙ্গলে, লোকালযে, হোটেলে, বেস্তবাঁয সর্বত্রই ওব ঠেক। আবাব কালাচাঁদেব হাঙ্গাব ফোর্টেও ওকে পাওযা যেতে পাবে।"

"হাঙ্গাব ফোর্ট!"

"হ্যাঁ। এটাই ওব গোপন ঘাঁটিব নাম।"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। আপাতত আজকেব বাতটুকু তুমি এখানেই থাকো। কাল সকালে তোমাব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমবা আজ এখনই একবাব চেষ্টা কবে দেখি আমাদেব বন্ধুকে উদ্ধাব কবতে পাবি কিনা।"

লোকটি বলল, "মবণেব ঘণ্টা বাজছে তোমাদেব।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

ওব কথা শুনে হো হো কবে হেসে উঠল সকলে। কিন্তু সেই হাসি নিমেষে মিলিযে গেল হঠাৎ দুমদাম বোমা ফাটানোব শব্দে গলিব মোডে কে বা কাবা যেন আতঙ্কেব সৃষ্টি কবছে।

বিলু আব ভোম্বল তখন লোকটিকে চিলেকোঠায ঢুকিযে বাইবে থেকে শিকল দিল। তাবপব সকলকে নিযে হইহই কবে নেমে এল নীচে।

বোমাতঙ্কে পাডা তখন কাঁপছে।

পঞ্চু ভীষণ হাঁকডাক কবে ছুটে গেল সেদিকে।

কিন্তু কোথায তখন কে? চাবদিক ধোঁযায ধোঁযাচ্ছন্ন। কেউ কোথাও নেই। আতঙ্কবাদীবা সবাই তখন পলাতক।

ওবা এক এক কবে সবাই ফিবে এল। তবে কিনা ফিবে এসে ছাদে উঠেই চোখ কপালে উঠল। ওবা দেখল ছাদেব শিকল খোলা। পাখি ফুড়ুত।

॥ ৯ ॥

এখন সমস্যা হল বাবলুকে উদ্ধাব কবা। কেন না ওদেব গোপন ঘাঁটিব সন্ধান পেয়ে গেলেও মঙ্গেশ নামেব ওই দুষ্কৃতীব অন্তর্ধান সব ভেস্তে দিল। এখন ওদেব খপ্পব থেকে পালিযে গিযে সে যদি সকলকে সতর্ক কবে দেয। তা হলে ব্যাপাবটা খুব ঘোবালো হযে উঠবে।

মানেকা বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা লোকটি যা বলল তা কি সত্যি? যদি সত্যি হয তা হলে দলেব গোপন ঘাঁটিব সন্ধান শত্রুপক্ষকে জানিযে দেওযাব পব সে কি ওই দলে আবাব ফিবে যেতে পাববে?"

বিলু বলল, "না পাববাব কিছু নেই। ও হযতো ঠিক ঠিকানাটি দিযে বাঘেব গুহায ঢুকিযে দিচ্ছিল আমাদেব। সেইবকম নির্দেশও হযতো ওকে দেওযা ছিল। আমবা ওই ফাঁদে পা দিলেই প্রবল প্রতিপক্ষ এমনভাবে ঝাঁপিযে পডত আমাদেব ওপব যে, তখন আমাদেব অবস্থাও বাবলুব মতোই হত।"

মানেকা বলল, "কিন্তু কিডন্যাপ কবে কোন নাটকটা তৈবি কবতে চায ওবা? এতে তো ঝামেলা এবং দাযিত্ব দুই-ই বেডে যায ওদেব।"

বাচ্চু বলল, "আবে, বুঝছ না কেন? স্বার্থ না বেখে কেউ কি কিছু কবে? বিশেষ কবে বাবলুদাব মতো ছেলেকে দলে টানতে পাবলে ওদেবই তো লাভ। ওব পিস্তল শুটিং-এব টিপ জানো? একেবাবে অব্যর্থ।"

বিলু বলল, "তবু আমবা যাব। যা হয় হবে। তবে মেয়েদেব কাউকেই সঙ্গে নেব না। শুধু ভোম্বল আব আমি যাব।"

ল্যাংচা বলল, "সে কী! আমি যাব না?"

"তুই বাজকুমাবী আব মানেকাকে বাডি পৌঁছে দিয়ে আসবি। বাচ্চু-বিচ্ছু ঘবে থাকবে। আমবা বাতেব মধ্যে না ফিবলেই পুলিশকে জানাবে ওবা। তুই তখন ওদেব পাশে এসে দাঁডাবি। বাবলুব মাযেব কাছে কাছে থাকবি।"

ল্যাংচা বলল, "বেশ তা না হয় হল। এখন আমার একটা প্রস্তাব কি রাখতে পারবি তোরা?"

"কী প্রস্তাব শুনি? আমরা কারও মতামতকে অবহেলা করি না।"

"আমি বলি কী, পদে পদে আমাদের প্রত্যেকের জীবন যেরকম বিপন্ন হয়ে উঠছে তাতে এখন স্বাভাবিকভাবে পথ চলাও দায়। তাই কেস যাতে আরও ঘোরালো না হয়ে যায় সেইজন্য ব্যাপারটা এখনই পুলিশকে জানানো দরকার। পুলিশের গাড়িই ওদের যথাস্থানে পৌঁছে দিক। না হলে পথে ওদের নিরাপত্তা দেবে কে? আমার একার দ্বারা কি সম্ভব? তা ছাড়া প্রত্যেকবারেই যে ওরা মোটরবাইক নিয়ে চাপা দিতে আসবে তা তো নয়, ওরা এখন দেখবে মারবে। দূর থেকে গুলি করলে বাধা দেব কী করে?"

বিলু বলল, "তোর এই প্রস্তাবটা অবশ্য সমর্থনযোগ্য। পুলিশের গাড়িতেই ওদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া ভাল।"

মানেকা বলল, "কী ছেলেমানুষি করতে চলেছ তোমরা? পুলিশের সাহায্য নিয়ে কতক্ষণ চলাফেরা করব আমরা? কাজেই থানা-পুলিশ কোনও কিছুরই দরকার নেই। কাউকে সঙ্গেও যেতে হবে না। একটা সাইকেল জোগাড় করে দাও, ডবল ক্যাবি করে আমরাই চলে যাব।"

বিচ্ছু বলল, "একটা কেন, আমাদের দু'বোনের দুটো সাইকেলই তোমরা পেতে পারো।"

"তবে তাই দাও।"

ল্যাংচা বলল, "আমি কিন্তু বারবার বলছি অমন ঝুঁকি তোমরা নিতে যেয়ো না।"

মানেকা বলল, "ভয় নেই গো, ভয় নেই। আপাতত তুমি আমাদের গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে তো দাও।"

বাচ্চু-বিচ্ছু সাইকেল নিয়ে এলে পঞ্চুকে সঙ্গে করে সবাই গলির মুখ পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানাল ওদের।"

সাইকেল ওঠার আগে মানেকা কী যেন ফিসফিস করে বলল ল্যাংচাকে।

ল্যাংচা একগাল হেসে বলল, "ঠিক আছে।"

বিলুর সেটা নজর এড়াল না। ল্যাংচা কাছে এলে ওকে বলল, "মানেকা কী বলল রে তোকে?"

"সে একটা 'প্রাইভেট টক'। তোদের জানবার দরকাব নেই।"

এর পর বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিলু, ভোম্বল আর ল্যাংচা বাবলুদেব বাড়িতে এসে হাজির হল। বাবলুর অন্তর্ধানেব পব থেকেই পঞ্চুটা কেমন যেন হয়ে গেছে। বারবার করুণ নযনে তাকাচ্ছে ও বিলু, ভোম্বলের দিকে। কখন যে লড়াইয়ের ময়দানে নামাব ডাক দেবে ওরা তা কে জানে?

বাবলুর মা ওদের দেখেই আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছলেন। ওবা যেতে বললেন, "ছেলেটাব ব্যাপারে কোনও কিছু জানতে-টানতে পারলি?"

বিলু বলল, "একটু আভাস পেয়েছি। তারই মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। জানি না সফল হব কতটা, তবু চেষ্টা করব।"

ভোম্বল বলল, "তবে বাবলুর ব্যাপাবে আপনি কোনও দুশ্চিন্তা কববেন না। কেন না এক অদৃশ্য শক্তি বরাবরই রক্ষা করে ওকে।"

"তাই করুক বাবা। কিন্তু আমি যে মা। আমার বুক যে কেঁপে ওঠে।"

"কোনও ভয় নেই। আমরা ওব স্কুটারটা নিয়ে যাচ্ছি। পঞ্চু থাকবে আমাদের সঙ্গে। ল্যাংচাটা রইল। ও এখানেই থাকবে। কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে ওকে বলবেন। নীচে-ওপরের দরজা বন্ধ রাখবেন সবসময়।" এই বলে বাবলুর স্কুটারটা নিয়ে চলে এল ওবা।

উত্তেজনায় বুক ওদের কাঁপছে।

পঞ্চু ল্যাজ নাড়ছে ঘনঘন।

ওরা একবার যে যার বাড়িতে গিযে বেশ ভালভাবে তৈরি হয়ে নিল। তারপর পঞ্চুকে কাযদা করে বসিযে স্টার্ট দিল স্কুটারে।

ভোম্বল সব ব্যাপারেই বেপরোয়া। স্কুটার চালানোর দায়িত্বটা ও-ই নিল জোর করে। স্কুটারে বসেই ঝড়ের বেগে ধেয়ে চলল শত্রুপুরীর সন্ধানে।

বিলু বলল, "একটু আস্তে চল না রে! না হলে পঞ্চুকে সামলানো যাবে না যে।"

"কষ্ট করে ধরে থাক একটু। অনেকটা পথ যেতে হবে। দেরি হয়ে গেলে গা-ঢাকা দিতে পারে ওরা।"

ভোম্বল সোজা রাস্তা ধরেছিল। হালদারপাড়া দালালপুকুর হয়ে ইছাপুরের পথ। বিলুর নির্দেশে পথ পরিবর্তন করল। মেন রোড ছেড়ে ও এবার পাড়ার ভেতর দিয়ে কাসুন্দিয়া চারাবাগান হয়ে স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে বেলেপোলের কাছে এসে হাজির হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "এইখানে একবার থামা দিকিনি।"

"কেন? এবার তো ফ্লাইওভারে উঠব।"

"যা বলছি তাই কর।"

ভোম্বল স্কুটার থামালে পঞ্চুকে নিয়ে নেমে পড়ল বিলু। ভোম্বলও নামল। নেমেই বলল, "কী ব্যাপার!"

বিলু তখন বেলেপোলের একটি সরকারি কোয়ার্টারে গিয়ে নক করতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি ছেলে, "কে?" এর পর বিলুকে দেখেই অবাক! বলল, "তুই?"

"আমাদের এই স্কুটারটা তোর এখানে রেখে দে। আর বিশেষ কারণে পঞ্চুকেও এখানে রেখে যাচ্ছি। একটু সামলে রাখ, কেমন?"

"কোথায় যাচ্ছিস রে তোরা?"

"পরে সব বলব।"

ছেলেটি স্কুটার ভেতরে নিয়ে গেলে ওরা পঞ্চুকে সেখানে রেখেই ধীরে ধীরে ফ্লাইওভারে উঠল। কিন্তু এখানে এসে এমনই বিভ্রান্ত হল ওরা যে, তা বলবার নয়! ফ্লাইওভাবের ডানদিক, বাঁদিক দু'দিকেই বাড়ি। সেই বাড়িগুলো তখন লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে ডুবে আছে। এর মধ্যে কোথায় সেই ঘাঁটি? কোথায় সেই দুষ্টচক্রের হাঙ্গার ফোর্ট? এই নিকষ অন্ধকারে কোনও কিছু কি খুঁজে বের করা সম্ভব?

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই সেই অন্ধকাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। দু'জনের একজনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। ডানদিক না বাঁদিক? মাঝেমধ্যে দ্রুতগামী কোনও যান দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ওঠার জন্য সংলগ্ন এই ফ্লাইওভার দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। হাওড়া শহরের এই সমস্ত এলাকা একসময় চষে বেড়িয়েছে ওরা। আজ উন্নতমান শহর সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কত পরিবর্তন হয়েছে এর। দধীচির হাড় দিয়ে যেমন বজ্র তৈরি হয়েছিল তেমনই বহু মানুষের বস্তি উচ্ছেদ করে গড়ে উঠেছে এই দ্বিতীয় হুগলি সেতুর পথ।

সেই অন্ধকারে বিভ্রান্ত দু'জনে কী যে করবে তা ভেবে পেল না। ডানদিক না বাঁদিক?

বিলু বলল, "হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমাদের এইভাবে চলে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি।"

ভোম্বল বলল, "তার ওপরে পঞ্চু নেই।"

"এই অন্ধকাবে আমবা এতটুকুও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।"

ভোম্বল বলল, "এইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে আমরা বরং নীচে নেমে আশপাশের সব বাড়িগুলোর দিকে নজর রাখি চল।"

"সমস্যাটা তো সেইখানেই? নামব আমবা কোনদিকে?"

"ডানদিকে। কেন না বাঁদিকের এলাকাটা শিবপুর। আর ডানদিক হল পদ্মপুকুর। অতএব ডানদিকেই নামা ভাল। এদিকে কোনও হদিস না পেলে তখন বাঁদিকেই যাব আমরা।"

বিলু বলল, "সেই ভাল।"

"ভাল। তবে পঞ্চুটা সঙ্গে থাকলে আরও ভাল হত। কেন না ওব একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। যা দিযে ঘ্রাণে অনেক কিছুই টের পায় ও।"

ওরা ধীরে ধীরে ডানদিকের পথ ধরে নামতে লাগল।

বিলু বলল, "পঞ্চুকে ইচ্ছে করেই আনলাম না।"

"কেন বল তো?"

"যদি আমরা ওদের সন্ধান করতে এসে ওদেরই খপ্পরে পড়ে যাই, তা হলে কিন্তু ভাল হয়। পঞ্চু থাকলে ধবা পড়ার অসুবিধে ছিল।"

"তা ঠিক, তবে ভাল হয় যদি বাবলুকে যেখানে যে ঘরে ওরা রেখেছে সেইখানে সেই ঘরেই আমাদের বাখো।"

এমন সময় হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে এক ধাক্কায় ফেলে দিল ভোম্বলকে। তারপরে গালাগালি, "হতচ্ছাড়া বানর, হনুমানমুখো। অন্ধকারে কানার মতো পথ চলছ, দেখতে পাও না?"

বিলু তখন হাত ধরে টেনে তুলেছে ভোম্বলকে। তুলে বলল, "অন্ধকার বলেই তো দেখতে পাইনি।"

"উঃ। কী জোর পা-টা মাড়িয়ে দিল আমার।"

"কিন্তু তুমি এখানে অন্ধকারে কী করছিলে?"

"কী আবার করব? শুয়েছিলাম।"

বিলু টর্চের আলোয় দেখল একটি মেয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল একপাশে। তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে। ওর একটা ভাইও শুয়ে আছে একপাশে।

ভোম্বল বলল, "তোরা কি আর শোয়ার জায়গা পেলি না?"

"তোমরাও কী আর চলবার রাস্তা পেলে না? এই রাত-দুপুরে এদিকে কেন? চুরি করবার ধান্দায় বুঝি?" বলেই চেঁচাতে লাগল, "চোর—চোর—চোর। আমাকে চুরি করে নিতে আসছিল, আমার ভাইকে তুলে নে যাচ্ছিল।"

সর্বনাশ! এ যে বিষম বিপদ। এই অবস্থায় ধরা পড়লে মারের চোটে অন্ধকার দেখিয়ে দেবে সব।

মেয়েটির চিৎকারে আশপাশের এলাকা থেকে অনেক লোকজন ছুটে এল সেখানে।

ভোম্বল বলল, "কী করি বল তো? আমার তো ভয়ে বুক কাঁপছে।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই তখন সরে এসেছে অনেকটা তফাতে।

বিলু বলল, "একদম ঘাবড়াস না। এদেরই ভিড়ে মিশে যাই চল।"

"মেয়েটা যদি চিনে ফেলে?"

"চিনলেই হল? এই অন্ধকারে আমাদের মুখ ও দেখতে পেয়েছে নাকি?"

বিলুর যুক্তিই ঠিক। ওরা অন্ধকারেই সেইসব লোকজনের সঙ্গে মিশে গেল।

আর সেই মুহূর্তে আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল চারদিকে।

যেসব লোকজন এসেছিল তারা বলল, "কে! কে তোদের চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল রে পুঁটি?"

"দুটো চোর না ডাকাত, তা জানি না।"

"কী রকম দেখতে?"

"ইয়া দুম্বো চেহারা। কী সাংঘাতিক।"

"কোনদিকে গেল বলতে পারিস?"

"না।"

"ওদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল?"

"ওরে বাবা। ছিল না আবার?" দু'জনে দুটো বন্দুক আমার বুকে ঠেকিয়ে বলল, আমাদের সঙ্গে চল। ওই বাচ্চাটাকে দিয়ে দে।"

ভাইটা তখন জেগে উঠে বসেছে। বলল, "না গো, না। দিদি মিথ্যে কথা বলছে। ওইসব কিছুই বলেনি ওরা। লোকগুলো ওর পা মাড়িয়ে দিয়েছে বলেই রেগে গেছে ও।"

পুঁটি তখন ঠাস ঠাস করে চড়াতে লাগল ভাইটাকে। বলল, "তবে রে শয়তান, আমি মিথ্যে কথা বলছি? তুলে নিয়ে গেলে তখন ঠিক হত না?"

ভাইটি কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "তুই মিথ্যে কথা বলছিস তো।"

বিলু দেখল, এই উপযুক্ত সময়। ভোম্বলের হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়ে শতাধিক লোকের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে সে বলল, "না, না। মিথ্যে কথা নয়। মেয়েটি ঠিকই বলছে। আমরা দু'জনে ওদের কথাবার্তা শুনেছি। ওরা বলছিল, এই ভিখিরি ছেলেমেয়ে দুটোকে হাঙ্গার ফোর্টে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই নগদ কিছু পেয়ে যাবে ওরা। তারপর অন্ধকারে ওদের নিতে এসেই পা মাড়িয়ে কেলেঙ্কারি করে।"

পুঁটি বলল, "বলুন তো দাদা? আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি আমি মিথ্যে কথা বলিনি।"

ভোম্বল চাপা গলায় বলল, "মিথ্যেবাদী, তোর মুখে টেনে একটা ঘুষি মারলেও গায়ের রাগ যাবে না আমার।"

জনতার ভেতর থেকে একজন বলল, "ওদের হাতে কি সত্যিই বন্দুক ছিল?"

বিলু বলল, "ছিল বোধ হয়। অতটা লক্ষ করিনি।"

আর একজন বলল, "তা হলে তো গুলি করতে করতেই যেত।"

ভোম্বল বলল, "গুলি করবেই তার কোনও মানে নেই। অনেকেরই তো হাতে ঘড়ি থাকে কিন্তু দেখা যায় সে-ঘড়ি বন্ধ। তেমনই ওদের হাতে লোককে ভয় পাওয়ানোর জন্য বন্দুক ছিল। তবে তাতে হয়তো গুলি ছিল না।"

জনতার সবাই সমর্থন করল ভোম্বলের কথা।

একজন বলল, "তোমরা?"

বিলু বলল, "আমরা এখানকার নই। বেলেপোলের কাছে ওই যে কোয়ার্টারগুলো আছে ওইখানে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছি। এখানে দ্বিতীয় হুগলি সেতু দেখতে এসে এই ফ্লাইওভারে লোডশেডিং হয়ে যাওয়ায় আলো আসার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।"

ভোম্বল বলল, "আমরা তো এখানকার কিছুই চিনি না, জানি না, তা আমাদের মনে হয় এখানে হাঙ্গার ফোর্ট বলে কিছু যদি থাকে তো চলুন না তার একটু খোঁজখবর নিয়েই দেখি। এইরকম অসহায় অনেককেই হয়তো ওরা ঢুকিয়ে রেখেছে ওখানে।"

জনতার ভেতর থেকে দু'-একজন বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে। বেঢপ একটা বাড়ি। দেখলেই মনে হয় শয়তানের ঘাঁটি একটা।"

বস্তিবাসী এক মহিলা বলল, "আমি সেদিনই বলেছিলাম প্রদীপের মাকে, ওই বাড়িটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। বেছে বেছে ঠিক জায়গাটিতেই বাড়ি করেছে। একেবারে পোলের ধারে। চুরি-ডাকাতি করছে আর জিনিসপত্র পাচার করছে। এদিকে না আছে থানা-পুলিশ, না আছে কিছু। পোয়াবারো ওদের। আজ এর ছেলে চুরি যাচ্ছে, কাল ওর মেয়ে চুরি যাচ্ছে, বলি যাচ্ছে কোথায় সব? তোমবা এই এত লোক রয়েছ, বাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারছ না?"

সবাই তখন হইহই করে ছুটল হাঙ্গার ফোর্টেব দিকে।

যেতে যেতে বিলু বলল, "অন্ধকারে তুই মেয়েটার পা মাড়িয়ে দিয়ে যা কীর্তি করলি না?"

"একেই বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।' কিন্তু ওই একরত্তি মেয়ে কী অসম্ভব রকমের গুলটা মারল দেখলি? আমার তো মনে হচ্ছে ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে ঠুকে দিই দেওয়ালে।"

"আরে, ওর ওই মিথ্যের ভেতর দিয়েই তো আমাদের কাজ হাসিল হল। না হলে এই রাতদুপুরে হাঙ্গার ফোর্ট খুঁজে বের করা কি সহজে হত? তার ওপর বিপদে পড়াব আশঙ্কাও ছিল পদে পদে। এখন শতাধিক জনতা আমাদের সঙ্গে। বাবলু উদ্ধার হবেই আজ।"

কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছল হাঙ্গার ফোর্টে। সত্যিই সার্থকনামা বাড়ি। একেবারেই দুর্গের মতো মজবুত।

দরজার সামনেই যে দু'জন পাহারা দিচ্ছিল, লোকজন দেখেই দৌড়ল তারা।

বিলু চেঁচিয়ে বলল, "ধরুন, ধরুন ওদের। একজনকেও পালাতে দেবেন না।"

ভোম্বল বলল, "ওদের একজন সেই লোকটা না? যাকে আমরা সন্ধেব সময় ধবেছিলাম, মঙ্গেশ না কী নাম যেন?"

"হ্যাঁ। ওই তো সে।"

"ও ব্যাটা এখানে কী করতে এসেছিল?"

"বোধ হয় এদেব সতর্ক করতে এসেছিল।"

ততক্ষণে জনতার হাতে ধরা পড়ে মার খাচ্ছিল লোকদুটি। বিশাল জনতা। কাতাবে কাতারে আরও লোক আসছে চারদিক থেকে।

জনতার দল তখন পুরোপুরি ভাবে ঘিরে ফেলেছে হাঙ্গাব ফোর্টকে।

এমন সময় বাড়ির পাঁচিল টপকে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পডতে দেখা গেল ল্যাংচাকে।

উত্তেজিত জনতা তখন হইহই করে ছুটে গেল ওর দিকে।

একজন ওর জামার কলার চেপে ধরে বলল, "পালাবি কোথায় বাছাধন? বল তোরা আব ক'জন আছিস এর ভেতর?"

ল্যাংচা বলল, "তা আমি জানব কী করে? আমি তো এখন বাইরে। আমাকে মাবধোর করলে কিন্তু খারাপ হবে। আমি চোরটোর নই।"

"তবে কে রে তুই? পাঁচিল টপকে কোথায় যাচ্ছিলি এই বাতদুপুরে।"

"কোথায় আবার? থানায় যাচ্ছিলাম।"

"থানায় যাচ্ছিলি? ব্যাটা চোর। তোর পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেখলেই বোঝা যায় পাক্কা চোর একটা।"

"অ। যেহেতু আমাকে উত্তমকুমারের মতো দেখতে নয়, সেইজন্য আমি চোর। আপনিও তো একটা ছুঁচোমুখো, আপনি তা হলে জোচ্চোর?"

"তবে রে ব্যাটা।" বলে যেই না ঘুষি তোলা অমনই ছুটে গিযে বিলু, ভোম্বল লাফিয়ে পড়ল ল্যাংচার ওপর।

বিলু বলল, "মারবেন না, মারবেন না। এ আমাদের চেনা ছেলে।" বলে ল্যাংচাকে বলল, "তুই এখানে কী করছিলি?"

"ওসব কথা পরে। মানেকাকে ওরা আটকে রেখেছে ওপরের ঘরে। আমি ছিটকে বেরিয়ে এসেছি। আসলে বাইরে গোলমাল শুনে এক এক করে কেটে পড়ছে ওরা।"

"বাবলু কোথায়?"

"কী করে জানব? এই তো সবে এনে ঢুকিয়েছে আমাদের।"

জনতা বলল, "তার মানে তোমাকে ওরা চুরি করে এনেছিল, তুমি পালাচ্ছিলে?"

"ঠিক তাই।"

দুর্গ যত দুর্ভেদ্যই হোক না কেন, জনরোষে ধ্বংস তার অনিবার্য। তাই দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে লোকজন ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর নীচে ওপর করে চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল সবাই। কোথায় কী পাওয়া যায়।

একদল লোক লেগে গেল ভাঙচুর করতে।

একদলের নজর পড়ল টাকা-পয়সা বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিস পত্তরের দিকে।

ওরই মধ্যে একটি ঘর থেকে উদ্ধার করা হল অর্ক এবং ওর মাকে।

বিলু, ভোম্বল ওপরে উঠে মিস মানেকাকে মুক্ত করল।

বিলু বলল, "তোমরা এদের ফাঁদে হঠাৎ করে পড়ে গেলে কী করে?"

মানেকা বলল, "আর বোলো না ভাই। ল্যাংচা আর আমি যুক্তি করে এখানে এসেছিলাম তোমাদের যাতে কোনও বিপদ না হয় সেইদিকে নজরদারি করতে। কিন্তু তারপরই ফাঁদে পড়ে গেলাম। আসলে ওই লোকটা আমাদের কাছে হাঙ্গার ফোর্টের নাম কেন করেছিল জানো তো? যদি আমরা ওই নাম শুনে এখানে আসি, তা হলে আমাদের এই জাঁতাকলে ঢুকিয়ে দেবে বলে। আসলে এটা ছিল ওদের টোপ।"

"কিন্তু আমাদের বদলে যদি পুলিশ আসত?"

"তা হলে হয় পালাত, না হয় লড়ত।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ততক্ষণে বাবলুর খোঁজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

বিলু বলল, "এই বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও আন্ডার গ্রাউন্ড আছে। যেখানে ওরা রেখেছে বাবলুকে। কিন্তু সেটা কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "ওই মঙ্গেশটাকে টেনে আনলেই সব ফাঁস করে দেবে ও।"

এমন সময় হঠাৎ আলো নিভে গেল। আর এই অবস্থায় আলো নিভে যাওয়া মানেই হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি ও প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি।

মানেকা বলল, "চারদিকে আলো, অথচ এই বাড়ির আলো নিভে গেল, এর কারণটা কী?"

বিলু বলল, "তার মানেই শত্রুপক্ষের কেউ করেছে এই কাজ। তাদেরই কেউ কেউ হয়তো মারমুখী জনতার দলে ভিড়ে গেছে।"

ল্যাংচা বলল, "মিশে থাকাচ্ছি। ওই মঙ্গেশটাকে আগে টেনে আনি চল।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে বাড়ির বাইরে এসে সেইদিকে ছুটল, সেখানে উত্তমরূপে মেরামত করা হচ্ছিল মঙ্গেশ এবং আর এক দুষ্কৃতীকে।

ওরা গিয়েই জনতাকে শান্ত করে মঙ্গেশকে চেপে ধরল।

বিলু বলল, "এই বাড়ির মেন সুইচ কোথায়? কে অফ করল? চল দেখাবি চল, আলো জ্বাল আগে।"

সবাই তখন টানতে টানতে নিয়ে এল ওকে।

বিলু, ভোম্বল টর্চের আলো দেখালে মঙ্গেশ বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাথরুম সংলগ্ন একটি গুপ্ত ঘরের সন্ধান দিল ওদের।

মেন সুইচটা ছিল সেই ঘরেই।

সে-ঘরে বাবলু ছিল না।

তবে ছিলেন একজন। তিনিই সেই কুখ্যাত কালাচাঁদ। ঘরের আলো জ্বলে উঠতেই তাঁর হাতের রিভলভারটা গর্জে উঠল একবার, ঢিসুম।

রক্তাক্ত মঙ্গেশ লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

ক্ষিপ্ত জনতা তখন উন্মত্ত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালাচাঁদের ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাঁর কাতর আর্তস্বর শোনা গেল, "মেরো না, মেরো না, আমাকে মেবো না আমাকে.. ।"

কিন্তু নিয়তি কে ন বাধ্যতে।

কালাচাঁদের নামের ওপর একটি চন্দ্রবিন্দু বসে গেল শুধু। ওব খেলা শেষ।

বিলু, ভোম্বলও আর সেখানে না থেকে মানেকা ও ল্যাংচাকে নিয়ে অর্ক ও অর্কর মায়ের কাছে এল।

অর্কর মাকে সবাই প্রণাম কবলে অর্কর মা ওদের বুকে জড়িয়ে বললেন, "ক'দিন যে কী কষ্টে আমরা ছিলাম বাবা, তা কী বলব! শুধু ছেলেটাকে যে আমার কাছে রেখেছিল এই আমার ভাগ্য। দু'বেলা পেটভরে খেতে দিত না। ঘরে তালা দিয়ে নজরবন্দি কবে বাখত। আর মাঝে মাঝে শয়তান কালাচাঁদ এসে শাসাত, ভয় দেখাত। বলত, 'এইবার মা আর ছেলে দু'জনকেই দু'দিকে পাচাব করে দেব। চরম প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এখন এসে গেছে।' আমি কেঁদে ওর পায়ে ধরতে গেছি কতবার। বলেছি, 'আমাকে নিয়ে যা খুশি কবো তোমরা, কিন্তু আমার ছেলেটাকে তোমরা মুক্তি দাও।' ও বলত, 'মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে? তোব ছেলে যে-হাত দিয়ে আমার ছেলেকে মেরেছে সেই হাতদুটো কেটে তবেই ছাড়ব ওকে।"

মানেকা বলল, "উঃ। কী সাংঘাতিক।"

বিলু বলল, "আমবা এখনই থানায় গিয়ে জানাচ্ছি সব। আর আপনার কোনও ভয় নেই। আজ রাত্রিটা আমাদেব ওখানে কাটিয়ে কাল সকালেই আপনি বাড়ি ফিবে যাবেন।"

ওদেব আব থানায় যেতে হল না। গোলমালেব খবব পেয়ে গাড়িভর্তি পুলিশ তখনই এসে হাজির হল। নিশ্চয়ই ফোনে খবর দিয়েছিল কেউ।

ওরা পুলিশকে সব কথা জানিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে বিলুব বন্ধুর ওখান থেকে পঞ্চুকে নিয়েই বাড়ি ফিরে এল। তখন শেষবাত। শহববাসী তখন গভীব ঘুমে অচেতন।

সে বাত্রিটা বাবলুদের বাড়িতেই কাটাল ওরা।

পরদিন সকালে অর্ক ও অর্কব মাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল ল্যাংচা।

বিলু চলে গেল ওব বন্ধুব বাড়ি থেকে বাবলুব স্কুটাবটা নিয়ে আসতে।

ভোম্বল আব মানেকা আগাগোড়া ঘটনার কথা খুলে বলতে লাগল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

বাবলুর মাযেব মন খুব খাবাপ। সবাব সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলছেন তিনি। আব ঘুরতে-ফিরতে আঁচলেব খুঁটে চোখের জলও মুছছেন।

আর একজন একেবারেই নির্বাক।

সে হল পঞ্চু। ও শুধু এ-ঘব ও-ঘর কবছে, ছাদে উঠছে, বাইবে যাচ্ছে, কখনও বা বাগান থেকে ঘুরে আসছে, আর মুখের দিকে চাইছে সকলের।

বাবলুর বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনি হয়তো আজই আসবেন। কিন্তু বাবলু? সে কোথায? কোথায গেলে পাওয়া যাবে বাবলুকে?

একটু পরেই রাজকুমারীকে নিয়ে বিলু এল বাবলুর স্কুটারে চড়ে, তারও পরে সুদেষ্ণা এল ওর বাবার সঙ্গে।

সুদেষ্ণার বাবা ওকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন।

বাবলুদের বাড়ি থেকে সবাই এসে হাজির হল মিত্তিরদের বাগানে। জোর পরিকল্পনা একটা করতে হবে। বাবলু কোথায় আছে না আছে, কোথায় থাকতে পাবে সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে।

ওরা বাগানে ঘাসের ওপর নয়, সেই ভাঙা বাড়ির ভেতবই এক জাযগায বসল ঘন হয়ে।

বিলু সুদেষ্ণাকে বলল, "তুমি কী করে খবর পেলে? কাগজে কোনও বিপোর্ট বেরোয়নি তো?"

"রাজকুমারী কাল রাতেই আমাকে ফোনে জানিয়েছে সব কথা। এমনকী ল্যাংচাকে নিয়ে মানেকা যে নৈশ অভিযানে যাবে, সেই খববও ওর মুখ থেকেই পেয়েছি। তাই দারুণ কৌতূহল হল। বাবলুকে তোমরা পেলে কি না, অভিযান কতটা সফল হল সেইসব জানবার জন্যই এখানে এসেছি আমি। বাবা তো আমাকে একা ছাড়বেন না। তাই নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

ভোম্বল বলল, "বেশ করেছেন। তবে আপাতত আমরা এখন সন্ত্রাসমুক্ত। হাঙ্গার ফোর্ট ধূলিসাৎ হয়েছে। ভেঙে গেছে শত্রুপক্ষের মেরুদণ্ডও। আর এদিকে আসবে না ওরা। অতএব নিশ্চিন্তে চলাফেরা কবতে পারি আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "মাঝখান থেকে হিংসার বলি হলেন ডা. সান্যাল।

বাচ্চু বলল, "যাই হোক, তবু তাঁর অর্কর প্রাণরক্ষা হল। স্ত্রীর মান বাঁচল। এখন বাবলুদার একটা খোঁজখবর

পেলেই ভাল হয়।"

এমন সময় প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হল ল্যাংচা। বলল, "বাবলু আছে। শয়তান রাকেশ ওকে নিয়ে গেছে বিহারে।"

সবাই একসঙ্গে বলল, "তুই কী করে জানলি?"

"অর্কদের পৌঁছে দিয়ে আমি একবার থানায় গিয়ে জানিয়ে এলাম ব্যাপারটা। বলে এলাম, 'স্যার, আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চেয়েও আমাদের গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু অনেক বেশি তৎপর। আপনারা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে নির্বোধ ভাবেন, তা আমরাই উদ্ধার করেছি অর্ক ও অর্কর মাকে। এবার থেকে আমরাই বরং...।' "

"তাতে কী বললেন উনি?"

"কিছু না। গালে একটা থাবড়ে দিলেন।"

ভোম্বল বলল, "থাপ্পড় খেয়ে তুই আবার উলটোপালটা কিছু বলিসনি তো?"

"আরে না, না। আমি শুধু বলেছি, স্যার আপনারা হলেন মনীষী। আপনাদের হাতে কিল, চড়, লাথি খেলে মনে হয় বিয়ের পরে জামাই আদর খাচ্ছি। তবে স্যার, কেস কিন্তু জন্ডিস। বাবলু এখনও বেপাত্তা। এ ছাড়া অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।"

বিলু ওর পিঠ চাপড়ে বলল, "তুই পারিসও বটে! তা বাবলু যে বিহারে, এ-খবরটা কার কাছ থেকে পেলি?"

"দারোগাবাবুই বললেন, কাল রাতে কালাচাঁদের গুলিতে গুরুতর আহত মঙ্গেশ হাসপাতালে ওর জবানবন্দিতে বলেছে রাকেশ নাকি বাবলুকে নিয়ে গেছে গোল্ডেন প্রিন্স-এর কাছে।"

"কিন্তু সেই জায়গাটা কোথায়?"

"তা কিছু বলেনি। তবে ওরা একটা ভাড়ার গাড়িতে চলে গেছে।"

"তা হলে তো যে অন্ধকার সেই অন্ধকারেই রইল সব।"

বাচ্চু বলল, "বিলুদা, কোনও অন্ধকারই তো আর অন্ধকার নেই। বিহারের যে অঞ্চলে ওদের ঘাঁটি তা তো আমাদের অজানা নয়, তবে আর দেরি কেন? আজই রাতের গাড়িতে আমরা যাই চলো।"

ভোম্বল বলল, "কোথায় যাব?"

"কোডারমায়।"

বিচ্ছু বলল, "দিদির সঙ্গে আমি একমত। ওইখানে গিয়ে প্রথমেই আমরা ঝুমরি তিলাইয়ায় মঙ্গেশের ঘরবাড়ির খোঁজ নেব। আশা করি, ওর এই অবস্থার খবর শুনলে ওর বাড়ির লোকেরা ঠিক থাকতে পারবে না। ভীষণ কান্নাকাটি করবে। এবং যদি পরিবারের কারও কিছু জানা থাকে তা হলে সবই ফাঁস করে দেবে ওরা।"

ভোম্বল বলল, "এই যুক্তিটা মন্দ নয়। যদি ওখানে কোনও কিছুর সুবিধে না হয় তা হলে ওই এলাকার চারদিক ঢুঁড়ে ফেলব আমরা। যেভাবেই হোক খুঁজে বের করব শিবকুমার শর্মাকে। তারপর...।"

বিলু বলল, "তা হলে আজ রাতেই শুরু হোক আমাদের অভিযান?"

সবাই বলল, "তাই হোক।"

কিন্তু পঞ্চু কিছু বলল না। সে নির্বাক। সে শুধু করুণ চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

মানেকা বলল, "এই অভিযানে আমি কি তোমাদের সঙ্গ পেতে পারি?"

বিলু বলল, "ভেবে দেখতে হবে।"

ল্যাংচা বলল, "আমি কিন্তু যাবই।"

সুদেষ্ণা আর রাজকুমারী দু'জনেই বলল, "আমাদের তো ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কেন না বাড়িতে ছাড়বে না আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তোমাদের কি ধারণা আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি?"

মানেকা বলল, "না, তা নয়। ভালর সঙ্গ সবাই পেতে চায়। তোমরা চোর-জোচ্চোর হলে তোমাদের ছায়াও মাড়াতাম না। বিশেষ করে বাবলুর আকস্মিক বিপদের ব্যাপার এটা। তাই বন্ধুর মতো আমরা ওর পাশে থাকতে চাই।"

বিচ্ছু বলল, "ভোম্বলদার কথায় কিছু মনে কোরো না। এই ব্যাপারে আজ বিকেলের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নেব আমরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওদের অধিবেশন শেষ হলে সবাই ফিবে গেল যে যার ঘরে।

॥ ১০ ॥

দুপুরবেলাই ডাক পড়ল সকলের। বাবলুর বাবা এসেছেন দুর্গাপুর থেকে। বেশ কয়েকদিনের ছুটি নিয়েই এসেছেন। এইভাবে কোনও দুষ্কৃতীর কবলে পড়ে যাওয়া বা হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যাওযাটা বাবলুর জীবনে কোনও একটি ঘটনা নয়। এরকম হামেশাই হয়। তবুও ছেলে তো, এই সমস্ত ব্যাপাবস্যাপারে বিপদাশঙ্কা একটা থেকেই যায়। বাবলুর বাবা তাই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়েই ডাক দিলেন সকলকে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এল।

বাবলুর বাবা আরাম কেদারায় হেলান দিযে একটু চিন্তিত মুখেই ভারী গলায় বললেন, "আবার কোন জালে জড়িয়ে পডলে তোমরা?"

বিলু বলল, "নতুন কোনও জালে নয়। ওই একই চক্রে জডিয়েছি।"

"কাল তোমরা কোথায যেন গিয়েছিলে?"

"কালাচাঁদের হাঙ্গার ফোর্টে। সে-পর্ব এখন শেষ। আমবা এখন শিবকুমার শর্মা, রাকেশ ভাটিয়া আর গোল্ডেন প্রিন্স-এর মুখোমুখি হতে চলেছি।"

"এ তো ভয়ংকর অভিযান। যাবে কোথায় তোমরা?"

"আপাতত কোডারমায়। আমবা অনুমান কবছি, বাবলু সেখানেই আছে।"

বাবলুর বাবা উঠে দাঁড়িযে ঘরময় একবার পাযচারি কবে বললেন, "বাবলুব ছাড়া অভিযান, কীভাবে কী কববে তোমবা কিছু বুঝতে পারছি না। কবে যাচ্ছ?"

"আজই রাতের গাডিতে। ডুন এক্সপ্রেসে।"

"বিজার্ভেশন হয়েছে?"

"না না। বাবলু থাকলে ও-ই সব ব্যবস্থা করত। আমরা এমনই টিকিট কেটে উঠব। তা ছাডা এত তাডাতাড়ি বিজার্ভেশন পাব কেন আমরা?"

বাবলুব বাবা বললেন, "তা হলে শোনো, এমনই টিকিট কেটেই যদি যাও তো রাত সাড়ে এগারোটায যোধপুর এক্সপ্রেস ছাডে। ভোর পাঁচটা পাঁচ মিনিটে কোডাবমায় পৌঁছয়। সঙ্গে একটা সুপার এক্সপ্রেস টিকিট নিয়ে তোমরা ওই গাড়িতেই চলে যাও। আবামে যাবে।"

"সেই ভাল। তা হলে হাতে আমবা সমযও পাব একটু।"

"তবে খুব সাবধানে যাবে কিন্তু। বাবলু থাকলে ভয়েব কিছু ছিল না। বিপদে-আপদে পিস্তল নিয়ে মোকাবিলা করতে পারত। কিন্তু এ যাওয়া তো বাবলুরই খোঁজে যাওযা। অতএব সদা সতর্ক থাকবে সকলে।"

বিলু বলল, "বাবলু নেই ঠিকই, কিন্তু আমাদেব বক্ষাকর্তা পঞ্চু তো আছে।"

পঞ্চু পাশেই বসে কান খাড়া করে এদের আলোচনা শুনছিল। বিলুর কথা শেষ হতেই মুখ দিযে কীবকম যেন একটা শব্দ বের করে ভোম্বলেব গা ঘেঁষে ওব পাশে গিয়ে বসল পঞ্চু।

বাবলুর বাবা বললেন, "কী ব্যাপার! পঞ্চু হঠাৎ এরকম কবল কেন? কেমন যেন নারাজ মনে হচ্ছে ওকে। এমন তো হওয়ার কথা নয।"

বাচ্চু বলল, "পঞ্চু দারুণ রেগে আছে বিলুদার ওপব।"

"সে কী! কেন?"

বিচ্ছু বলল, "রাগ ঠিক নয়, অভিমান। আসলে দারুণ অভিমানী তো পঞ্চু, তাই—।"

"কিন্তু কারণটা কী?"

বিলু বলল, "তা হলে আমার মুখ থেকেই শুনুন। কাল রাতে আমরা যখন হাঙ্গার ফোর্টে বাবলুর খোঁজে যাই তখন খুবই ভয়ে ভয়ে গিয়েছিলাম। কেন না, এমন দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষর মুখোমুখি আমরা কমই হয়েছি। বিশেষ করে এই দলের লোকেদের কাছে আমাদের প্রত্যেকের জীবন বিপন্ন। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভোম্বল আর আমি দু'জনেই গিয়েছিলাম। বাচ্চু-বিচ্ছুকেও সঙ্গে নিইনি। তবে পঞ্চুর উত্তেজনা দেখে ওকে নিয়েছিলাম। বাবলু না থাকলে দল পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপবই পড়ে। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয় আমাকে। বাবলুর স্কুটারে চেপে গিয়েছিলাম, পাছে রাতের অন্ধকারে স্কুটারের শব্দে ঘুমন্তপুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জেগে ওঠে তাই সেটাকেও আমি বেলেপোলের কাছে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে জমা রাখি। অমনই স্থির করি পঞ্চুকেও সঙ্গে না নেওয়ার। তাই ওকেও আমার বন্ধুর বাড়িতে রেখে যাই। সিদ্ধান্তটা হঠাৎই নিয়েছিলাম।"

"হঠাৎ এরকম কবলে কেন?"

"তারও একটা কারণ আছে। পঞ্চু আমাদের বডিগার্ড। কিন্তু কেন জানি না আমার বারবারই মনে হতে লাগল, যেহেতু বাবলু নেই, তাই শত্রুপক্ষের প্রধান টার্গেটই হবে পঞ্চু। তা ছাড়া ওদের কেউ আমাদের দিকে নজরদারি করলে পঞ্চুকে দেখেই চিনে নেবে আমাদের। বিশেষ করে ওই মঙ্গেশকেই আমাব ভয় ছিল বেশি। তাই ওর এবং আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই হঠাৎ মতের পরিবর্তন করি।"

বাবলুর বাবা বললেন, "পঞ্চুকে কোথাও আটকে বেখে এতবড় একটা বিপদের ঝুঁকি নেওযাটাও কিন্তু তোমাদের উচিত হয়নি।"

ভোম্বল বলল, "আপনার সঙ্গে আমিও একমত।"

বিলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে মতের পরিবর্তন কবতে হয়। কাল ওই পুঁটি নামের মেয়েটির পা ও যদি অন্ধকারে মাড়িয়ে না দিত তা হলে কি এত সহজে হাঙ্গার ফোর্ট অভিযান আমাদেব পক্ষে সম্ভব হত? ওই সময় পঞ্চু থাকলে পুঁটিকে এমন নাস্তানাবুদ করত যে, সব ভেস্তে যেত।"

ভোম্বল বলল, "তা অবশ্য ঠিক।"

বিলু বলল, "তবে! যাই হোক, আমাদের আজকের এই নৈশ অভিযানে পঞ্চুই হিবো। ও সবসময়ই আমাদের কাছে কাছে থাকবে। এখন থেকে ও-ই আমাদের টাইগার, ও-ই আমাদেব বুলেট। ও-ই আমাদেব সব। জগৎ প্রপঞ্চময় হলেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবসময়ই পঞ্চুময়।"

বিলুর কথা শেষ হতেই পঞ্চু শিরদাঁড়া টান করে উঠে দাঁড়াল। মনে হল, এই শেষেব কথাটা বেশ মনঃপূত হয়েছে ওর।

বিলু ওকে ইশারায় ডেকে ওর গায়ে হাত বুলিযে বলল, "রাগ করিস না পঞ্চু, আমাদের অভিযানে আমরা কেউ কিছুই নই। তুই-ই সব। তাই ছোটখাটো ব্যাপারে তোকে কাজে লাগিয়ে তোর এনার্জি আমরা নষ্ট কবতে চাই না। অনেক বড় কাজের জন্য তুই। বাবলুকে খুঁজে বেব করবার দায়িত্ব তোর। আমবা শুধু অনুমান কবব, অনুসন্ধান করব, সঙ্গে থাকব, এগিয়ে দেব। তবে অবধাবিত কোনও মৃত্যুব মুখে জেনেশুনে কখনওই ঠেলে দেব না তোকে।"

পঞ্চু একবার 'গোঁ-ও-ও-উ' করে বিলুর পায়ে গা ঘষে বেবিয়ে গেল ঘর থেকে। বোঝাই গেল, ওর রাগ কমেছে।

বাবলুর মা প্রত্যেকের জন্য চা নিয়ে এলেন।

চা খেতে খেতে বিলু বলল, "অভিযানের জন্য আমি কিন্তু পুরোপুরিভাবে তৈবি। আশা কবি তোদেবও গোছগাছ সব রেডি?"

ভোম্বল বলল, "গোছগাছ তো নতুন করে করতে হবে না কিছু। সব তো গোছানোই আছে। মানসিক প্রস্তুতির পর্বও শেষ। এখন বাচ্চু-বিচ্ছুই বলুক।"

বাচ্চু বলল, "এসব যে আবার নতুন করে কেন জিজ্ঞেস করছ তোমরা, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমবা কি প্রথম অভিযান করছি? এখন বলো কখন আমাদের যেতে হবে?"

বিলু বলল, "ঠিক রাত ন'টায়।"

বিচ্ছু বলল, "এখন দুপুর দুটো। হাতে সাত ঘণ্টা সময়। আমরা বাড়িতেই থাকব। তোমরা আমাদের ডেকে নিয়ো।"

বিচ্ছুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্ত হযে ঘরে ঢুকল ল্যাংচা। ঢুকেই বলল, "আমাদের কিন্তু ডাকতে হবে না। মিস মানেকা এবং আমি দু'জনেই যাচ্ছি। শুধু যাচ্ছি নয়, যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই এসেছি।"

বিলু বলল, "খুব ভাল কথা। কিন্তু মানেকা কোথায়?"

"সে আসছে। আমাদের রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কবে সব বেঁধেছেঁদে নিয়েই আসছে। ও এলেই রওনা দেব আমরা।"

"আমাদের ট্রেন তো অনেক রাতে।"

"ট্রেনে আমরা যাবই না।"

"তা হলে যাবি কীসে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"একটা মারুতি ভ্যান ম্যানেজ করেছি। তাতেই যাব আমরা। এক পয়সাও খরচ হবে না, একেবারে বিনে পয়সায় পৌঁছে যাব।'

বিলু উল্লসিত হয়ে বলল, "সত্যি?"

"হাঃ হাঃ! সত্যি না তো কী মিথ্যে?"

ভোম্বল বলল, "কীভাবে কী করলি শুনি?"

"তোদের এখান থেকে বেরিয়ে রাজকুমারী সুদেষ্ণা ও মানেকাকে একটা রিকশায় তুলে আমি সোজা চলে গেলাম থানায়। গিয়েই সটান দারোগাবাবুর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বললাম, 'হুজুর, আপনি হলেন আমাদের মা-বাবা। আপনি ভগবান। শুধু আপনি নন, পুলিশমাত্রই অবতার। দিনকে রাত আর রাতকে দিন আপনারা ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।' শুনে দারোগাবাবু বললেন, 'হঠাৎ হল কী তোর?' আমি বললাম, 'স্যার, আপনি তো অন্তর্যামী। মনীষী আপনি। আপনি তো জানেন ওরা বাবলুকে উদ্ধার করবার জন্য দারুণ ঝুঁকি নিয়ে আজ রাতেই কোডারমার দিকে যাচ্ছে। তা স্যার, আপনার দাপটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, গেরস্ত ঘর ছেড়ে পালায়। তবে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আপনি স্নেহ করেন। তাই ওদের জন্য কিছু একটু করুন স্যার। না হলে আপনার পা আমি ছাড়ব না।' দারোগাবাবু বললেন, 'ওদের জন্য আমার যথাসাধ্য আমি করব। কিন্তু কী আমাকে করতে হবে বল?' আমি বললাম, 'একটা ফোন স্যার। আপনি একটা ফোন করলে আকাশের নক্ষত্রও খসে পড়বে।' দারোগাবাবু বললেন, 'তা না হয় করলাম, কিন্তু ফোনটা আমি করব কাকে?' আমি বললাম, 'ব্রিজমোহন কাংকারিয়াকে। আঠারো উনিশখানা গাড়ি যাঁর। একটা মারুতি ভ্যান আমাদের দিতে বলুন। শুধু কোডারমায় পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে। আপনি ফোন করলে ভ্যান কেন, একটা লরিও পাঠিয়ে দিতে পারেন হয়তো।' আমার কথা শুনে দারোগাবাবু বললেন, 'এ আর এমনকী কথা।' বলেই ফোন করলেন। দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি হাজির। আমি সেই গাড়ি নিয়ে মানেকার ওখানে চলে গেলাম। ওকে সব বললাম। এখন ও সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে এসে পড়লেই রওনা হব আমরা।"

ভোম্বল তো 'হুররে' করে লাফিয়ে উঠেই জড়িয়ে ধরল ল্যাংচাকে।

বিলুও দারুণ প্রশংসা করল ল্যাংচার। বাচ্চু আর বিচ্ছু যে আনন্দের আতিশয্যে কী করবে, ভেবে পেল না।

বাবলুর বাবা বললেন, "ভগবান তোদের সহায়, বুঝলি?"

মা বললেন, "সবই ভাল। এখন ভালয় ভালয় ছেলেটার খোঁজ পেলেই বাঁচি! ঠাকুরকে স্মরণ করে যত তাড়াতাড়ি পারিস ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আয় দেখি।"

বিলু বলল, "সে তো আনবই। তবে ওই রাকেশ ভাটিয়ার দফা রফা না করে আসছি না আমরা। অনেক জ্বালাতন করেছে ওই শয়তানটা।"

মা বললেন, "সে তোদের যা ইচ্ছে তাই কর। বাবলুকে খুঁজে পেলেই আমাকে একটা ফোন করে জানাস কিন্তু।"

ল্যাংচা বলল, "ওর জন্য আপনি ভাববেন না। সবার আগে আমিই ফোন করব।" বলেই তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাতে লাগল সে।

বিলু বলল, "হঠাৎ কী হল তোর?"

"আনন্দ। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে অংশ নেব, এ কী কম সৌভাগ্যের কথা? কিন্তু পঞ্চু কই? পঞ্চু! ওকে দেখছি না কেন?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভৌ-ভৌ করে ছুটে এল পঞ্চু।

আর ঠিক তখনই বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। মিস মানেকা এসে গেছে।

সবার আগে পঞ্চু ছুটল। সেইসঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই। ল্যাংচাই শুধু গ্যাঁট হয়ে বসে রইল একটা সোফায়।

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই আশার আলো দেখতে পেলেন এবার। তারপরই দেখলেন জিনস পরে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে মিস মানেকা সকলের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই হ্যান্ডশেক-এর জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিল ল্যাংচার দিকে।

হ্যান্ডশেক করে মানেকা বলল, "ল্যাংচার জবাব নেই। ও না থাকলে এমন চমৎকার ব্যবস্থাটা হত না। আমরা ক'জনে দিব্যি গল্প করতে করতে চলে যাব। পঞ্চুকে নিয়েও কোনও প্রবলেম হবে না।"

বিচ্ছু বলল, "ইচ্ছেমতো গাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড় করাতে পারব।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আজ রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা কী হল শুনি?"

মানেকা বলল, "মাংস আর বিরিয়ানি। মাংসটা ঘরে তৈরি করে নিয়েছি। বেশ চাপ চাপ। আর বিরিয়ানিটা নিয়েছি শিবপুর বাজারের একটা দোকান থেকে। চিকেন বিরিয়ানি। একটু বেশি করে দশ-বারো প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি। কেন না আমাদের সঙ্গে গাড়ির চালকও তো আছেন। উনি হাজারিবাগের লোক। পথঘাটও ভাল চেনেন। তাই কোনও অসুবিধে হবে না।"

বিলু বলল, "না হলেই ভাল।"

ভোম্বল বলল, "তবে কিছু কেক, বিস্কুট, সন্দেশও রাখা প্রয়োজন। এবং একটু ফলটল।"

বাবলুর বাবা বললেন, "ওসব ব্যবস্থা আমিই করছি। তোরা আর দেরি করিস না।"

বাবলুর পিস্তল ও কয়েকটা গুলি মানেকার জিম্মায় রেখে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চলে গেল পোশাক পরিবর্তন করতে।

গেল আর এল। সামান্য কিছু সময়। সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

মানেকা একাই রইল বাবলুর ঘরে। ওর বুক শেলফের তাকে সাজানো বই, ডায়েরি ইত্যাদি দেখতে লাগল।

বাবলুর মা ঘরের কাজ করতে করতেই একসময় মানেকাব পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "তুমি যে এইভাবে চলে এলে, তোমার বাবা-মা জানেন?"

মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে মানেকা বলল, "ওঁদের না জানিয়ে তো আমি আসিনি।"

"এইরকম একটা দুঃসাহসিক অভিযানে যাচ্ছ, আপত্তি করলেন না ওঁরা?"

"না। তা ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে প্রায়ই আমাকে এখানে-ওখানে যেতে হয়। আমার ব্যাপারটা ওঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি হলেন বাবলুর মা, আপনার মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ কেন? ওর এইরকম হয়ে যাওয়াটা তো নতুন কিছু নয়।"

"জানি মা, তবুও মায়ের মন তো। কেমন যেন ভয় করে। তা ছাড়া এই দলটার কাজকর্ম এত খারাপ যে, ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। ওদের এখন যত রাগ বাবলুর ওপর। ধরেই যদি মেরে দেয়?"

মানেকা বলল, "না, না। তা করবে কেন? মেরে দিলে তখনই দিত। কিন্তু ওকে নিয়ে যখন ওরা ওদের আসল ঘাঁটির দিকে গেছে তখন আর ওকে মেরে ফেলার পরিকল্পনাটা নেই। ওরা ওকে ওদের মতো করেই গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। আর বাবলু যা ছেলে তাতে নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব বের করে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে ওদের। তার ওপর আমরা সবাই গিয়ে পড়লে আরও জমে উঠবে ব্যাপারটা। তবে ও ঠিক কোথায় আছে, সেইটাই এখন জানতে হবে সঠিকভাবে। ওরা যদি কোথাও ওকে আটকে রেখে থাকে সেখান থেকে উদ্ধার করব। আর যদি ও নিজেই নিজেকে মুক্ত করে থাকে তা হলে তো কথাই নেই।"

"ওইসব চিন্তাই তো আমি সবসময় করছি মা। কী যে হল, কী অবস্থায় যে আছে ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারছি না। যতক্ষণ না একটা পাকা খবর পাই ততক্ষণ মনটা আমার স্থির হবে না।"

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল এসে হাজির হল। তারপরই এল বাচ্চু-বিচ্ছু।

মানেকার স্টাইলে বাচ্চু-বিচ্ছুও প্যান্ট-শার্ট পরেছে। ওরা অবশ্য প্রতিটি অভিযানেই আজকাল প্যান্ট-শার্ট পরে। কেন না এতে কাজেরও সুবিধে হয়, আর অত্যন্ত স্মার্ট মনে হয় নিজেদের।

পঞ্চুর আনন্দ যেন সবার চেয়ে বেশি। বাবলু না থাকলেও বাবলুর জন্যই যে ওদের এই অভিযান তা বেশ বুঝতে পেরেছে ও। তাই ঘন ঘন লেজ নেড়ে এদিক সেদিক করতে লাগল।

বিলু বলল, "আর কী? এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক?"

ভোম্বল বলল, "অবশ্যই। আর দেরি করে লাভ কী?"

ল্যাংচা বলল, "একটু অপেক্ষা করতে হবে, বাবলুর বাবা না আসা পর্যন্ত। উনি আমাদের জন্য মিষ্টি আনতে গেছেন।"

বলতে বলতেই বাবলুর বাবা একগাদা কলা, আপেল ও মিষ্টি নিয়ে হাজির হলেন।

ওরা সবাই মারুতি ভ্যানে গিয়ে উঠল। তারপর সবাই যে যার সুবিধেমতো জায়গাটি বেছে নিয়ে বসলে গাড়ি স্টার্ট দিলেন ড্রাইভার।

ড্রাইভারের নাম মদনলাল। উনি বিহারেরই মানুষ। হাজারিবাগ জেলার টাণ্ডোয়ায় ওঁর বাড়ি। ওই অঞ্চলের পথঘাট সবই ওঁর পরিচিত।

বিলু বলল, "মদনদা, আপনি আপনার ইচ্ছেমতো গাড়ি নিয়ে চলুন। আমাদের তাড়া নেই। কাল খুব ভোরে যদি পারেন তো আমাদের পৌঁছে দেবেন কোডারমায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মদনলাল বললেন, "কোডারমায় না ঝুমরি তিলাইয়ায়? কোডারমা স্টেশনের নাম। ওই জায়গাটা হল ঝুমরি তিলাইয়া। আর শহর কাছারি হল কোডারমায়। সে ওখান থেকে কমসে কম পাঁচ-সাত মাইল দূরে।"

মানেকা বলল, "আমরা ঝুমরি তিলাইয়াতেই নামব। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। ওই জায়গাটা পাহাড়ি এলাকা তো?"

"আরেব্বাস। চারো তরফ পাহাড়। কাছেই তো তিলাইয়া। সময় হাতে থাকলে ড্যামও দেখে আসতে পারো। লেকিন তোমরা হাজারিবাগ না দেখে ওইখানে যাচ্ছ কেন? ওইখানে তো কুছু নেই।"

বিলু বলল, "আমরা একটু কাজে যাচ্ছি। ওইখানকাব কাজ শেষ হলেই হাজারিবাগ চলে যাব আমরা।"

"কিতনা টাইম লাগেগা? এক-দেড় ঘণ্টা?"

"না, না। এক-দু'দিনও লেগে যেতে পারে। আপনি আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে যাবেন।"

মদনলাল কথা বলতে বলতেই জি টি বোডের ওপর দিয়ে ফুল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললেন। বেশ সদালাপী মানুষটি। ওদের সকলেরই খুব ভাল লাগল মদনলালকে।

খানিক যাওয়ার পর আপেল আর কলা ভাগ কবে খেতে লাগল ওরা। মদনলালকেও দেওয়া হল। সঙ্গে জলভরা সন্দেশ।

পঞ্চু তো ফলাহারী নয়, সে তাই সন্দেশ খেয়েই তৃপ্ত হল।

দেখতে দেখতে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঠিক হল বর্ধমানে গিযেই চা খাওয়া হবে। তারপর রাতের খাওযা আসানসোল পেবিযে।

ল্যাংচা বলল, "জার্নিটা মন্দ হচ্ছে না, কী বল?"

বিলু বলল, "এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে তাই। তবে বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে।"

মানেকা বলল, "আবাব বিপদ কীসের?"

"যে-কোনও মুহূর্তে একটা ট্রাক এসে আমাদের ধাক্কা দিতে পারে। গাড়িতে বোমা কিংবা গুলি ছুড়তে পারে। কত কিছুই না ঘটতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "সেইজন্যই বারবার পেছনদিকেও কডা নজর রাখছি আমবা।"

মানেকা বলল, "সরি। ওই সম্ভাবনার কথাটা একবারও মনে হযনি আমার।"

প্রায় ঘণ্টা-দুই একটানা চলাব পর ভ্যান এসে বর্ধমানে থামল। এখানে একটু চা-পর্ব সেরে নিতে হবে।

ভোম্বল বলল, "একটু সীতাভোগ, মিহিদানা...।"

বিলু বলল, "খবরদার নয়। বিরিয়ানি আছে, মাংস আছে, সন্দেশ আছে। তার ওপবে সীতাভোগ মিহিদানা কীসের?"

অতএব শুধু চা, বিস্কুট খেয়েই আবার রওনা দিল সকলে। না। এখনও পর্যন্ত কোনও বাধা-বিঘ্নর সম্মুখীন হয়নি ওরা। এখন ভালয় ভালয় কোডারমায় পৌঁছতে পাবলেই বাবলুর ব্যাপাবে নিশ্চিন্ত হতে পারে। প্রথমেই ওরা খুঁজে বের করবে মঙ্গেশের বাড়ি। তারপর ওর বিপদের খবরটা ওর বাড়ির লোককে দিয়ে চেষ্টা করবে বাকেশ ও শিবকুমার শর্মার সন্ধান নিতে।

দুর্গাপুর, আসানসোল পেরিয়ে যাওয়ার পব একেবারে বরাকরে এসে থামল ওরা। এইবার রাতের খাওয়াটা সেরে নিতে হবে। আর দেরি করা ঠিক নয়।

ভোম্বল বলল, "বেশ নিরিবিলি দেখে নদীর ধারে কোনও গাছতলায় গাড়িটা রাখুন দাদা।"

মদনলাল ভোম্বলের কথামতো আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেল ভ্যানটাকে। তারপর এমন এক জায়গায় সেটা রাখল যেখানে আলো আছে।

গ্যাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই ওরা একটু চলাফেরা করে হাত-পায়ের খিল ছাড়াল। তারপর সবাই একজোট নেমে পড়ল নদীর মধ্যে। বাচ্চু-বিচ্ছু, মানেকা গেল একদিকে। অন্যদিকে বিলু, ভোম্বল ও ল্যাংচা।

একটু পরে সকলে একজায়গায় পলিথিন শিট বিছিয়ে খেতে বসল। মানেকাই পরিবেশন করল নানা সুখাদ্য।

মাংস আর বিরিয়ানি পেয়ে তো দারুণ খুশি পঞ্চু। বেশ তৃপ্তি করেই খেতে লাগল সে।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা ইট এসে পড়ল ওর গায়ে। পঞ্চু যন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ করে উঠল একবার। কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ বিপদ। অন্ধকার নদীর দিক থেকে একটা তেজি অ্যালসেশিয়ান ব্যাঘ্রবিক্রমে ছুটে এল ওর দিকে। নিরুপায় পঞ্চু তখন বিলুর নির্দেশে প্রাণভয়ে বাধ্য হয়েই ঢুকে পড়ল ভ্যানের ভেতর।

এমন সময় দূর থেকে কে যেন ডাক দিল, "আঃ আঃ জিমি, জিমি।"

প্রভুর ডাকে সাড়া দিতে অ্যালসেশিয়ান আক্রমণ ভুলে ছুটে গেল সেইদিকে।

সামান্য কয়েক মিনিটের ব্যাপার। তার ভেতরেই যা হওয়ার তা হয়ে গেল। দেখা গেল, ওরা যে যেখানে ছিল সে সেখানেই আছে। নেই শুধু মানেকা। গেল কোথায়? কোথায় গেল মানেকা?

আতঙ্কিত বিলু চিৎকার করে ডাকল, "মা-নে-কা—।"

কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই।

মেয়েটা যেন ভোজবাজির মতো উবে গেল।

খাওয়া মাথায় উঠল সকলের। খাওয়া ফেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

ততক্ষণে পঞ্চু আবার এসে হাজির হয়েছে ওদের পাশে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই পঞ্চুকে জাপটে ধরে আদর করতে লাগল।

বিলু বলল, "এ-যাত্রা খুব জোর বেঁচে গেছে পঞ্চু।"

ভোম্বল বলল, "থাকত বাবলু, তা হলে ওই অ্যালসেশিয়ানকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হত না।"

"কিন্তু মেয়েটা কোথায় গেল বল দেখি?"

ভোম্বল বলল, "কিডন্যাপড।"

"সে তো বুঝতেই পারছি। আমাদের শত্রুরা, না কি অন্য কোনও দুষ্কৃতী? কারা করল এই কাজ?"

ল্যাংচা তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বলল, "আমাদের শত্রুরা নিশ্চয়ই নয়। তার কারণ, ওরা জানবে কী করে আমরা কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি?"

"ওদের কোনও লোক হয়তো অনুসরণ করেছে আমাদের।"

"কীভাবে করবে? সারাক্ষণ আমরা চারদিকে নজর রেখেছি। এ নিশ্চয়ই অন্য কারও কাজ। অ্যালসেশিয়ানটিকে লেলিয়ে দিয়ে লোপাট করে দিল মেয়েটাকে।"

বিচ্ছু বলল, "অথচ মজার ব্যাপার এই যে, ওরা অদূরে এবং নেপথ্যেই রইল।"

এদের কথাবার্তা শুনে ড্রাইভার মদনলাল বলল, "ভাই, তুম সবকো তো জবাব নেহি। লেকিন তুম সব কিঁউ যা রহে ঝুমরি তিলাইয়ামে?"

বিলু তখন সব কথা খুলে বলল মদনলালকে।

মদনলাল বলল, "আচ্ছা, তুম সব পুলিশবালা লেড়কা-লেড়কি। তো ঠিক হ্যায়, পহলে, তুম কোতোয়ালিমে যাও, রিপোর্ট করো। সব কুছ ঠিকঠাক বতাও পুলিশসাব কো।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, থানায় আমাদের যেতেই হবে। কেন না মানেকার জন্য এইখানে আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আর করলেও কোনও লাভ হবে না। ওরা ওকে নিয়েই গেছে। তাই ব্যাপারটা সর্বাগ্রে থানায় গিয়ে দারোগাবাবুকে জানিয়ে একটা ডায়েরি লেখাই। পরে আমরা নিশ্চিন্ত মনে এগোতে পারব। এখন যেভাবেই হোক বাবলুকে উদ্ধার করতে না পারলে মানেকার অনুসন্ধান অসম্ভব।"

ল্যাংচা বলল, "সত্যি, মেয়েটাকে যদি একেবারেই না পাওয়া যায় তো ওর মায়ের কাছে গিয়ে কী করে মুখ দেখাব বল দেখি? কেন না আমিই যে গাড়ি নিয়ে ওর বাড়িতে গিয়ে ডেকে এনেছি ওকে।"

বিলু বলল, "এর জন্য আমরা কিন্তু দায়ী নই।"

ভোম্বল বলল, "এবার বুঝছিস তো কেন আমরা আমাদের কোনও অভিযানে কাউকে সঙ্গে নিতে চাই না? এইসব ঝামেলার জন্য। এতে দায়িত্বও বাড়ে, আমাদেরও কাজের অসুবিধে হয়।"

ল্যাংচা মাথা হেঁট করল।

বিলুর নির্দেশে সবাই তখন চলল থানার দিকে। এই এলাকাটা এখনও বাংলার মধ্যে। তাই থানায় গিয়ে বিলুরা ওদের পরিচয় দিতেই দারোগাবাবু বেশ প্রসন্ন হয়েই বসতে বললেন সকলকে। তারপর বললেন, "তোমরাই তা হলে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা? তোমাদের নাম অনেক শুনেছি। দেখবারও ইচ্ছে ছিল। দেখা হয়ে ভালই হল। তা এখানে এই রাতদুপুরে কোন প্রবলেমটা অ্যারাইজ করল তোমাদের?"

বিলু তখন সব কথা খুলে বলল দারোগাবাবুকে।

দারোগাবাবুও সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওই মানেকা নামের মেয়েটিকে উদ্ধারের আশা তোমরা তা হলে ছেড়েই দাও।"

"সে কী! কেন?"

"ওই কুকুরটাকে দূর থেকে কী নামে ডাকল যেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"জিমি।"

"কুকুরটা তোমাদের কাউকে কোনওরকম আক্রমণ করেনি?"

"না।"

"ওর টার্গেট তা হলে কে ছিল?"

"পঞ্চু।"

"জিমি হচ্ছে ওই কুখ্যাত গোল্ডেন প্রিন্সের প্রিয় কুকুরের নাম।"

বিচ্ছু বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু আমরা যে এখানে আসব এর তো কোনও ঠিক ছিল না। প্রিন্স জানল কী করে?"

দারোগাবাবু হেসে বললেন, "পাণ্ডব গোয়েন্দাদের হিরোকে ওরা কিডন্যাপ করল, অথচ পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাকে উদ্ধার করতে আসবে না এইরকম অসার ধারণা কখনওই করে না ওরা। তাই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই নজর ছিল ওদের।"

ভোম্বল বলল, "সারাটা পথে কেউ কিন্তু আমাদের অনুসরণ করেনি। আমরা চারদিক লক্ষ করতে করতেই এদিকে এসেছি।"

"হয়তো গাড়ি নিয়ে করেনি। কিন্তু টেলি যোগাযোগের মাধ্যমে যে খবরাখবর হয়নি, এরকমটা তোমরা ভাবলে কী করে?"

বাচ্চু বলল, "এরকমটা অবশ্য হতে পারে। হতে পারে নয়, মনে হয় তা-ই হয়েছে। কিন্তু বাবলুদাকে কিডন্যাপ করল তো বাকেশ ভাটিয়া। প্রিন্সের সঙ্গে এই ধরনের ছেলেমেয়ে চুরির সম্পর্ক কি তার সত্যিই আছে?"

"হঠাৎ এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"ওর সম্বন্ধে যতটুকু যা শুনেছি তাতেই আমাদের এই ধারণা হয়েছে, ছেলেমেয়ে চুরির মতো বাজে কাজ প্রিন্স করে না। ওর আসল কাজ হল মড়ার মাথার খুলি সংগ্রহ করা।"

দারোগাবাবু হেসে বললেন, "তাতে ও কত টাকা উপার্জন করতে পারে? আসলে ওই ব্যবসাটাই ওর ভাঁওতা। ওই খুলির ভেতর দিয়েই হয়তো অন্য কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য কিছু পাচার করে ও। তা ছাড়া মানেকা নামের যে মেয়েটির কথা তোমরা বলছ, ওইরকম একটা মেয়েকে বাইরের দেশে পাচার করলে অনেক, অনেক টাকা লাভ। কাজেই হাতের কাছে ওকে পেয়ে ও কখনও ছেড়ে দেয়?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সব শুনেও মাথা নত করে চুপচাপ বসে রইল।

দারোগাবাবু বললেন, "আসলে অন্যায় যারা করে তারা এই কাজ করতে করতে এমনই হয়ে ওঠে একসময় যে, তখন অন্যায়ের পর অন্যায়ই করতে থাকে। ওদের কুকর্মের কোনও বাছবিচার থাকে না। যাক, এখন তোমরা কী করতে চাও বলো?"

"আমরা আমাদের পূর্ব পরিকল্পনামতো ঝুমরি তিলাইয়াতেই যেতে চাই। কেন না আমাদের মন বলছে ওইখানে গেলে বাবলুর সন্ধান আমরা পাবই। তাই আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, মানেকাকে আপনারা খুঁজে বের করুন।"

"চেষ্টা করব। তবে সফল হব না। তার কারণ ওই মেয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্টেটের বাইরে চলে গেছে। নদী পেরোলেই বিহার। ওখানে আমাদের কোনও খবরদারি চলবে না। তবু দেখছি আমরা, চারদিক তোলপাড় করে দেখছি কতদূর কী করতে পারি।"

ইঞ্জিন-ছাড়া কামরার মতোই বাবলুহীন পাণ্ডব গোয়েন্দারা সত্যিই অসহায়। ওরা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দারোগাবাবু বললেন, "একটা কথা, এই পঞ্চুর তো অনেক বীরত্বের কথা শুনেছি। তা পঞ্চুর সামনে থেকে মেয়েটাকে ওরা নিয়ে গেল কী করে?"

বিলু বলল, "পঞ্চুর সামনে থেকে তো নেয়নি। নিয়েছে ওর অজ্ঞাতে পেছন থেকে। যে কোনও বিপদের মোকাবিলায় পঞ্চুর সত্যিই জুড়ি নেই। তবে কিনা সব ব্যাপারে পঞ্চুই তো সর্বশক্তিমান নয়। একটি বাঘ কিংবা হিংস্র অ্যালসেশিয়ানের কাছে পঞ্চু সত্যিই অসহায়। তার ওপর আচমকা ওইরকম হয়ে যাওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য ওকে একটু সরে যেতেই হয়েছিল। এটা ওর পরাজয় নয়।"

দারোগাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যাও। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি মেয়েটার।"

ওরা থানার বাইরে এসে মদনলালের মারুতি ভ্যান-এ চেপে আবার সেই জায়গায় এল। একটু আগেই যেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছে মানেকাকে।

বিলু সবাইকে ভ্যান থেকে নামতে বলে নিজেও নামল।

ভোম্বল বলল, "আবার এখানে এলি যে?"

বিলু বলল, "তার কতকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, কুকুরটা এল নদীর দিক থেকে। দ্বিতীয়ত, 'জিমি জিমি' করে যে ডাক দিল সে অন্য দিক থেকে। জিমি সেই ডাক শুনে ছুটে গেল। মানেকা ছিল সবার পেছনে। কিন্তু মানেকার কোনও খোঁজখবর পাওয়া গেল না। এমনকী শোনা গেল না ওর কোনও আর্তনাদও।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক। তার মানে মানেকাকে অপহরণ করা হয়েছে পেছনদিক থেকে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে।"

ল্যাংচা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "অথচ ওকে নিয়ে চলে যাওয়াব সময় কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে কি বলতে চাও ও এখানেই কোথাও আছে?"

বিলু বলল, "অবশ্যই। শুধু ও নয়, প্রিন্সও আছে।"

ভোম্বল বলল, "প্রিন্স কি এতই বোকা যে, কোডাবমার জঙ্গলের নিরাপদ জায়গা ছেড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার জন্য এই বরাকরে থাকতে যাবে?"

"বলা যায় না, থাকতেও পারে। শুধু তাই নয়, পুলিশ জানেও নিশ্চয় প্রিন্স থাকে কোথায়। না হলে ওর কুকুরের নাম 'জিমি'—এ-তথ্য দারোগাবাবু পেলেন কী করে?"

ল্যাংচা বলল, "আয় তো আমরা পেছনদিকটায় একটু গিয়ে দেখি?"

সবাই তখন পঞ্চুকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল পেছনদিকে। খানিক যাওয়ার পরই হঠাৎ এক জায়গায় এসে পঞ্চু স্থির।

ও আর নড়ে না। ব্যাপারটা কী? কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে কি ও?

হ্যাঁ বিপদ। ভয়ংকর বিপদ। দেখল ওইখানেই একটি দোতলা বাড়ির নীচের তলাটা অন্ধকার হলেও ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা অ্যালসেশিয়ান খোলা জানলার ধারে বসে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মনে হচ্ছে সে যেন কোনও কিছুর দিকে নজর রাখছে।

বিলুরাও আর এগিয়ে গেল না। এই অবস্থায় জোর করে এগোতে যাওয়া মানেই হাতছানি দিয়ে নিজেদের বিপদকে ডেকে আনা।

ল্যাংচা বলল, "আমার মনে হয় মানেকাকে ওরা ওই বাড়িতেই আটকে রেখেছে। পরে সুযোগ-সুবিধে বুঝে সরিয়ে দেবে।"

বিলু বলল, "ঠিক তাই। কিন্তু ওই ভয়ংকর অ্যালসেশিয়ানের নজর এড়িয়ে ওই বাড়ির ভেতবে ঢোকা যায় কী করে?"

বাচ্চু বলল, "সত্যি, বাবলুদার অভাব যে কতখানি, এইবারের অভিযানে তা বেশ ভালই বুঝতে পারছি।"

বিচ্ছু বলল, "এর আগেও বাবলুদা না থাকলে আমরা কত অভিযান করেছি। দুষ্কৃতীর কবল থেকে উদ্ধার করেছি বাবলুদাকে, কিন্তু এবারেই আমরা হেরে গেলাম।"

ভোম্বল বলল, "না, না। হার মানলে চলবে না। বাবলুর চেয়েও মানেকার গুরুত্ব এখন আমাদের কাছে অনেক বেশি হয়ে উঠেছে। ওকে এইখানে অসহায়ের মতো ফেলে রেখে যদি আমরা বাবলুর খোঁজে যাই তা হলে কিন্তু বাবলু ভীষণ রেগে যাবে আমাদের ওপর।"

বিচ্ছু বলল, "তা ছাড়া সেটা উচিতও হবে না।"

ল্যাংচা বলল, "একটা কিছু উপায় ভেবেচিন্তে বের করে দেখি?"

বিলু বলল, "সেই চিন্তাই তো করছি। কুকুরটা এমনভাবে এইদিকে তাকিয়ে আছে যে, ওই বাড়িতে ঢোকা দূরের কথা, ওর ধারেকাছে গেলেও চেঁচিয়ে মাত করবে। শুধু তাই নয়, ও যদি একবাব কোনওরকমে নীচে নেমে আসে তা হলে কিন্তু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে সকলকে। বাবলু থাকলে এক গুলিতে শেষ করে দিত বাছাধনকে। কিন্তু ও আমাদের এমনই এক শত্রু যে, ওর কাছে পঞ্চুও অসহায়।"

এই কথাটাই বোধ হয় মনে লাগল পঞ্চুর। তাই সে করুণ চোখে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে শিরদাঁড়া টান করে ঘনঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল।

বিলু ওর ভাব দেখে বলল, "অযথা বীরত্ব দেখাতে যাস না পঞ্চু। তোর কোনও বিপদ হলে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদেরও বিপদের আর শেষ থাকবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু পঞ্চু তখন মরিয়া। ওর সিদ্ধান্ত ও নিজেই নিয়েছে। তাই হঠাৎই এক-পা এক-পা করে সামনের দিকে এগোতে লাগল ও।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই বাধা দিল ওকে। কিন্তু না। পঞ্চু এই প্রথম সবার কথা অমান্য করল। সে এবার দ্রুত ধেয়ে গেল সেই বাড়ির দিকে। তারপরই ভয়ংকর বিক্রমে হাঁকডাক করে প্রতিপক্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লাফালাফি করতে লাগল সে।

বিলু কপাল চাপড়াতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "অযথা সকলের বিপদ ডেকে আনল রে বোকাটা!"

পঞ্চু এগোলেও ওরা কেউ এগোতে সাহস করল না। তাই দূরে দাঁড়িয়ে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কী হয় দেখতে লাগল।

মাত্র দু'-এক মিনিটের ব্যাপার। ক্রুদ্ধ অ্যালসেশিয়ানও 'আঁউ আঁউ' করে গোটা বাড়ি চেঁচিয়ে মাত করে সরে গেল জানলার ধার থেকে। তাব মানেই আসছে। পঞ্চুকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আসছে সে।

ওই সময়টুকুর মধ্যেই পঞ্চু আবার ছুটে এল ওদের কাছে। এসেই একটি ঘন পাতার গাছের দিকে তাকিয়ে লাফাতে লাগল। তার মানে আকারে ইঙ্গিতে ওদের সকলকে উঠে পডতে বলল ওই গাছে।

গাছে ওঠার পরিকল্পনা বিলুরও ছিল। তাই আর এক মুহূর্তও দেরি কবল না।

আর পঞ্চু? সে আবাব একটু এগিয়ে গিয়ে এমনই হাঁকডাক শুরু করল যে ততক্ষণে আরও প্রায় বিশটা রাস্তার কুকুর এসে জড়ো হয়েছে সেখানে।

ওদিকে সেই ক্রুদ্ধ অ্যালসেশিয়ানও ভীষণ রেগে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

তারপর সে কী তুমুল লড়াই।

চোখের পলকে পঞ্চু কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে? অ্যালসেশিযানের তাড়া খেয়ে অন্য কুকুরগুলো অনেক দূরের দিকে চলে গেল। আর ঠিক তখনই সেই বাড়ির ভেতর থেকে দীর্ঘ উন্নত গুন্ডাকৃতি একজন লোক বন্দুক হাতে বেরিয়ে এসে খুব জোরে ডাকতে লাগল, "জিমি! জিমি! কাম হিয়ার।"

কিন্তু না। জিমিব কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। যদিও সে সাড়া দিয়ে থাকে তা হলেও অসংখ্য কুকুবের চিৎকারে ও আর্তনাদে তা হারিয়ে গেছে।

বন্দুকধারী লোকটি এবাব 'জিমি, জিমি' করতে কবতে এগিয়ে চলল দূবের দিকে। তবে বেশিদূর যেতে হল না। পাশেরই একটি ঝোপেব ভেতব থেকে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে বেরিয়ে এসে পঞ্চু লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে।

পঞ্চুব আক্রমণের মোকাবিলা করতে না পেরে লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

বিলুরা তখন কেউ আর গাছে নেই। সবাই গাছ থেকে নেমে ঘিরে ফেলল লোকটিকে। তার হাতের বন্দুক তখন খসে পডেছে হাত থেকে। সে তখন দু'হাতে পঞ্চুকে জড়িযে ধবেই আত্মরক্ষাব প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

ছিটকে পড়া বন্দুকটা তখন কুড়িয়ে নিয়েছে ল্যাংচা। নিযেই বলল, "বিলু তোরা ভেতরে ঢোক। আর কেউ যখন বেরোয়নি তখন মনে হচ্ছে লোকটি একাই ছিল। শিগগির ভেতরে ঢুকে দ্যাখ মানেকা আছে কি না।"

ভোম্বল বলল, "তুই তা হলে এখানেই থাক। আর কডা নজর রাখ দূবের দিকে। ওই হিংস্র অ্যালসেশিয়ানটা আবার ফিরে আসে কিনা।"

ল্যাংচা বলল, "মরণ যদি ওটার ঘনিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চযই ফিরে আসবে। মা-সরস্বতী আমাকে কৃপা না করলেও মা-কালীর ভক্তরা মানে পাড়ার বোকাদা, খোকাদাদের কৃপায় এইসব জিনিসপত্র হাতে পেলে কী করে তার ব্যবহার করতে হয় তা কিন্তু জেনে গেছি। পঞ্চু এর ব্যবস্থা করুক, আমি ওর ব্যবস্থা করি। ওর নিয়তি আমি হবই হব। একবার শুধু আসাব অপেক্ষা।" বলেই বন্দুকের নলটা লোকটির বুকে ঠেকিয়ে বলল, "এই যে বাছাধন, আমাদের মেয়েটাকে তোমরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ শুনি? চটপট উত্তর দাও। না হলে...।"

লোকটি উত্তর দেবে কী, পঞ্চুর ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। একটা দেশি কুকুর যে এমন মারাত্মক হতে পারে তা ভাবতেও পারল না। তার ওপর ল্যাংচার ওই মূর্তি। ছেলেটা যেভাবে বন্দুক ধরে আছে, তা দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই অকালকুষ্মাণ্ডটা নেহাতই আনাড়ি নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ট্রিগারে চাপ দিতে পারে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর একটুও দেরি না করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। তারপর নীচে, ওপরে চারদিক তন্নতন্ন করেও কোথাও পেল না মানেকাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ততক্ষণে পঞ্চুও এসে জুটেছে। সেও কোনওরকম হাঁকডাক না করে নীচে-ওপরে ছুটোছুটি করতে লাগল।

বিলু বলল, "তবে কি রং টার্গেট?"

ভোম্বল বলল, "কখনওই না। মানেকা এখানেই কোথাও আছে। না হলে যাবে কোথায় মেয়েটা? ও তো কর্পূর নয় যে হাওয়ায় উবে যাবে।"

"কিন্তু এত খোঁজাখুজির পরও ওর সন্ধান তো পাওয়া গেল না।"

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই এই বাড়িব ভেতরে কোনও গুপ্তকক্ষ আছে।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয়, আমাদেরই হয়তো ভুল হয়েছে কোথাও। এই বাড়ি, ওই অ্যালসেশিয়ান, আর লোকটি—এই সঙ্গে প্রিন্স বা রাকেশ ভাটিয়ার কোনও সম্পর্কই হয়তো নেই। এমনও হতে পাবে, এই লোকটি কুকুরটিকে নদীতে নিয়ে গিয়েছিল। পরে পঞ্চুকে দেখে ও তাড়া করে। আব সেই সময ওব প্রভুর ডাক শুনে ও ফিরে যায়। ডাক যেদিক থেকে এসেছিল বা অ্যালসেশিয়ানটা যেদিকে ছুটে গেল মানেকা তো ছিল তার বিপরীত দিকে। তা হলে?"

বিচ্ছু বলল, "তোমার কথার মধ্যে একটা যুক্তি আছে তা মানছি। তবে বিলুদা, সন্দেহটা প্রকট হচ্ছে মানেকার উধাও হওয়ার ব্যাপার নিয়ে। তার চেয়েও বড় কথা, থানাব দারোগাবাবুর মুখেই শুনলাম, 'প্রিন্সে'র প্রিয় কুকুরের নাম জিমি। এর পরেও কি বলবে...?"

বাচ্চু বলল, "মেয়েটা তা হলে গেল কোথায়?"

বিচ্ছু বলল, "ওইজন্যই তো বলছি, নিশ্চয়ই এই বাড়ির মধ্যে কোনও গুপ্তকক্ষ আছে। অথবা আমরা যে-সময় থানায় যাই সেই সময়টুকুর মধ্যেই সরিয়ে দিয়েছে ওকে।"

ভোম্বল বলল, "আমারও মনে হয় তাই। এখন ওই ধৃত লোকটিকে মোচড় দিলেই জানা যাবে মেয়েটাকে কোথায় সরাল ওরা।"

এমন সময় হঠাৎ বাইরে গুলির শব্দ। আর সেইসঙ্গে অ্যালসেশিয়ানটার প্রাণান্তকব একটা চিৎকাব।

বিলুরা সবাই হইহই করে বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতব থেকে। দেখল রক্তাক্ত অ্যালসেশিয়ানটা মবে পড়ে আছে পথের ধুলোয়। চারদিক লোকে লোকারণ্য। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজনেরা অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে সেখানে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই, ধৃত সেই লোকটির কোনও পাত্তা নেই। ল্যাংচার বন্দুকবাজিব মুহূর্তেই কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়েছে সে তা কে জানে?

আর নেই পঞ্চু। পঞ্চু গেল কোথায়?

বিলু বলল, "পঞ্চু নিশ্চযই ওই লোকটির পিছু নিয়েছে। অথবা তন্নতন্ন করে খুঁজছে লোকটিকে।"

ভোম্বল বলল, "হল ভাল। আমরা কোথায় এলাম বাবলুর খোঁজে, তার জায়গায মাঝপথে এমন ফেঁসে গেলাম যে এখন না যেতে পারছি বাবলুর সন্ধানে, না খুঁজে পাচ্ছি মানেকাকে।"

একটু পরেই খবর পেয়ে পুলিশ এল।

স্থানীয় লোকেরা তখন বাড়ির ভেতর ঢুকে লুটপাট ও ভাঙচুর শুরু করেছে। সবচেয়ে বড কথা, এই বাড়িতে ঢুকে যা দেখা গেল তাতে একমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র ও সামান্য আসবাব ছাড়া তদন্তেব কাজে লাগে এমন কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। এমনকী বাড়িটা যে কার জানা গেল না তাও।

স্থানীয় লোকজন বলল, "বাড়িটা আগে এক গরিব বিধবার সম্পত্তি ছিল। পরে একজন ঠিকাদার মাত্র দশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাড়িটা কেনে। বাডির তখন এইরকম চেহারা ছিল না। দু'কাঠা জমির ওপর টালিব ঘর ছিল একটা। কেনার পরও বাড়িটা ওই অবস্থায় পড়ে ছিল অনেকদিন। তারপর হঠাৎ একদিন এই সুন্দর দোতলা বাড়িটা গজিয়ে উঠল অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু বাড়ি তৈরি হলেও বাডিতে বসবাস করবার জন্য কেউ এল না। জিমি নামের অ্যালসেশিয়ানটিকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল রামেরাম নামে বাড়ির ওই দারোয়ান।

লোকটি চেহারায় ভয়ংকর হলেও মানুষটি ভয়ংকর নয়। দোকান-বাজার করত। কুকুর নিয়ে ঘুরত। কথাবার্তা বলত লোকজনের সঙ্গে। ওরই মুখে শোনা, বাড়ির মালিক রাঁচিতে থাকেন। মস্ত ধনী। বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর বেশ কয়েকটি বাড়ি আছে। তবে স্থানীয় লোকজনরা বাড়ির মালিককে কখনও দেখেনি। উনি যখনই আসেন গাডি নিয়ে রাতের অন্ধকারে আবার দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই চলে যান। অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তা এ-নিয়ে মাথাও ঘামায়নি কেউ। শহর বাজার নয়, নদীর ধারে একপ্রান্তে নিরালায় একটি বাড়ি, যার বাড়ি তারই থাক। কিন্তু এই বাড়িকে ঘিরে এমন নাটক যে একদিন জমে উঠবে তা কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জানত? এখন মালিকের সন্ধান পেতে হলে রামেরামজিকে একান্তই দরকার। কিন্তু কোথায় সে? একটু অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে কোথায় পালাল সে? আর ওর খোঁজে গিয়ে কোথায় উধাও হল পঞ্চু? ওই লোক ফিরে না এলে এই বাড়ির রহস্য তো অন্ধকারেই ঢাকা থাকবে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখন নদীর ধারে এসে 'পঞ্চু পঞ্চু' করে ডাকতে লাগল। কিন্তু না, পঞ্চুর কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

এমন সময় গাড়ির ড্রাইভার মদনলালও এসে হাজির হল। এসে বলল, "পঞ্চুকে স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছি। একজন লোককে ভীষণভাবে তাড়া করেছে সে।"

বিলু বলল, "লোকটি কি ছুটছিল?"

"না। হেভিওয়েটের একটা মোটরবাইকে চেপে ঝড়ের বেগে যাচ্ছিল সে।"

ভোম্বল লাফিয়ে উঠে বলল, "রাকেশ ভাটিয়া নয় তো?"

"তা আমি কী করে জানব ভাই? এখন বলো আর কতক্ষণ আমাকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে?"

বিলু বলল, "আপনার ছুটি। আপনি এখনই চলে যেতে পারেন। তার কারণ, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। আবার নতুন করে ছক কষতে হবে আমাদের, কীভাবে কী করব না করব। তাতে সময় লাগবে অনেক। কাজেই আপনি চলে যান।"

মদনলাল গাড়ি নিয়ে বিদায় নিলে বিলুরা চলল স্টেশনের দিকে। ল্যাংচা বন্দুকটা দারোগাবাবুর হাতে জমা দিয়ে মৃত অ্যালসেশিয়ানের পাদুটো ধরে টানতে টানতে নদীর ধারে ফেলে রাখল। পরে একসময় বালিতে পুঁতে দিলেই হবে। বিলুদের সঙ্গ সেও ছাড়ল না।

রামেরাম নিপাত যাক। পুলিশ ওর খোঁজ করুক। এখন দেখতে হবে পঞ্চু যার পিছু নিয়েছে কে সেই আরোহী? রাকেশ ভাটিয়া? না অন্য কেউ?

ওরা যখন বেশ কয়েক পা এগিয়েছে তখন দেখল পঞ্চু তিরবেগে ছুটতে ছুটতে আসছে ওদের দিকে। ওদের দেখেই 'ভৌ-ভৌ' ডাক ছেড়ে আবার ছুটল সেইদিকে, যে-পথে সে এসেছিল।

বিলুরাও ছুটল। বেশিদূর যেতে হল না। এক জায়গায় গিয়ে দেখল দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটা মোটরবাইকের পাশে অর্ধমৃত হয়ে পড়ে আছে এমন একজন যাকে ওরা কেউ চেনে না। লোকটির সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা ছিল।

সেই কালো পোশাকের অন্তরালে যে মানুষটি লুকিয়ে ছিল তাকে ওরা দেখেওনি কোনওদিন। কে এই লোক? রামেরামের খোঁজে গিয়ে পঞ্চু এই লোকটিকে আবিষ্কার করল কী করে?

দুর্ঘটনাজনিত কারণে লোকটির নড়াচড়া করারও ক্ষমতা ছিল না। ওরা গিয়ে টেনেহিঁচড়ে তুলে বসাল লোকটিকে। তারপর অনেক চেষ্টার পর এক জায়গা থেকে একটু জল নিয়ে এসে মুখে-চোখে ঝাপটা দিল ওরা।

পঞ্চু লোকটিকে দেখে সমানে গরগর করতে লাগল ওর স্বভাবে।

বিলু একটা ধমক দিল, "আঃ পঞ্চু।"

পঞ্চু চুপ করল।

বিলু লোকটিকে বলল, "আপনি কে? এইভাবে এখানে পড়ে ছিলেন কেন? দুর্ঘটনা ঘটল কীভাবে?"

লোকটি বলল, "আমার কথা পরে বলছি। তোমরা কে? এই রাতের অন্ধকারে এখানে তোমরা কী করছিলে?"

বিলু বলল, "আমাদের পাঁচজনের একটা দল আছে। সবাই আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দা বলে।"

"এই সাংঘাতিক কুকুরটাও কি তোমাদের?"

"হ্যাঁ।"

"ওরই তাড়া খেয়ে আমার এই অবস্থায়।"

"হঠাৎ করে ও আপনাকে তাড়া করলই বা কেন?"

"বলছি, বলছি।" বলে আশপাশে কী যেন হাতড়াতে লাগল লোকটি।

ভোম্বল বলল, "কী খুঁজছেন?"

"ওই একটা—।"

ওদের হয়ে ল্যাংচা বলল, "আপনি যা খুঁজছেন তা ওখানে নেই। ওটা এখন আমার কাছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই দেখল ল্যাংচার হাতে একটা রিভলভার।

লোকটি বলল, "ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।"

বিলু বলল, "আগে আপনার পরিচয়টা পাই, তারপরে তো।

লোকটি বলল, "তোমরা যাদের সন্ধানে এসেছ আমি তাদেরই একজন। আমার নাম প্রাণকিশোর। ড্রাগিস্ট শিবকুমার শর্মার বন্ধু।"

বিলু বলল, "সত্য পরিচয় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তা আপনি এখানে একা কেন? আপনার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

প্রাণকিশোর বলল, "সব কথা বলতে একটু সময় লাগবে ভাই।"

"আমাদের একটা মেয়েকে হঠাৎ করে খুঁজে পাচ্ছি না। সম্ভবত তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কে করল এই কাজ? প্রিন্স, না অন্য কেউ?"

"আমারই বন্ধু, শিবকুমার।"

"মেয়েটাকে ও কোথায় রেখেছে বলতে পারেন?"

"কার্ভালো ওকে নিয়ে গেছে।"

"কার্ভালো? সে আবার কে?"

"একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কালপ্রিট। ওর পেশা হল ছেলেমেয়ে চুরি করে বিদেশ পাচার করা।"

এতক্ষণে বাচ্চু বলল, "আপনি শিবকুমার শর্মার বন্ধু হয়ে এত সব কথা কেন যে আমাদের বলে দিচ্ছেন তা বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে আপনি যা বলছেন তা মিথ্যে নয়, এখন বলুন তো কার্ভালো এই মুহূর্তে মেয়েটিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?"

"সে তো আমারও জানার বাইরে। তবে ওই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে এমন বিরোধ বাধে যে, তার পরিণামে আমার এই হল। এর ওপর তোমাদের ওই কুকুরের তাড়া তো ছিলই।"

বিলু বলল, "প্লিজ, আপনি একটু খুলে বলুন দাদা। আমরা কারও প্রতি কোনও প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা নিয়ে আসিনি। এসেছিলাম আমাদের আর এক বন্ধু—।"

"বাবলুকে উদ্ধার করতে। রাকা, অর্থাৎ রাকেশ ভাটিয়া যাকে কিডন্যাপ করেছিল, তাই তো?"

"আপনি তো সব জানেন দেখছি। বলুন না সে কোথায়?"

"আজ দুপুরেই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তার। প্রিন্সের ডালকুত্তাদের দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে তাকে। তোমাদের কপাল খুবই ভাল যে, তোমরা ট্রেনে আসোনি। এলে ওই একই অবস্থা তোমাদেরও হত। তোমরা ভোরবেলা ট্রেন থেকে নামলেই ওই কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হত। সেইরকমই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তোমরা যে ট্রেনে না এসে মোটরে আসবে তা কারও জানা ছিল না।"

বাবলুর মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই কেঁদে উঠল। শিউরে উঠল বিলু আর ভোম্বলও।

ল্যাংচা নির্বাক। পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু, তারও এইরকম মৃত্যু, এও কখনও হয়! এ যে অবিশ্বাস্য।

বিলু আর ভোম্বল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার।

পঞ্চু কী বুঝল কে জানে? সে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

বিলু বলল, আমরা সবাই তো প্রতি মুহূর্তে এক-পা এক-পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে বাবলুর এমন হবে বা হতে পারে এ আমরা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু আমরা যে মোটরে আসছি এ খবর তো আপনাদের কাছে ছিল না। তা হলে কোন জাদুমন্ত্রে আপনারা সব জেনে গেলেন আর সুকৌশলে অপহরণ করলেন মেয়েটাকে? এমনকী, বরাকর নদীর ধারে আমাদের অবস্থানটাও তো আকস্মিক। আমরা ওখানে নাও আসতে পারতাম। গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যেতাম যেখানে আমরা যাচ্ছিলাম।"

প্রাণকিশোর বলল, "তা হলে শোনো, রাকা তোমাদের বাবলুকে কিডন্যাপ করার পরই পুলিশ বিভাগ সচেতন হয়ে ওঠে। রাজ্য পুলিশ বিহার পুলিশকেও সতর্ক করে দেয় এই ব্যাপারে। এবং কড়া নজর রাখতে বলে আমাদের দিকে। আমরা তখন বিহার সীমান্ত পার হয়ে বরাকরে এসে আত্মগোপন করি।"

বিলু বলল, "বরাকরের ওই বাড়িটা কার? প্রিন্সের?"

"না। ও-বাড়ির মালিক আমি নিজে। আর ওই যে অ্যালসেশিয়ান 'জিমি', ও আমারই প্রিয় কুকুর।"

বিচ্ছু শিউরে উঠে বলল, "আমরা কি তা হলে এতক্ষণ প্রিন্সের সঙ্গেই কথা বলছি?"

"আরে না, না। আমি হলাম রাঁচির লোক। রাঁচির ঠিক নয়, রাঁচির কাছে রামগড় বলে একটা জায়গা আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেখানকার লোক। এই বাড়িটা একসময় শখ করে করেছিলাম। আমার একজন বিশ্বস্ত লোক রামেরাম বাড়িটার দেখাশোনা করে। লোকটা একসময় খুনে গুন্ডা ছিল। কিন্তু কয়েক বছর জেল খাটার পর ঢিট হয়ে গেছে। এখন ও খুবই ভাল মানুষ।"

ভোম্বল বলল, "আমরা তো জানতাম প্রিন্সের প্রিয় কুকুরের নাম জিমি। তাই 'জিমি' নাম শুনে ওই বাড়িটাকে আমরা প্রিন্সের বাড়ি বলেই মনে করেছিলাম।"

"মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে জেনে রাখো, প্রিন্সের একটা কুকুর নয়, অনেক কুকুর। ওর প্রিয় অ্যালসেশিয়ানের নাম জিমি। বাকিগুলো ডালকুত্তা। খুবই মারাত্মক।"

"তারপর বলুন।"

"আমাদের কাছে খবর ছিল তোমরা কোডারমায় যাচ্ছ। সেইমতো বাকা তোমাদের নিধন করবার জন্য প্রিন্সের ডালকুত্তাদের প্রস্তুত রাখে। বাবলুকেও প্রথম কোডারমাতেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পরে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র। ক্যানারি হিলের কাছে হাজারিবাগের জঙ্গলে রাখা হয় ওকে। বাবলুকে কিডন্যাপ করার ফলে পরিস্থিতি ঘোরালো হওয়ায় প্রিন্সের কাছে অত্যন্ত বকুনি খেতে হয় বাকাকে। প্রিন্স বাবলুকে মুক্তি দিতে বললেও বাকা প্রিন্সকে বোঝায় যেহেতু এই পুলিশওয়ালা ছেলেটি ওদের ঘাঁটির সন্ধান জেনে গেছে তাই ওকে মুক্তি দিলে দলের গোপনীয়তা বলে আর কিছু থাকবে না এবং বিপর্যয়ও অনিবার্য। অতএব বাবলুর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। সেইসঙ্গে তোমাদেরও।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই শিউরে উঠল এই কথা শুনে।

বিলু, ভোম্বল আর ল্যাংচা নির্বাক।

প্রাণকিশোর বলল, "যদিও ওদের দলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ, তবুও আমাদের ধান্দা অন্যদিকে। তাই এই হত্যাকাণ্ডের পরিণতি যে কী ভয়ানক, তা বুঝতে পেরেই শিবকুমারকে নিয়ে আমি এখানে এসে ঝামেলা থেকে দূরে থাকি। ওই বাকা অর্থাৎ বাকেশ ভাটিয়াই যে আমাদের দুষ্ট গ্রহ তা বেশ বুঝতে পারি আমরা। অথচ সর্বশক্তিমান প্রিন্স প্রায় সব ব্যাপারেই বাকার ওপর বেশি নির্ভর করে। সোনা পাচারের সঙ্গে অস্ত্র পাচারের ব্যাপারেও ওকে জড়িয়ে দেয় বাকা। বিপদের পর বিপদের ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেয় প্রিন্সকে। কিন্তু বাকার ব্যাপারে প্রিন্স যেন অন্ধ। তা যাকগে, আমরা এইখানে বসে যুক্তি করছিলাম বাকাকে কী করে দুনিয়া থেকে সরানো যায়। এই ব্যাপারে আমরা কার্ভালোর শরণ নিলাম। টনি আর বকি নামে ওর দুই খুনি শাগরেদকে নিয়ে কার্ভালো এসে হাজির হল।"

বিলু বলল, "এক মিনিট। কার্ভালো লোকটি কে? সে কি ভারতীয়? না অন্য কেউ?"

'তাও জানি না। এই লোকটিকে প্রথম আমদানি করেছিল বাকাই। ওর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল লেনদেনের। নিষিদ্ধ ড্রাগ আমদানিও করতাম আমরা ওর মারফত। আর প্রিন্সের সংগ্রহ করা 'স্কাল' বিদেশে পাচার করা, জঙ্গলের দামি দামি কাঠ চোরাপথে চালান দেওয়া, ছেলেমেয়ে পাচার, অস্ত্র পাচার, সোনা পাচার, সবেতেই কার্ভালো হচ্ছে দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু ইদানীং কার্ভালোর সঙ্গে বাকার বনিবনা হচ্ছিল না। তাই আমরা বাকার ব্যাপারে একটা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কার্ভালোকে ডেকেছিলাম। এমন সময় দৈবক্রমে তোমরা এখানে এসে পড়লে। আমার বন্ধু শিবকুমার ইদানীং ছেলেমেয়ে পাচারের ব্যাপারে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাই তোমাদের দেখেই, বিশেষ করে তোমাদের সঙ্গে ওই মিষ্টি মেয়েটিকে দেখেই কার্ভালোর সঙ্গে ব্যবসার কথায় মেতে ওঠে ও। আমি অনেক নিষেধ করলাম, অনেক বোঝালাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না তাতে। শিবকুমার ওর জেদই বজায় রাখল। ফলে ফাটল ধরল আমাদের বন্ধুত্বের।"

বিলু বলল, "আমরা তো জানতাম জাল ওষুধের কারবারেই শিবকুমার কুখ্যাত।"

"ঠিকই জানতে। ওই কারবারের প্রধান অংশীদার ছিলেন কালাচাঁদ রায়। বাকি অংশ আমাদের তিনজনের। শিবকুমার, বাকেশ ও আমার। প্রিন্সের অন্যরকম ব্যবসা। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে জঙ্গলের কাঠ বিক্রি ও সোনা পাচার।"

"প্রিন্স যে স্বর্ণচক্রে জড়িতে এই কথা কিন্তু আমরা এই প্রথম শুনলাম।"

"ওই ব্যবসার জোরেই তো ওর রমরমা খুব। আর সেই কারণেই ওর নাম গোল্ডেন প্রিন্স। চেহারাটাও অবশ্য রাজকুমারের মতো। ব্যবসাও মন মন সোনার।"

বিচ্ছু বলল, "একঘেয়ে ওইসব কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে অপরাধমূলক যতরকমের কাজ আছে তার সবই করে থাকে প্রিন্স। এখন বলুন আমাদের মেয়েটিকে কীভাবে অপহরণ করা হল?"

"হ্যাঁ। আমি তো অনেক বোঝালাম ওদের, কিন্তু কোনও লাভ হল না। আমি বারবার বললাম, এরা যে ধরনের ছেলেমেয়ে তাতে করে এদের গায়ে হাত দেওয়া মানেই দারুণ একটা ঝুঁকি নেওয়া। এরা ঠিক গিয়ে পুলিশে খবর দেবে, আর তখনই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরোবে সাপ। এর ওপর মেয়েটি যদি কোনওরকমে ছাড়া পায় তো কথাই নেই। আমাদের সবাইকে চিনিয়ে দেবে। আমার কথা শুনে কার্ভালো বলল, "আমার হাতে একবার কেউ এসে পড়লে তার ঠিকানাই হবে আমি যেখানে পাঠাব সেইখানে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যাবে ও।' এরপর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রামেরামকে কাজে লাগিয়ে ফাঁদ পেতে মেয়েটিকে ধরল ওরা। আমি বোবার মতো বসে বসে দেখলাম। তারপর ওরা ওকে নদীর ওপারে নিয়ে গেল। আমিও বাইক নিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গেলাম, রীতিমতো ঝগড়া করলাম। কিন্তু না, কোনও লাভ হল না। বরং শিবকুমার, কার্ভালো আর ওই দুই সঙ্গীর চোখের চাহনি যা দেখলাম, তাতে খুবই শঙ্কিত হলাম। বুঝলাম, ওদের পথ থেকে ওরা এবার আমাকেই সরিয়ে দেবে। যাই হোক, ওই একই মতলব আমিও আঁটছি। ওদের ফাঁদে ফেলতে না পারলে আমারও বিপদ। তাই ওদের বারোটা কী করে বাজাব ভাবতে ভাবতে যখন ফিরে আসছি তখনই দেখি রামেরাম প্রাণভয়ে ছুটে আসছে। ওর মুখে সব শুনে ওকে লুকোবার একটা উপায় বলে দিয়ে সবে কিছুটা পথ এসেছি এমন সময় তোমাদের কুকুরের তাড়া খেয়ে এই অবস্থা আমার।"

বিলু বলল, "এখন আপনি কী করবেন? কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?"

"না। তবে ওই বাড়িতে এখন আমি ফিরছি না। ওখানে গেলেই আমি অ্যারেস্ট হয়ে যাব। আর অন্য কোথাও যে পালাব আপাতত সেই শক্তিটুকুও নেই।"

ল্যাংচা বলল, "আমার মতে আপনার এখন থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত।"

"করতাম। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক যখন ছিন্ন করছি, তখন সেটাই আমার করা উচিত। কিন্তু তাতে হবে কী, প্রিন্সের লোকেরা কোনও না কোনও সময় এসে গুলি করে মেরে রেখে যাবে আমাকে। মরতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আমি মরে যাব, অথচ ওই অপরাধীরা ঘুরে বেড়াবে বুক ফুলিয়ে, এ তো হতে দেওয়া যায় না। অতএব ওদের মেরে তবেই আমি মরব অথবা আত্মসমর্পণ করব পুলিশের কাছে। তা ভাই, আমার ওই রিভলভারটা তোমরা ফিরিয়ে দাও আমাকে। ওটা না পেলে কিছুই করতে পারব না।"

ল্যাংচা বিলুর দিকে তাকালে বিলু বলল, "দিয়ে দে।" বলে বলল, "তবে একটা কথা, আপনি কিন্তু শত্রুর ধরা নেবেনই।"

"আমার নিজের স্বার্থেই আমি নেব ভাই। না হলে আমারই ক্ষতি। কেন না ওদের মতের সঙ্গে যাদের মেলে না তারা বাঁচে না কেউ।"

বিলু বলল, "আমরা তা হলে আসি?"

প্রাণকিশোর ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। তারপর বলল, "তোমরা কি এখন ফিরে যেতে চাও?"

"না। প্রথমে আমরা আমাদের বন্ধুর খোঁজে কোডারমায় যাব। তারপর উদ্ধার করবার চেষ্টা করব ওই মেয়েটিকে।"

"অর্থাৎ তোমরা আসন্ন মৃত্যুকেই বরণ করতে যাচ্ছ। যাও, এই যখন তোমাদের নিয়তি তখন কে তোমাদের আটকাবে! তবে খুব সাবধান। কোডারমায় গেলেই তোমাদের বিপদ। প্রিন্সের ডালকুত্তাগুলোর খপ্পরে যদি পড়ো তো কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তা ছাড়া বাবলু ওখানে নেই। আর মেয়েটির কথা বলছ? তোমরা হাজারিবাগে গিয়ে ক্যানারি হিলের আশপাশের জঙ্গলে বরং খুঁজে দেখতে পারো। কিন্তু সেখানেও প্রিন্সের অ্যালসেশিয়ান জিমি আর ডালকুত্তাগুলো আছে।"

বিলু বলল, "সে যা হয় হবে। তবে আমরা সতর্ক রইলাম।"

প্রাণকিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা সবাই স্টেশনে এসে হাজির হল। স্টেশন ওখান থেকে দু'-চার পায়ের রাস্তা মাত্র। ওরা এখন এমনই মরিয়া যে, ভয়ডর বলে কিছুই আর নেই ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ১১ ॥

রাত এখন একটা। ডুন এক্সপ্রেস বারোটা পঞ্চান্নয় আসবার কথা, আসবে দু'টোয়। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট লেট। এই সময়টুকু ওরা শুনশান প্ল্যাটফর্মে বসে পরিকল্পনা করতে লাগল কীভাবে কী করা যায় তাই নিয়ে।

বিচ্ছু বলল, "এখন আমরা কী করব? কোডারমায় যাব, না হাজারিবাগ?"

বাচ্চু বলল, "হাজারিবাগে কেন যাব?"

"প্রাণকিশোরবাবু তো জোরের সঙ্গেই বললেন বাবলুদা কোডারমায় নেই। সে এখন--।"

"তবু একবার যাওয়া উচিত। কেন না এই অচেনা জায়গায় মঙ্গেশের পরিবারের লোকদের সাহায্য আমাদের একান্তই নেওয়া দরকার।"

বিলু বলল, 'আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছি। আমরা আমাদের পরিকল্পনা মতোই এগোব। তাতে যা হয় হবে। তবে এও ঠিক, বাবলুর ওইরকম পরিণতি যে সত্যি সত্যিই হবে এ আমি বিশ্বাস করি না।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওই কুকুরের মোকাবিলা! ডালকুত্তার? আমরা তো ট্রেন থেকে নামলেই ওরা লেলিয়ে দেবে।"

"অত শস্তা নয়। স্টেশনে কী আমরাই যাত্রী? আর কেউ নেই? তবে লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরলে বিপদ একটা ঘটতে পারে।"

ল্যাংচা বলল, "খুব ভুল হল রে! প্রাণকিশোরবাবুকে ওই রিভলভারটা ফিরিয়ে না দিলেই হত। ওটা নিয়ে আমি একাই ওই ডালকুত্তাদের ডালকুটি খাইয়ে দিতাম।"

বিলু বলল, "ও জিনিস তো আমাদের কাছেও আছে। বাবলুর ওটা সঙ্গে নিয়েই এসেছি আমরা। প্রয়োজন হলে নিতে পারিস।"

"প্রয়োজন হলে মানে? প্রয়োজন তো হবেই। বের কর দেখি? আগে বের কর।"

বিলু, বাবলুর পিস্তলটা ল্যাংচাকে দিতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল ল্যাংচা। তারপর বলল, "যা, আগে গিয়ে কোডারমার টিকিট কেটে আন। তারপর ওইখানে গিয়ে আমার খেল আমি দেখাচ্ছি।"

বিলু গিয়ে প্রত্যেকের জন্য একটা করে টিকিট কেটে আনল। তারপর সকলে মিলে পায়চারি করতে লাগল প্ল্যাটফর্মের এদিকসেদিকে। সময় আর কাটে না। এত রাতে স্টেশনে কোনও যাত্রী নেই।

এমন সময় অনেক বগি নিয়ে একটা মালগাড়ি এসে থামল সেখানে।

ডুন আরও লেট করছে।

রেলের একজন খালাসি বলল, "তোমরা কোডারমায় গেলে এই মালগাড়িতেই চলে যেতে পারো। টিকিট যখন আছে তখন কোনও চিন্তা নেই। এই মালগাড়ির যিনি গার্ড সেই সাহাবাবু খুব ভালমানুষ। তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসেন উনি। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাও।'

ল্যাংচা বলল, 'ধুস। গার্ড কামরায় চেপে যাব? যাত্রী কামরায় যাওয়ার মজাই আলাদা।"

"কিন্তু তোমাদের কোনও রিজার্ভেশন নেই। ডুনের ভিড় কীরকম তা তো জানো। তার ওপর গেটগুলো যদি ভেতর থেকে লক করা থাকে তা হলে হাজার চেষ্টা করলেও উঠতে পারবে না গাড়িতে। সঙ্গে আবার কুকুর রয়েছে একটা।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, ওই ভিড়ের গাড়িতে না উঠতে পারার সম্ভাবনাটা অবশ্যই আছে। ওইদিকটা আমরা কেউ ভেবে দেখিনি।"

ভোম্বল বলল, "আপনি দাদা তা হলে ওই সাহাবাবুর সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিন।"

খালাসি বলল, "এসো তা হলে।"

সবাই তখন উৎসাহ নিয়ে গার্ডসাহেবের কাছে গেল।

গার্ডসাহেব অল্পবয়সি যুবক। সব শুনে বললেন, "যাত্রী টিকিটে তো এইভাবে মালগাড়িতে যাওয়া যায় না। তা টিকিট যখন আছে সকলের তখন নিতে আপত্তি কী? তবে ধানবাদে কিন্তু আরও দু'-একটা ওয়াগন জুড়বে। দেরি হবে খুব। এর আগেই হয়তো ডুন পৌঁছে যাবে।"

খালাসি বলল, "কিন্তু স্যার, ওরা তো ডুনে উঠতে পারবে না। এতে গেলে দেরি হলেও অন্তত আরামে যেতে পারবে।"

"উঠুক তা হলে।"

ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে পড়ল গার্ডের কামরায়। অনেক পরে ট্রেন ছাড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে চলল ওরা।

গার্ড সাহাবাবু দারুণ আমুদে লোক। সকলের সঙ্গে বেশ জাঁকিয়ে গল্প শুরু করে দিলেন। বললেন, "তোমরা এই রাতদুপুরে বেশি ভাড়া দিয়ে এক্সপ্রেসের টিকিট না কেটে সকালের প্যাসেঞ্জার গাড়িতে যেতে পারতে।"

বিলু বলল, "তা পারতাম। তবে কিনা বুঝছেন তো আমাদের ব্যাপারস্যাপার। খেয়াল হল, উঠে পড়লাম। কাল সারাদিন ধরে তিলাইয়া ড্যাম দেখে রাত্রিবেলা আবার ফিরব।"

"খুব ভাল। তোমাদের যাত্রা সফল হোক।"

দেখতে দেখতে ধানবাদ পার হয়ে গেল। ট্রেন থামল না। লাইন ক্লিয়ার পেয়ে ছুটে চলল ট্রেন। এ এক দারুণ অভিযান। ট্রেন থামল একেবারে গোমোয়। সেই যে থামল আর নড়বার নাম নেই।

বসে থেকে থেকে বিরক্তি ধরে গেল সকলের।

ইতিমধ্যে ডুনও এসে থামল গোমোতে।

গার্ড সাহাবাবু নিজে গিয়ে ওদের ডুন এক্সপ্রেসের একটা বগিতে উঠিয়ে দিলে এলেন। সত্যিই ভিড়ের গাড়ি। ওই মালগাড়ি যে কখন যাবে তার কোনও ঠিক নেই। তাই বাধ্য হয়েই উঠতে হল এই গাড়িতে। এরপর পরেশনাথ, হাজারিবাগ হয়ে ট্রেন যখন কোডারমায় পৌঁছল তখন শেষ রাত।

রাকার আক্রমণের আশঙ্কা ওদের ছিল বলেই ওরা করল কী, প্ল্যাটফর্মের উলটোদিকে নেমে দু'-একটা লাইন ক্রশ করে ওভারব্রিজের ওপরে উঠল। কী দারুণ সন্তর্পণে এই কাজটুকু যে করল ওরা তো ওরাই জানে।

ল্যাংচা বলল, "কোথায় কে? প্রাণকিশোরবাবু আমাদের মিথ্যে কথা বলল? না এখানে কোনও ডালকুত্তা, না কোনও আততায়ী। যে ক'জন লোক নেমেছিল সবাই তো চলে গেল দেখছি।"

বিচ্ছু হঠাৎই বলল, "ভাল করে লক্ষ করো, সবাই যায়নি। ওই, ওই দ্যাখো।"

বিলু, ভোম্বল সবিস্ময়ে বলল, "ব্যাপার কী বল তো? রাজকুমারী আর সুদেষ্ণা এখানে কী করে এল?"

বাচ্চু বলল, "ওদের তো আসবার কথা ছিল না। পরে হয়তো ওরা যুক্তি করে হাওড়া স্টেশনে এসেছে। ওরা ধরেই নিয়েছে আমরা ডুনেই আসব। তা যাক। কেউ গিয়ে ওদের ডেকে আনো।"

বিলু বলল, "না, থাক। আমরা বরং দূর থেকেই লক্ষ রাখি ওদের। দেখিই না কী করে, কোথায় যায় ওরা।"

ল্যাংচা বলল, "হঠাৎ করে কোনও বিপদে পড়ে যদি?"

ভোম্বল বলল, "পড়বে। আসে কেন বোকার মতো?"

বিচ্ছু বলল, "ওরা বোধ হয় আমাদেরই খুঁজছে। চারদিকে কীভাবে তাকাচ্ছে দেখছ? মনে হয় আমাদের না দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেছে খুব।"

ল্যাংচা হঠাৎ ভয়ার্তস্বরে বলল, "রাকা। রাকেশ ভাটিয়া।"

বিলু বলল, "কই, কোথায়?"

"ওই তো। ওই তো সেই কালো শয়তান। ওর দু' হাতে চেনে বাঁধা দু'-দুটো ডালকুত্তা।"

ভয়ে পঞ্চুর বুকও শুকিয়ে গেছে তখন। তবু ক্রুদ্ধ পঞ্চু উত্তেজনায় ঘনঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর ল্যাংচা ঘন অন্ধকারে ঢাকা ওভারব্রিজের ওপর থেকে একভাবে চেয়ে রইল রাকার দিকে। ওর গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। রাকাকে কেমন যেন হতাশ বলে মনে হল ওদের। সে চেনে-বাঁধা ডালকুত্তা দুটোকে ধরে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

একসময় ওর পাশে আরও দু'জন এসে দাঁড়াল। ওরা নিশ্চয়ই ওরই দলের লোক। তারা চাপা গলায় এদিক-সেদিক তাকিয়ে কীসব যেন আলোচনা করতে লাগল রাকার সঙ্গে।

এদিকে রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাও তখন দেখতে পেয়েছে রাকাকে। ওকে দেখেই শিউরে উঠল ওরা। ওঠবারই কথা। একেই তো রাকা হিংস্র প্রকৃতির অমানুষ। তার ওপরে ওর সঙ্গে দু'-দুটো ডালকুত্তা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে আরও দু'জন দুষ্কৃতী।

রাজকুমারী তাই ফিসফিস করে সুদেষ্ণাকে কিছু একটা বলে ওর হাতে মৃদু একটু টান দিয়ে ওকে নিয়ে এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগল।

কিন্তু শয়তানের চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়? রাকা ও তার দুই সঙ্গীর নজরে পড়ে গেল ওরা।

রাকার নির্দেশে ওরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল ওদের দু'জনকে।

রাজকুমারী ও সুদেষ্ণা চিৎকার করে উঠল।

ল্যাংচা বলল, "আর নয়, এইবারে আক্রমণ করা যাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "হ্যাঁ, খুব কঠিন হাতেই মোকাবিলা করতে হবে ওদের।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু কীভাবে? আমরা প্ল্যাটফর্মে নামলেই তো ডালকুত্তাগুলো ছিঁড়ে ফেলবে আমাদের।"

বাচ্চু বলল, "এত সস্তা নাকি? এটা রেলওয়ের স্টেশন। রীতিমতো সরকারি প্রশাসনের মধ্যে। ওদের সাধ্য কী আমাদের কিছু করে?"

বিচ্ছু বলল, "এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। ওরা দু'জনে ওইভাবে চিৎকার করে ওঠার পরেও তো ওদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল না কেউ। তা হলে? আসলে এইসব স্টেশনের অবস্থানটা এমনই যে, এখানে সাহায্যকারী লোকের সংখ্যাও খুব কম।"

রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে যারা ধরেছিল ওরা দু'জনেই তাদের প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে।

রাকা রক্তচক্ষুতে শাসাচ্ছে ওদের।

ল্যাংচা বলল, "শোন, ওদের মোকাবিলা করবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আমি তোদেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। তোরা সাবধানে এগোতে থাক। ওই ডালকুত্তাগুলো তোদের দিকে ধেয়ে এলেই আমি আড়াল থেকে গুলি করব। করেই কেটে পড়ব। তা হলে হবে কী, তোদের কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না।"

অতি উত্তম প্রস্তাব।

বিলু বলল, "তা হলে এই মুহূর্তে একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া যাক। এখন ওদের খপ্পর থেকে রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে উদ্ধার করতে হবে অত্যন্ত কৌশলে। তার কারণ ওই ডালকুত্তাগুলো অতি মারাত্মক। তুই ওভারব্রিজ থেকে নেমেই প্ল্যাটফর্মের লাগোয়া রেললাইনের ওপর ঘাপটি মেরে বসে থাক। আমরা উলটো দিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে চেঁচিয়ে আমাদের উপস্থিতি ওদের জানালেই ওরা করবে কী, আমাদেব মারবার জন্য ওই ডালকুত্তাদুটোকে আমাদের দিকে লেলিয়ে দেবে। আড়ালে থেকে সেই সুযোগটা তুই তখন তোর কাজে লাগাবি। তারপরের ব্যাপারটা পঞ্চুর এক্তিয়ারে। তারও পরে আমরা তো আছিই। তুই গুলি চালিয়ে ও দুটোকে মেরেই গা-ঢাকা দিবি। না হলে আর পি এফ-এর খপ্পরে একবার পড়ে গেলে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "তবে কি না একেবারেই উধাও হয়ে যেয়ো না। দূরে থেকে নজরে রেখো আমাদের।"

দুষ্কৃতীরা তখন রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

বিলুরাও আর একমুহূর্ত দেরি না করে ওভারব্রিজ থেকে নেমে এল।

বিলুর পরিকল্পনামতো ল্যাংচা সকলের অলক্ষ্যে লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপ-ডাউনের সিগন্যালের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর পিস্তল উদ্যত করে প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেডি হয়ে রইল।

পঞ্চুও ব্যাপারটা কী হতে চলেছে তা টের পেয়ে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু করল কী, অন্ধকারের ভেতর থেকে অপরদিকের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে চেঁচাতে লাগল, "রাজকুমারী! সুদেষ্ণা! আমরা এসে গেছি। কোনও ভয় নেই তোমাদের।"

এদের কণ্ঠস্বর শুনেই থমকে দাঁড়াল ওরা।

রাজকুমারী চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা শিগগির এসো। এই সেই কালো শয়তান। রাকেশ ভাটিয়া। এই সেই লোক যে আমাকে মোটরবাইকে ধাক্কা দিয়েছিল।"

পঞ্চু তখন ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেছে।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাপার। রাকার নির্দেশে সেই ডালকুত্তাদুটো ছাড়া পেয়েই ভয়ংকর ডাক ছেড়ে ওদের আক্রমণ করবার জন্য ছুটে এল।

ল্যাংচার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে একটা তো গুলি খেয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরেই ছটফট করতে লাগল। বারেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই অন্যটারও ওই অবস্থা হল।

রাকা তখন হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে লাইনধারে। কে যে কীভাবে কী করল তা বুঝে ওঠাব আগেই পেছন থেকে লাথি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লাইনের ওপর।

সেই যে পড়ল, আর উঠল না। অর্থাৎ কিনা উঠে দাঁড়াবার শক্তিও রইল না আর।

রাজকুমারী আর সুদেষ্ণা মুহূর্তটিতেই দু'জনে দু'দিক থেকে এসে ওর দু'পায়ের খাঁজে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে ওকে।

এদিকে পঞ্চু তখন ভীষণ বেগে তাড়া করছে অন্য দু'জনকে। তারা যে কীভাবে পালাবে, কোথায় লুকোবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিছুই ঠিক করতে না পেরে দিশাহারার মতো এদিক সেদিকে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। আর পঞ্চুও তখন রাগে গরগর করতে করতে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলল ওদের।

ল্যাংচা তখন বিলুর নির্দেশে সেখান থেকে কেটে পড়েই একেবারে প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তখন ছুটে এসেছে রাজকুমারী ও সুদেষ্ণার কাছে। বাচ্চু-বিচ্ছু তো এসেই জড়িয়ে ধরল ওদের।

রাজকুমারী বলল, "তোমরা আমাদের দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?"

বাচ্চু বলল, "হবই তো। এখনও বেশ জানি, তোমার গা-হাত-পায়ের ব্যথা মরেনি। এই অবস্থায় তুমি কী করে এলে?"

"মনের জোরে। তার চেয়েও বড় কথা, সুদেষ্ণাকে নিয়ে আসা।"

বিচ্ছু বলল, "ওর বাবা-মা ছাড়ল ওকে?"

"ওর, আমার, কারও বাড়িব লোকই জানে না। আমবা একটা করে চিঠি লিখে চলে এসেছি।"

বিলু বলল, "হঠাৎ তোমাদের এইভাবে চলে আসার কারণ?"

রাজকুমারী বলল, "মনটা যে চাইল।"

"তোমাদের ভাগ্য ভাল যে, আমরা এখানে এসে পড়েছিলাম। হাওড়া থেকে একটা মারুতি ভ্যানে এসেছি আমরা। পরে অবশ্য ট্রেনেই এসেছি। আমাদের প্রত্যেকের জীবন দারুণভাবে বিপন্ন এ-কথা আগে জেনেই সতর্ক হয়ে শত্রুর মোকাবিলায় তৈরি ছিলাম। না হলে খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে যেতে আমাদের। ভাগ্যে এসে পড়েছিলাম, না হলে ওদের খপ্পর থেকে তোমাদের উদ্ধার কবা কোনওমতেই সম্ভব হত না।"

বিচ্ছু বলল, "সে-কথা ঠিক। তবে এও ঠিক, ওরা এল বলেই ওই কুখ্যাত কালো শয়তানটা ফাঁদে পড়ল। ভাগ্যে দু'জনে চরম মুহূর্তে দু'দিক থেকে লাথিটা মারল ওকে, তাই তো শয়তানটা কাত হল।"

বাচ্চু বলল, "খুব জোর লেগেছে বলেই মনে হচ্ছে।"

হ্যাঁ, সত্যিই লেগেছে। বেশি লেগেছে মাথায়। সামনের দিক থেকে। তাই মাথা একদম তুলতে পারছে না। একবার করে উঠে বসতে যাচ্ছে, আবার তখনই মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে।

এমন সময় লাইনের ওপব জোরালো একটা আলো এসে পড়ল। অর্থাৎ ট্রেন আসছে।

বিচ্ছু বলল, "শয়তানটা এবার কাটা পড়ে মরবে নাকি?"

বাচ্চু বলল, "এই যদি ওর নিয়তি হয়, তো ওর বিধিলিপি খণ্ডাবে কে?"

বলতে বলতেই ট্রেন এসে গেল। হাওড়গামী একটা মালগাড়ি।

রাকা কোনওরকমে মাথাটাকে বাঁচাতে পারলেও হাতদুটোকে রক্ষা করতে পারল না। যন্ত্রণার চোটে প্রাণান্তকর একটা চিৎকার করে সাময়িকভাবে জ্ঞান হারাল সে। ভগবান শয়তানকে এইভাবেই বোধ হয় তার প্রাপ্য পারিশ্রমিকটুকু দিয়ে দেন।

যাই হোক, ওরা তখন প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে লাইনধারে সেইখানে নেমে এল, যেখানে সেই দু'জনকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল পঞ্চু।

ওরা গিয়ে পঞ্চুকে থামাল।

দু'জনের অবস্থাই তখন আশঙ্কাজনক।

বিলু বলল, "আহা রে, আমাদের কুকুরটা এমন হাল করে দিল তোমাদেব?"

ওরা কিছুই না বলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সকলের মুখের দিকে। আসলে এই অপ্রত্যাশিত বিপদের ঘোরটাই কাটিয়ে উঠতে পারেনি ওরা।

ভোম্বল বলল, "তোমাদের রাকা তো ট্রেনে কাটা পড়েছে।"

ওরা নিরুত্তর। একবার শুধু তাকিয়ে দেখল।

"প্রাণে মরেনি অবশ্য, তবে কিনা দুটো হাতই কাটা গেছে ওর। প্রিন্সের ডালকুত্তাদুটোবও ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। খারাপ কাজ করলে একদিন না-একদিন তার ফল কীভাবে পাওয়া যায় দেখলে তো? এখন তোমাদের প্রাপ্য আরও যা কিছু প্রিন্স নিশ্চয়ই তা কড়ায়-গণ্ডায় পাইয়ে দেবেন।"

ওরা কোনও কথা না বলে মাথাটাকে নত করে দিল।

বিলু বলল, "আমাদের যে ছেলেটিকে রাকা কিডন্যাপ করেছিল সে কোথায়?"

"জানি না।"

বিলু বলল, "তোমরা সব জানো। আমরা ওর ব্যাপারে একটা খাবাপ খবর পেয়েছি। শুনেছি ওকে মেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফেলবার জন্য প্রিন্সের ডালকুত্তাদের মুখে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে কাজটা কি হয়েছে, না বাকি আছে?"

ওইরকম একটা পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা যে কী করে এবং কীভাবে জিব্রাল্টার থেকে পালাল তা আমরা এখনও ভেবে পাচ্ছি না।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী ও সুদেষ্ণা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

ভোম্বল বলল, "জিব্রাল্টার! সেটা আবার কোনখানে?"

"হাজারিবাগের মধ্যে ক্যানারি হিলের জঙ্গলে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। শিবকুমার শর্মার সেই বন্ধু প্রাণকিশোরের কথার সঙ্গে এদের কথা হুবহু মিলে যাচ্ছে। প্রাণকিশোর হিলের কথা বলেছিল কিন্তু জিব্রাল্টারের নাম করেনি।

জিব্রাল্টার কোথায়? সেটা কী? প্রিন্সের কোনও শক্ত ঘাঁটি, না অন্য কিছু? কার্ভালোর লোকেরা মিস মানেকাকেও তো এই জিব্রাল্টারে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে। অতএব বাবলুর জন্য আর দুশ্চিন্তা নেই। জিব্রাল্টারে ওরা যাবেই। যেতেই হবে। মানেকাকে উদ্ধার করবার জন্য।

বাচ্চু বলল, "আর দেরি নয়, সর্বাগ্রে আমরা হাজারিবাগে যাই চলো।"

বিচ্ছু বলল, "হাজারিবাগ তো বেশ বড়সড় জায়গা। সেখানে গেলে নিশ্চয়ই কোনও এস টি ডি করার সুযোগ পাব। বাবলুদা মুক্তি পেলে সর্বাগ্রে বাড়িতে ফোন করবে। কাজেই আমরা জানতে পারব সে কোথায়।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক বলেছিস। এখন আমরা হাজারিবাগেই যাই চল।"

বিলু বলল, "অবশ্যই মঙ্গেশের বাড়িতে একটা খবর দিয়ে। ওখানে গেলে এই দলের গোপন ঘাঁটির ব্যাপারেও হয়তো কিছু জানতে পারব।"

রাজকুমারী ও সুদেষ্ণা বলল, "কিন্তু এই শয়তানদুটোর কী হবে?"

এমন সময় রেলের কয়েকজন কর্মচারী ও দু'জন রেলপুলিশকে অর্ধমৃত রাকার দিকে আসতে দেখল ওরা। এই সুযোগ। বিলু আর ভোম্বল সেই দুষ্কৃতী দু'জনকে কলার ধরে টানতে টানতে ওদের কাছে নিয়ে এল। নিয়ে এসে বলল, "এই দু'জন ভারী খতরনাক আদমি। আমাদের পিকনিক পার্টির দুটো মেয়েকে এরা কিডন্যাপ করবার চেষ্টা করছিল।" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "শুধু ওই সুকুমারমতি কুকুরটার জন্য পারেনি।"

আর পি এফ রা ওই অবস্থাতেই দু'জনকে ধরে মারতে মারতে কোমরে দড়ি পরাল।

ওদের দায়িত্ব শেষ। ওরা তখন ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের বাইরে এল। কী সুন্দর জায়গাটা। ঝুমরি তিলাইয়া। কাছেদূরে কত পাহাড়। শেষ রাতের অন্ধকার মুছে ভোর হচ্ছে একটু একটু করে। ভোরের আবছায়ায় সেই পাহাড়গুলোকে দেখে প্রেতপাহাড় বলে মনে হচ্ছে।

স্টেশন সংলগ্ন চায়ের দোকানগুলো সবক'টাই খুলে গেছে তখন। বিহার প্রদেশের এই ছোট্ট গাঁও দেহাতে এমন সুন্দর পরিবেশে গরম চা এক কাপ করে খাওয়ার লোভ ওরা সামলাতে পারল না। কিন্তু ল্যাংচা! ল্যাংচাটা গেল কোথায়? ওর তো কাছেপিঠেই থাকবার কথা ছিল। কোথায় সে?

বিলু বলল, "ও বেচারি হঠাৎ কোনও বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ল না তো?"

ভোম্বল বলল, "না। শত্রু তো আমাদের নিপাত হয়েছে। তা হলে?"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আর কী? দুশ্চিন্তার পরে দুশ্চিন্তা।"

এমন সময় রাজকুমারী হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই— ওই তো আসছে।"

সুদেষ্ণা বলল, "আরে তাই তো!"

পঞ্চু ভৌ ভৌ করে ছুটল ল্যাংচার দিকে।

ল্যাংচা পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "আমি কেটে পড়ায় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলি না রে? তবে যা খেল দেখালি তুই, সব আমি দেখেছি।"

বিলু বলল, "কিন্তু এদিকে কোথায় গিয়েছিল তুই?"

"চাচনদার ওখানে।"

"চাচনদাটা আবার কে?"

"সে এক শ্যাওড়াগাছের কেলেমানিক। অন্ধকারে লুকিয়ে ছিলুম, হঠাৎ পিঠে একটা ঘুষি। 'বাপ রে' বলে চমকে উঠেই দেখি চাচনদা। যাক, ও কথা। আগে একটু চা খাওয়া দিকিনি। ভীষণ চা তেষ্টা পেয়েছে।"

কে চাচনদা, কে কী, কিছুই বুঝল না ওরা। বিলু সকলের জন্য চা-বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে দুটো বিস্কুট পঞ্চুর দিকে এগিয়ে দিল। কোডারমা স্টেশনের ধারে ঝুমরি তিলাইয়ার ভোর ওদের কাছে দারুণ রহস্যময় হয়ে উঠল তখন।

কত— কত পাখি এখানে। চারদিকে বড় বড় গাছ। কাছে দূরে ছোট বড় পাহাড়ে সবুজের শোভা। বিহার প্রদেশের মধ্যে এই অঞ্চলের শ্যামলিমার একটা মধুর আকর্ষণ আছে। কালের প্রভাবে প্রকৃতির বনসম্পদ লুপ্ত হলেও এখনও অবেশেষে যা আছে তাই-বা কম কী? গাঁও দেহাতের সহজ সরল দরিদ্র মানুষগুলি যেমন আছে তেমনই তাদের মাঝে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো বাসা বেঁধে আছে দুষ্ট-দুর্জন কিছু লোক।

তা থাকুক। তবুও ঝুমরি তিলাইয়া কবির কাব্যের মতো ছন্দোময়। ঘন সবুজের বুকে রাঙামাটির ওপর পিচে মোড়া ঢেউ-খেলানো সর্পিল পথ সত্যই অনবদ্য।

চা খেতে খেতে বিলু বলল, "এবার বল তোর চাচনদার কথা। কে সে?"

ল্যাংচা বলল, "চাচনদা আগে আমাদের পাড়ায় থাকত। লেলুযা ওয়ার্কশপে কাজ করত চৌকিদারের।"

বিচ্ছু বলল, "ল্যাংচাদা, এই তোমার এক রোগ। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলো তুমি। ইংরেজি, হিন্দি বলো। অথচ লিলুয়াকে লেলুয়া বলছ, শুনতে এত বাজে লাগে।"

ল্যাংচা খি খি করে হাসতে লাগল। বলল, "আরে এ কী আমার কথা, চাচনদার ভাষাতেই বলছি। তা এই ক'বছর হল চাচনদা কোডাবমায় বদলি হয়ে এসেছে।"

বিলু বলল, "এ কথা আগে বলিসনি তো?"

"আগে জানতাম নাকি? তা ছাড়া চাচনদা তো আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নয় রে ভাই। চিনতাম, জানতাম, এই পর্যন্ত। চাচনদা ডিউটির মধ্যে ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই পিঠে একটা ঘুষি। চাচনদার স্বভাবই এই, চাঁটি আর ঘুষি না মেরে পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে না। ওর সঙ্গে দেখা হতেই আমি সব কথা বললাম ওকে। চাচনদা আমাদের দু'-একটা দিন এখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে। আর সবচেয়ে বড কথা, মঙ্গেশকে ও চেনে। আমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম ওব ঘর দেখতে।"

দারুণ উৎসাহে সকলেই প্রায় আশার আলো দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকাল ল্যাংচার দিকে।

ভোম্বল বলল, "সত্যি, তোর জবাব নেই। আমাদের এই অভিযানে আগাগোড়া তোর একটা অবদান রযেই গেছে। যা কিন্তু এর আগের কোনও অভিযানে আর কারও ছিল না।"

বিলু বলল, "তোর ওই চাচনদার ঘর কতদূরে?"

"কাছেই। আগে রেলের কোয়ার্টারে ছিল। সেটা ছেড়ে ও আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে এখানে এসেছে। আসলে সম্প্রতি এক আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করেছে তো।"

রাজকুমারী চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "বাঃ। বেশ ভালমানুষ তো। আদিবাসীকেই বিয়ে করল?"

"হ্যাঁ। আমাদের বউদিটিকেও দেখে এলাম। চা করে খাওয়াতে যাচ্ছিল, আমি খেলাম না, দেরি হযে যাওয়ার ভয়ে। এখন চল, ওখানে গিয়ে চাচনদার সঙ্গে আমাদের শলাপরামর্শ করে যা হোক কিছু একটা করি।"

বাচ্চু বলল, "বাবলুদার ব্যাপারে একটা খবর পাওয়া গেছে। সে যে ভাবেই হোক নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে পেরেছে ওদের খপ্পর থেকে।"

"বলিস কী রে! কে বলল এই কথা?"

"রাকার দুই সঙ্গীর মুখ থেকেই শুনলাম।"

"মানেকার ব্যাপারে জানতে পারলি কিছু?"

"না। ওর ব্যাপারটা ওরা বোধ হয় জানেও না এখনও। সে যাকগে, এখন চল তোর চাচনদার ওখানে গিয়ে মঙ্গেশের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওরা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বলতে পারবে। শিবকুমার শর্মার ঠেক বা গোল্ডেন প্রিন্সের সোনালি আস্তানা যে কোথায়, তাও নিশ্চয়ই জানতে পারব ওখানে গেলে। অতএব আর দেরি নয়।"

ওরা সকলে চায়ের দাম মিটিয়ে ল্যাংচার সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ঝুমরি তিলাইয়ার পাহাড়ি পথ ধরে। এত সকালে পথ এখন খুবই নির্জন। হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। না দাঁড়ানো ছাড়া উপায়ই ছিল না। ওরা দেখল মুখে কালো কাপড় বাঁধা দশ-বারোজন লোক বন্দুক উঁচিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওদের।

সেই শত্রুব্যূহের মাঝে শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়, পঞ্চুও অসহায় মনে করল নিজেকে। কী দুর্ধর্ষ লোক ওরা! এবং সকলেই সশস্ত্র।

ওদেরই একজন বীরবিক্রমে এগিয়ে এসে বিলুর জামার কলার ধরে একবার টানল। তারপরই সজোরে গালে একটা চড় মেরে অপেক্ষমাণ একটি গাড়িতে উঠতে বলল ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেই ভয়ংকর নির্দেশ অমান্য করবার নয়। বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ না থাকায় সবাই উঠে পড়ল এক এক করে। উঠল না শুধু পঞ্চু। আসলে বিলুই ইশারায় ওকে কেটে পড়তে বলল। বিলুর চোখের দৃষ্টি ল্যাংচার নজর এড়ায়নি। তাই বাবলুর পিস্তলটা পঞ্চুর দিকে ছুড়ে দিতে পঞ্চু সেটা মুখে নিয়ে আত্মগোপন করল একটা ঝোপের ভেতর।

যাওয়ার আগে ওদেরই একজন পঞ্চুকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল, "ডিসুম।"

গুলি করল বটে, তবে সে গুলি পঞ্চুর গায়ে লাগল না। পঞ্চু এমনভাবে আড়ালে রাখল নিজেকে যে, গুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল। অতএব প্রাণে বাঁচল পঞ্চু। তবুও সেই মুহূর্তে বড় অসহায় বোধ করতে লাগল নিজেকে। কেন না এইরকম বেকায়দায় সে খুব একটা পড়েনি। তাই চোখে জল এসে গেল ওর।

যাই হোক, বাবলুর পিস্তলটা সে ঝোপের মধ্যেই একটু নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে বাইরে এসে চেঁচিয়ে মাত করল চারদিক। কিন্তু করলে কী হবে? ওর ভাষা যারা বুঝবে তারা তো কেউই নেই। তারা সবাই যে ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

পঞ্চু তবুও হাল ছাড়ে না। পথচারী কাউকে দেখলেই তার দিকে এগিয়ে যায়, তারপর দুষ্কৃতীরা যেদিকে ওদের সবাইকে নিয়ে গেছে সেইদিকে ছুটে যায় ভৌ ভৌ করে।

রাস্তার কয়েকটা কুকুরও ছুটে এল পঞ্চুর চিৎকারে। তাদের কেউ কেউ ওকে দেখে রাগে গরগর করতে লাগল। কেউ-বা ওর দুঃখে কাতর হয়ে কাঁদতে বসল ভেউ ভেউ সুরে।

ইতিমধ্যে গুলির শব্দ শুনে অনেক লোকই জড়ো হয়েছে সেখানে। হবে নাই-বা কেন? এই সাতসকালে এমন নিঝুম প্রকৃতির বুকে শান্তির পরিবেশে যদি বন্দুক গর্জায়, তা হলে সাধারণ মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে বইকী। তার ওপরে পঞ্চুর ওই ছুটোছুটি দেখে সবাই বুঝে নিল যাচ্ছেতাই একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু ঘটে গেছে এখানে।

যে দোকানে বসে ওরা চা খেয়েছিল সেই দোকানদারও ছুটে এসেছিল। পঞ্চুকে ওইরকম হাঁকডাক করতে দেখে দোকানদার বলল, "আরে, ইয়ে কুত্তা তো কিতনে লেড়কা-লেড়কিয়োঁকে সাথ মে থে। মালুম হোতা হ্যায় কি উয়ো সব কুছ খতরেমে পড গয়ে হোগা।" বলে সে সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

পঞ্চুও আদর পেয়ে ঘন ঘন ল্যাজ নেড়ে তার আনুগত্য প্রকাশ করল দু'চোখ বুজে।

ল্যাংচার সেই চাচনদাও গুলির শব্দ শুনে এসে হাজির হয়েছে তখন।

চাচনদা তো ল্যাংচার মুখে আগেই শুনেছে ওদের বিপদের কথা। তাই দারুণ উত্তেজিত হয়ে সংক্ষেপে ওদের বিপদের সম্ভাবনাটা যে কোনদিক থেকে এবং কীভাবে এসেছে তা বুঝিয়ে বলল সকলকে।

চাচনদা এমনই এক রেলকর্মী যে কিনা এই অঞ্চলের মানুষজনদের অত্যন্ত প্রিয়। কাজেই ওদের সেই প্রিয়জনের পরিচিত কেউ এই দূরদেশে এসে বিপদে পড়েছে শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সকলে। ইতিমধ্যে স্টেশনে ধৃত সেই দু'জনের কথা ও রাকার পরিণতিও লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে সবাই দল বেঁধে ছুটল ওদের উদ্ধার করতে।

এমন শান্ত সুন্দর পরিবেশ, তবুও অশান্ত হয়ে উঠল এখানকার মানুষজন। কিছু বেআইনি অস্ত্রশস্ত্রও সঙ্গে সঙ্গে হাতে এসে গেল অনেকের। দু'-একটা মোটরবাইকও জোগাড় হল। তা ছাড়া হাজারিবাগগামী একটি ট্রেকার থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে সেটি নিয়েই চলল সকলে ওই দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করতে।

এইখান থেকে দুটি পথ দু'দিকে বেঁকে গেছে। একটি বাঁদিকে বেঁকে তিলাইয়া ড্যামের গা ঘেঁষে চলে গেছে হাজারিবাগ হয়ে রাঁচির দিকে। অপর পথটি গেছে কোডারমা শহর বাজার ছুঁয়ে নওয়াদা হয়ে পটনার দিকে।

পথচারী দু'-একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হাজারিবাগের দিকেই চলল ওরা।

অসহায় পঞ্চুর চোখে জল। কারও জন্য কিছুই করতে পারল না সে। সে শুধু করুণ নয়নে সকলের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তবুও ওর মধ্যে একটাই আশা, ও তো ওর সাধ্যমতো হাঁকডাক করে সবাইকে জানিয়ে দিতে পেরেছে ব্যাপারটা। যদি ওরা গিয়ে উদ্ধার করে আনতে পারে ওদের।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় কাকে দেখে যেন চিৎকার করে উঠল পঞ্চু। তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল সেদিকে।

আশপাশে লোকজন যারা ছিল তারাও ছুটল। চাচনদাও গেল সঙ্গে।

সবাই দেখল ক্ষতবিক্ষত ল্যাংচা একটা বন্দুক ঘাড়ে করে কোনওরকমে টলতে টলতে আসছে।

লোকজন দেখে ল্যাংচা বন্দুকটা ফেলে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল রাস্তার ওপর। অনেকেই তখন ওর মুখে

চোখে জল দিতে লেগে গেল। খানিক বাদে একটু ধাতস্থ হয়ে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে ল্যাংচা বলল, "ওদের গুলি তোর গায়ে লাগেনি তো পঞ্চু?"

পঞ্চু ভৌ ভৌ করে জানাল কিছুই হয়নি ওর।

চাচনদা বলল, "কিন্তু ওরা কোথায়? তুই একা কেন?"

ল্যাংচা বলল, "জানি না। খানিক যাওয়াব পবই ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই গাড়ি থেকে। দিয়ে আমিও একটা গাছের ডাল ধরে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ি। তারপর ওই লোকটার বন্দুক কেড়ে নিযে তার বুকে বসে রাস্তার পিচে ওব মাথা ঠুকে, কিল, চড়, ঘুষি মেরেও একটি কথা বের করতে পারিনি ওর মুখ থেকে। ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে ওরা সবাই ছুটে এল আমাব দিকে। সেই সুযোগে আমার সঙ্গীরাও বাড়ি থেকে ঝুপঝাপ লাফিয়ে কে যে কোনদিকে পালাল কিছু বুঝতে পারলাম না। ওদের মধ্যে থেকে দু'-চারজন ছুটল ওদের ধরবার জন। বাকি যাবা আমাব দিকে এল, আমি চকিতে সবে এসে একটা পাথরের আড়ালে থেকে ওদের গুলি করলাম। দুর্ভাগ্য এই, আমার হাত-পা তখন এমন কাঁপছিল যে, সে-গুলি ফসকে গেল। ওরাও পালটা গুলি চালিয়ে ওদের দলের লোকটিকে নিযে পালাল।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁফাতে লাগল ল্যাংচা।

চাচনদা বলল, "যাকগে, যা হওয়ার হবে। এখন আয় তুই আমার সঙ্গে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে বা উত্তেজনায় তোব খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। আমার ঘরে এসে যা হোক দুটো কিছু মুখে দিয়ে বিশ্রাম নে তুই। তোর এখন বিশ্রাম নেওয়াব খুবই দরকার।"

ল্যাংচা বলল, "তাই চলো।" বলে পঞ্চুকে নিয়ে ধীরে ধীবে এগিয়ে চলল চাচনদার ঘবের দিকে।

যেতে যেতে এক জাযগায় এসে থমকে দাঁড়াল পঞ্চু।

ল্যাংচা বলল, "কী হল তোব?"

পঞ্চু তখন ছুটে গিয়ে সেই ঝোপের ভেতর থেকে বাবলুব পিস্তলটা মুখে কবে নিয়ে এসে ল্যাংচাব হাতে দিল।

ল্যাংচা বলল, "শাবাশ পঞ্চু। এটাব কথা মনেই ছিল না আমার।"

চাচনদা বলল, "সত্যি, কুকুর যে কত কাজের হয় তা এই প্রথম দেখলাম। এর আগে লোকের মুখে এবং গল্পকথায় শুনেছি। এখন চোখে দেখে বিশ্বাস হল।" তাবপর কী ভেবে চাচনদা বলল, "একটু আগে তোব সঙ্গীদের খোঁজে আমাদের এখান থেকে বেশ কয়েকজন গেল, তুই দেখতে পাসনি তাদের?"

"হ্যাঁ পেযেছি। তাদেবও আমি খুলে বলেছি সব।"

"তবে আর কোনও চিন্তা নেই। ওরা ওদের ঠিকই ফিরিয়ে আনবে শত্রুর কবল থেকে।"

"কিন্তু ওরা তো আর শত্রুর কবলে নেই। ওরা সবাই তো দলছুট হয়ে পালাল দেখলাম।"

"তবু যদি ওদের একজনেরও দেখা পেলে তাকে ওরা উদ্ধার করবেই।"

ল্যাংচা এবার একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ওদের জন্য আমি এখন আর খুব বেশি চিন্তা করছি না। আমি এখন অন্য দু'জনের কথা ভাবছি। বাবলু আর মানেকার কথা। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মতো বুদ্ধিব চাল তো আমি দিতে পারব না। কাজেই কী করে যে ওদের সন্ধান পাব তাই আমি ভাবছি। কেন না আমি একা। এই কুকুরটা আমাকে কতটুকু সাহায্যই বা করতে পারবে?"

কথা বলতে বলতেই চাচনদার বাড়িতে এসে হাজির হল ওরা।

চাচনদার বউ দাওয়ায় মাদুর পেতে বসতে দিল ল্যাংচাকে। কত আদর-যত্ন করল। ঠিক মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে মুড়ি তেলেভাজা খেতে দিল।

পঞ্চুও খেল কুড় কুড় করে।

এর পর এক কাপ চা খেয়ে দেহটা টান করে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ল্যাংচা। ক্লান্ত পঞ্চুও ওর মাথার কাছটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুল। এখন আব ওর মনে কোনও ভয় নেই। নিরাপদ একটা আশ্রয় পেয়ে এবং ল্যাংচা ফিরে আসায় সব ভয়ডর কেটে গেছে ওর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ১২ ॥

অনেক পরে পঞ্চুর হাঁকডাকে ঘুম ভাঙল ল্যাংচার। কী গভীর ঘুমেই না ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুম ভাঙতেই উঠে বসে যা দেখল তাতে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। দেখল, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী, সুদেষ্ণা সবাই দাঁড়িয়ে আছে ওর চোখের সামনে। ল্যাংচা বলল, "কী রে বাবা! অন্য কিছু নয় তো? মানে আমি মরেটরে যাইনি বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছি না তো?"

বিলু বলল, "না। তুই ঠিকই আছিস। আমরাও সবাই ঠিকঠাক আছি। আমরা যে ফিরে আসতে পেরেছি সে শুধু তোরই জন্য।"

ল্যাংচা বলল, "ফালতু বকিস না তো।"

বাচ্চু বলল, "বিলুদা ঠিকই বলেছে। তুমি যদিও ওই লোকটাকে গাড়ি থেকে ফেলে না দিতে বা নিজেও না লাফিয়ে পড়তে তা হলে ওরা কখনওই গাড়ি থামাত না। ওরা গাড়ি থামিয়ে যেই না তোমাদের দিকে ছুটে গেল, বিলুদা আর ভোম্বলদা অমনই গায়ের জোরে চেপে ধরল ড্রাইভারকে। সেই সুযোগে আমরাও গাড়ি থেকে লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে যে যেদিকে পারলাম পালালাম। একটু পরেই ড্রাইভারকে জখম করে বিলুদা, ভোম্বলদাও পালাল। ওরা ছুটল বিপরীত দিকে।"

ল্যাংচা বলল, "কিন্তু আমি যে দেখলাম ওদের দু'-চারজন তোদের ধরবার জন্য ছুটল।"

রাজকুমারী বলল, "হ্যাঁ। ছুটে এসেছিল বটে, তবে আমরা সবাই মিলে আশপাশ থেকে ওদের দিকে এমন পাথর ছোড়া শুরু করেছিলাম যে, বাধা পেয়ে পালাতে পথ পায়নি বাছাধনরা।"

সুদেষ্ণা বলল, "ইতিমধ্যে ডাকাতের মতো কয়েকজন লোক এসে আক্রমণ করল ওদের। বুঝলাম ওরা এদের বিপক্ষ দল।"

ল্যাংচা বলল, "ওরা আমাদের উদ্ধারকারী দল। যাক তারপর কী হল?"

"তারপর আর কী? রীতিমতো যুদ্ধ বেধে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা পুলিশের গাড়ি এসে পড়ায় রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল দু'পক্ষই। সবাই চলে গেলে আমরাও আত্মপ্রকাশ করে একজোট হয়ে ফিরে এলাম এখানে।"

ল্যাংচা বলল, "যাক, ভালই হয়েছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা একবার মঙ্গেশের বাড়ির দিকে যাই চল। চাচনদা মঙ্গেশের বাড়ি চেনে। ওর বাড়ির লোকেরাও চেনে চাচনদাকে। অতএব ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি কোনওরকমে প্রিন্সের ঘাঁটির সন্ধান পাই তা হলে বাবলু আর মানেকার খোঁজ তো পাবই, উপরন্তু প্রিন্সের মোকাবিলাটা করতে পারব।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ। সবের মূলে প্রিন্স। ওকে জ্যান্ত অথবা মৃত ধরতে পারলেই আমাদের অভিযান শেষ।"

বিচ্ছু বলল, "তাই কী? বাবলুদা ওদের জাল কেটে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মানেকা? সে তো শিবকুমার আর কার্ভালোর হেফাজতে। কার্ভালো যদি মেয়েটাকে সত্যি সত্যিই কোনও বাইরের দেশে পাচার করে দিয়ে থাকে তা হলে? তা হলে কী করে অভিযান শেষ হবে?"

বিলু বলল, "বিচ্ছুর কথাটা অবশ্যই ভেবে দেখবার মতো। এই সম্ভাবনার কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

বাচ্চু বলল, "তবে আমার মনে হয় এই সমস্ত কাজকর্মের ব্যাপারে আগে ওদের যতটা তৎপরতা ছিল এখন হয়তো তা নেই। দলের মধ্যেও ধস নেমেছে ওদের।"

ভোম্বল বলল, "সেটা সাংগঠনিক ব্যাপারে। আমার তো মনে হয় আগাছাগুলো উপড়ে যাওয়ায় দল আরও শক্ত হয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "আগাছা তুমি কাদের বলছ ভোম্বলদা? কালাচাঁদের ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। মঙ্গেশ ওদের সক্রিয় কর্মী, সে মরেছে। ওদের পিলার হচ্ছে বাকা। হাতদুটো কাটা যাওয়ায় তার খেলা তো শেষ। এখন পুলিশের হাতে মার খেয়ে সেই তো বলে দেবে প্রিন্সের ঠেক কোথায়? বাকি রইল কার্ভালো, তার দুই সঙ্গী আর শিবকুমার। ওদের বদলা নেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদেরই হাতে গড়া ফ্রাঙ্কেনস্টাইন প্রাণকিশোর। তা হলে?"

বিলু বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে প্রিন্সের নির্দিষ্ট কোনও ঘাঁটিই এখন নির্দিষ্ট জায়গায় নেই।"

বিচ্ছু বলল, "তবুও আমাদের পুরনো ঘাঁটির সূত্র ধরেই চারদিক তোলপাড় করতে হবে।"

ল্যাংচা উত্তেজিতভাবে দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমেই বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, চলো সবাই। জয় মা কালী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চাচনদা আর চাচনদার বউ দু'জনেই এগিয়ে এল এবার। বলল, "অবশ্যই যাবে। তবে এখনই কী? খাও-দাও, সুস্থ হও তবে তো।"

খাওয়াদার ব্যাপারে ওরা কেউ-ই 'না' করল না। কেন না এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে এসবের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। ঝুমরি তিলাইয়া ছোট্ট জায়গা। কিন্তু সেই জায়গাটুকু পার হলে কোথাও কিছু নেই। ফলে পেট যদি ভর্তি না থাকে তা হলে দুর্গতির শেষ থাকবে না।

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি জলাশয় ছিল। ওরা সেইখানে গিয়ে স্নান করে সুস্থ হল। তারপর চাচনদার বউয়ের রান্না করা ভাত, ডাল, বেগুন পোস্ত, ডিমের ওমলেট আর গেঁড়ির ঝোল খেয়ে তৃপ্ত হল। পরিবেশের গুণেই কি না কে জানে, এই রান্নাই অনেক উপাদেয় মনে হল ওদের কাছে।

খাওয়াদাওয়ার পরে পূর্ণ বিশ্রাম। তারপর...।

তারপর চাচনদাই ওদের সঙ্গে করে নিয়ে চলল মঙ্গেশের বাড়ির দিকে। ঝুমরি তিলাইয়ার একেবারে শেষপ্রান্তে। সে যে কী অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানকার, তা বলে বোঝাবার নয়। মাইনস এলাকা বলে কোডারমা বা ঝুমরি তিলাইয়া খুবই উন্নত। এখান থেকে গয়ার প্রান্তে ফল্গু নদী পর্যন্ত যে ঘন পর্বতশ্রেণী ও গভীর বনাঞ্চল, তারও শোভা অপরিসীম।

যেতে যেতে বিলু বলল, "এই পথ দিয়ে ট্রেনে চেপে রাতের অন্ধকারে আমরা কতবার গেছি, এসেছি। কিন্তু স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি সেই বনভূমে আমাদের অভিযানে আসতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমার বেশ মনে আছে, ট্রেনে চেপে যাওয়ার সময় দুটো না তিনটে টানেল আমরা পার হয়েছি।"

বাচ্চু বলল, "বাজে কথা।"

ভোম্বল বলল, "বাজে কথা কী করে! টানেল নেই?"

"আছে বইকী! তবে সে-কথা তোমার অন্তত মনে থাকবার নয়। আমাদের মুখ থেকেই তুমি শুনেছ।"

"মনে থাকবার নয় কেন?"

"তার কারণ এই টানেলগুলো আমরা পার হয়েছি মধ্যরাতে। সেই সময় তুমি বার্থে শুয়ে ঘুমোও। তখন তোমার সাড়াশব্দও থাকে না।"

ভোম্বল হেসে বলল, "সে যাই হোক, টানেল আছে।"

চাচনদা বলল, "শুধু টানেল নয়, হিল কার্টও আছে কিছু। যার মাথাগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি যখন এই সুন্দব পরিবেশে প্রথম এখানে আসি তখন তো প্রায়ই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়তাম। লোকাল ট্রেনে চেপে এখানকার ছোট ছোট স্টেশনগুলোয় নেমেও প্রকৃতির কত সুন্দব সুন্দব দৃশ্য দেখতাম। গুঝণ্ডি, দিলোয়া, গুরপা, পাহাড়পুর, বাঁশিনালা, টাংকুপ্পা সবই অরণ্যময়। ছুটির দিনে দু'-একজন বন্ধুকে নিয়ে লাইন ধরে হাঁটাপথে টানেলও পেরিয়েছি কতবার।"

বিচ্ছু বলল, "কখনও বাঘের দেখা পাওনি?"

"না। তবে একবার বহুদূর থেকে একটা বাঘকে পাহাড়ের ওপর শুয়ে থাকতে দেখেছি।"

বিলু বলল, "আমরা সবাই এত কথা বলছি। কিন্তু রাজকুমারী ও সুদেষ্ণা একটি কথাও বলছে না।"

ভোম্বল বলল, "বলবে কী? আসলে ওরা এখন ভাবছে কী ঝকমারি করেই না এসেছিল এখানে।"

সুদেষ্ণা বলল, "মোটেই না। আসলে আমরা এমনই অভিভূত যে, আমাদের মুখে কথা সরছে না।"

রাজকুমারী ওর স্বপ্নিল চোখদুটি মেলে বলল, "সত্যি, আমাদের চিরপরিচিত গণ্ডির বাইরে এমন একটা জগৎ যে আছে তা আমরা জানতামই না। অরণ্য, পর্বত, নদী, নির্ঝর এসবের কথা বইয়েই পড়েছি, সিনেমায় দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু এমনভাবে অনুভব কখনও করিনি। এই ঝুমরি তিলাইয়াতেই সৌন্দর্যের যে অনবদ্য প্রকাশ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে আর অভিযানে কাজ নেই, এইখানেই দিনের পর দিন থেকে যাই সকলে।"

সুদেষ্ণা বলল, "এই ব্যাপারে আমিও একমত। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই অভিযানে অংশ নিয়েই বুঝেছি, এইসব অভিযানে এসে ওদের জীবন কীভাবে বিপন্ন হয়। আমরা তো গল্পের বইয়ে ওদের অভিযানের কাহিনী পড়ে আনন্দ পাই, এখন বুঝছি সেই আনন্দের উৎস কত রোমাঞ্চকর।"

এইভাবে কথা বলতে বলতে ঘন বনের পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমেই থমকে দাঁড়াল সবাই। এমনকী পঞ্চুও থেমে গেল।

চাচনদা বলল, "ওই যে লাল মাটির দেওয়াল দেওয়া খোড়ো ঘরটা দেখছ, ওই হল মঙ্গেশের বাড়ি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঙ্গেশের বুড়ো বাবা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল। ওর মা কলাই বাছছিল উঠোনের একপাশে বসে। ছেলেমেয়ে দুটো ছুটোছুটি করছিল রাস্তায়। আর মঙ্গেশের বউ? সে জঙ্গল থেকে শুকনো ডালপালার বোঝা মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছিল পাহাড়ের অন্য একটি ঢাল বেয়ে।

চাচনদা বলল, "ওই হল বিজলি। মঙ্গেশের বউ।"

বিলু বলল, "দেখে মনে হচ্ছে ওরা কেউ জানে না মঙ্গেশেব মৃত্যুর খবর।"

"না। কী করে জানবে বল?"

ভোম্বল বলল, "এই দুঃসংবাদটা কী তা হলে আমাদেরকেই দিতে হবে?"

"তা ছাড়া?"

হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে মঙ্গেশের বউ থমকে দাঁড়াল। তারপর মাথার বোঝাটা নামিয়ে ধীরে ধীবে এগিয়ে এল ওদের দিকে। এল বটে কিন্তু একভাবে তাকিয়ে রইল চাচনদার চোখের দিকে।

চাচনদা বলল, "বিজলি, জেরা ইধার আও তো?"

বিজলি ম্লান হেসে বলল, "আউর কুছ খুশ খবরি?"

"মঙ্গেশ কী বারেমে...।"

বিজলি ঠোঁটে তর্জনী রেখে বলল, "চু-উ-প। ম্যায়নে সব কুছ শুনা লেকিন...।" বলতে বলতেই ওর চোখদুটি জলে ভরে উঠল। তারপর আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে বলল, "অনেক আগেই এই বুরা সমাচার আমার কাছে এসে গেছে ভাই। কিন্তু এই খবর আমি কাউকেই জানতে দিইনি। এই খবর শুনলেই ওই বুড়াবুড়ি হার্টফেল করবে। তাই আমি সব কুছ জানবুঝকর হাল এইরকম রেখেছি।"

বিজলি চাচনদার মেয়ের বয়সি। তা সত্ত্বেও চাচনদা হেঁট হয়ে ওর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, "সত্যি, তোরা ম্যয়ের জাতেরা পারিস না এমন কাজ নেই রে! এতবড় একটা দুঃসংবাদ বুকে চেপে তুই কী করে স্বাভাবিক আছিস?"

বিলু, ভোম্বলবাও অবাক হয়ে তাকিয়ে বইল বিজলিব মুখের দিকে।

বিহারের এই শান্ত সুন্দর ঝুমরি তিলাইয়ার বন্য পরিবেশে বিজলি নামের এই গ্রাম্য বধূর সহনশীলতা ওদের প্রত্যেকের মনকে ভাবিয়ে তুলল। অশীতিপব ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাঁদের পুত্রশোকে কাতর হয়ে যাতে ভেঙে না পড়েন বা হঠাৎ কবে তাঁদের দেহান্ত না হয় শুধুমাত্র এই কারণে কেউ যে স্বামী হারানোর শোক এইভাবে দমিয়ে রাখতে পারে তা ওদের ধাবণাতেও ছিল না।

চাচনদা বলল, "তোর তুলনা হয় না রে বিজলি। ভগবান তোর ভাল করুন।"

বিজলি ম্লান হেসে বলল, "আমার ভাল কোনও ভগবানই করতে আসবে না ভাইসাব। তা এরা কাবা?"

"এরা তোর কাছেই এসেছে একটু সাহায্যের আশায়।"

চাচনদা কী বলতে চায় কিছু বুঝতে না পেরে বিজলি একবার প্রত্যেকের মুখগুলো দেখে নিল ভালভাবে।

চাচনদা বলল, "তোকে একটু সময় দিতে হবে যে!"

বিজলি বলল, "তো ঠিক হ্যায়। চাচনভাই, তুম সবকো লে কব উধার চলা যাও। উয়ো পিপপল কি পেড কে নীচে বৈঠে রহো। ম্যায় আভি আ রহা হুঁ।" বলে কাঠের বোঝাটা আবার মাথায় করে ঘরের উঠোনে নামিয়ে রেখে ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ধমক ধামক দিয়ে ওদের কাছে এসে ধুলোর ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েই বলল, "আব বতাইয়ে।"

চাচনদা তখন ওদের ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলল বিজলিকে। বলে বলল, "তুই কি পারবি ওদের ব্যাপারে এই ছেলেমেয়েগুলোকে কোনও সাহায্য করতে? একেবারে ওদের পাশে এসে দাঁড়াতে না পাবিস ওদের ঘাঁটিগুলোর সন্ধান যদি তোর জানা থাকে তাও যদি জানিয়ে দিস তা হলেও হবে। এরা লণ্ডভণ্ড করে দেবে সব। এদের একটি ছেলে, মানে লিডার যে, সে ওদের খপ্পর থেকে পালিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আবারও তো ধরা পড়ে থাকতে পারে? আর একটি মেয়ে তাকেই বা কিডন্যাপ কবে কী করল ওরা তাই বা কে জানে? মঙ্গেশ কি কখনও তোকে বলেনি প্রিন্সের ঘাঁটির কথা?"

বিজলির চোখদুটো ছুরির ফলার মতো চকচকিয়ে উঠল। বলল, "জানি। সব জানি আমি। এদের চক্রে কে কোথায় কীভাবে ঘাপটি মেরে আছে তার কিছুই আমার অজানা নয়। আর ওই শিবকুমার? ওর মরণ আমার হাতে। আমার মঙ্গেশকে এই বুরা কাজে ওই শয়তানটাই লাগিয়েছিল।"

"ওর জাল ওষুধের কারখানাটা কোথায় বলতে পারিস?"

"হাজারিবাগেই। সিংহানি মিশনের কাছে।"

বিলু বলল, "কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম কোডারমায়।"

বিজলি বলল, "কার মুখে শুনেছ?"

"তা তো মনে নেই।"

"হতে পারে। এই কোডারমার জঙ্গলে ওদের আর-একটা ঘাঁটি ছিল। সিংহানি মিশনে বাধা পেয়ে হয়তো ওরা এই ঘাঁটিতে আবার ফিরে এসেছে।"

"সেটা এখান থেকে কত দূরে?"

"তা গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের একটি গুহার ভেতর। আগে এখানেই কাজকর্ম হত। পরে নানা অসুবিধের কারণে সরে গিয়েছিল ওখানে। যাই হোক, ওদের দুটো ঘাঁটিই আমি চিনি। আমি তো এই অঞ্চলেরই মেয়ে। মঙ্গেশও এখানকার ছেলে। ও যদিও ধানবাদের মানুষ, তবু যাই হোক বিয়েসাদির পর আমবা এইখানে জঙ্গলেই বসবাস করি। এটা আমার বাপেব ভিটে। ওর বুড়্ঢা বাবামাকেও আমি এইখানে নিয়ে এসে রেখে দিই। আমাব মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল। বাবাও মাবা গেছে অনেকদিন আগে। তাই ওরাই আমার বাবা-মা'র মতো রইল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি খুব ভাল।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, ল্যাংচা সব শুনল। পঞ্চু তো কিছুই বুঝল না, তাই আশপাশে অবাধে ঘোবাঘুরি করতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "শিবকুমারের জাল ওষুধ তৈরির কারখানাটা পুলিশেব নোটিশে আনতে পারলেও অনেক কাজ হবে। শিবকুমারও ধরা পড়বে। কিন্তু প্রিন্স? তাকে আমরা কোথায় পাব? কোথায় সেই ক্যানাবি হিলস? যেখানকার ঘন অরণ্যে জিব্রাল্টারে ডালকুত্তার পাহারায় বাবলুকে বন্দি কবে রাখা হযেছে?"

ল্যাংচা আক্ষেপ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হয়তো ওদেব হাতে বন্দিনী মানেকাও সেখানে তিল তিল করে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।"

বিজলি বলল, "আমি সব জানি। তবে কিনা ভাইসাব, বেলা পড়ে আসছে। আব একটু পবে সন্ধে হযে যাবে। সামকো উধার যানা ঠিক নেহি।"

বিলু বলল, "ঠিক নয় কেন?"

"সন্ধেবেলা ভারী জানোয়ারের উপদ্রব হয়ে যায় ওখানে, তোমবা কাল সকালে এসো। আমি তোমাদেব নিয়ে যাব সঙ্গে করে।"

বিলু বলল, "আমরা এখনই যেতে চাই। আজ ক্যানারি হিলে না হোক কোডাবমাব জঙ্গলে শিবকুমারেব জাল ওষুধ তৈরির ওই ল্যাববেটবিটা তো দেখে আসব। ওটা কতদূব এখান থেকে?"

"জায়দা দূর নেহি।"

বিলু বলল, "শোনো দিদি, আমাদের সঙ্গে এই কুকুরটা আছে। ও বাতাসে বিপদেব গন্ধ টেব পায়। আর আছি আমরা এতজন। আমাদের সঙ্গে এই যে ল্যাংচা আছে, এর কাছে আছে একটা পিস্তল। কাজেই ভয়টা কী? এখন তুমি শুধু আমাদের পথ চিনিয়ে ঠিক জায়গায নিয়ে যাবে।"

বিজলির চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল এবার। বলল, "একার দ্বাবা তো কোনও কাজ হয না। এখন আমবা সবাই মিলে যদি রুখে দাঁড়াই তো ও দুশমন দূর হটবেই। তোমরা সবাই যদি আমার হাতে হাত মিলাবে তো ওদের ভুবন আমি অন্ধকার করে দেব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "তা হলে আর দেরি নয়। আজ আমবা এই দিকটা দেখি, কাল খুব ভোরে উঠে চলে যাব হাজারিবাগে ক্যানারি হিলের দিকে। তুমি শুধু দূর থেকে ঘাঁটিটা চিনিয়ে দেবে আমাদেব। তারপবে দেখবে আমরা কী করি।"

বিজলি বলল, "তোমরা একটু দাঁড়াও। ঝিমলিকে আমি আমার ঘরেব দিকে নজর রাখবার, বাচ্চাদের দেখভাল করবার জন্য একটু বলে আসি।"

রাজকুমারী বলল, "ঝিমলি কে?"

"ও আমার বহিন কা মাফিক।"

বিজলি চলে গেলে চাচনদা বলল, "তোমরা তা হলে কখন ফিরবে?"

বিলু বলল, "ফেরার তো কোনও ঠিক নেই। সময়ে ফিরলে আমরা আপনার ওখানেই উঠব।"

"আমি তা হলে আসি?"

চাচনদা বিদায় নিয়ে ঘরে গেল। যেতে ওকে হবেই। কেন না চৌকিদারেব চাকরি তো। নাইট ডিউটি দিতে হবে। আগে থেকে না জানিয়ে রেলের এইসব গুরুত্বপূর্ণ কাজে কামাই করবার উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চাচনদা চলে যাওয়ার একটু পরেই একটা ধারালো কুড়ুল কাঁধে নিয়ে ভয়ংকরী মূর্তিতে বিজলি এসে বলল, "চলো।"

ওরা সকলে নিঃশব্দে অনুসরণ করল বিজলিকে।

খানিক যাওয়ার পর এক জায়গা থেকে বেশ মোটা মোটা গাছের ডাল কেটে লাঠির মতো ব্যবহার কববার জন্য ওদের প্রত্যেকের হাতে দিল বিজলি। বেলা তখন একটু একটু একটু করে পড়ে আসছে। তারপর পশ্চিমের আকাশ লাল করে সূর্য অস্ত গেল।

এক জায়গায় এসে থেমে পড়ে দূরেব দিকে আঙুল দেখিয়ে বিজলি বলল, "ওই যে দেখছ গুহাকৃতি জায়গাটা, ওই হচ্ছে ওদেব ঘাঁটি।"

বিলু বলল, "ওর ভিতরে তুমি ঢুকেছ কখনও?"

"একবারই মাত্র এসেছিলাম।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু ওইটুকু জায়গার মধ্যে ওরা কীভাবে কী করে?"

বিজলি বলল, "ওইটুকু জায়গা? একবাব ভেতরে ঢোকো, তা হলেই বুঝবে কী বিশাল।"

সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার তখন ঢেকে আসছে চারদিক। সেই গুহাব বাইবেটা কী ভীষণ থমথম করছে। আর কী নির্জন। কারও সাধ্য নেই যে ওটা একটা দুষ্টচক্রের ঘাঁটি বলে অনুমান কবে। ওবা খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেইদিকে।

বিলুরা গুহাটার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল। বিলু বলল, "মনে হচ্ছে আমবা ভুল জায়গায় এসেছি। এটা একটা পরিত্যক্ত গুহা।"

বিজলি বলল, "না। আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। ইচ্ছে কবেই এব বাইবেটা এইরকম অপরিষ্কার কবে বাখা হয। যাতে অচানক কেউ এসে পডলে ওদের ধান্দাবাজি ধবে না ফেলে।"

যেতে যেতে হঠাৎ বিচ্ছু বলল, "না না। এটা কোনও পরিত্যক্ত গুহা নয়। কেমন একটা মেডিসিনের গন্ধ পাচ্ছ না?"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ। বেশ মিষ্টি গন্ধ একটা।"

বাজকুমারী বলল, "ওষুধপত্তরেব সঙ্গে হযতো কোনও সেন্টও তৈরি হচ্ছে।"

সুদেষ্ণা বলল, "গন্ধটা বেশ গাঢ়। আমার মনে হচ্ছে গন্ধটা গোলাপেব।"

ভোম্বল বলল, "চু-উ-প। আর কোনও কথা নয়। এখন যে-কোনও উপায়েই হোক এর ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে কে বা কাবা কীভাবে কী করছে এর ভেতর।"

বিলু বলল, "কিন্তু এর ভেতবে ঢোকার পথ কই?"

বিজলি ওদের ইশারায় ডেকে গুহার বাঁদিকের একটি সংকীর্ণ পথ ধবে খানিক ওপরে উঠতেই ভেতরে ঢোকার সিঁড়ি দেখতে গেল। সিঁড়িটা ক্রমশ ধাপে ধাপে নীচেব দিকে নেমে গেছে।

বিলুর নির্দেশে পঞ্চু বাইরে রইল পাহাবায।

ওরা সকলে সিঁড়ি বেয়ে এক-পা এক-পা করে অতল গহ্বেব মতো গুহার জঠরে প্রবেশ করল।

এক জায়গায় গিয়ে কাঠের পাটাতনের মতো দবজার আডাল থেকে ক্ষীণ একটু আলোর আভাসও পেল ওবা। বিজলি দরজাটা আলতোভাবে টেনে ফাঁক করতেই চোখে পড়ল বিশাল ল্যাববেটরি। আলো জ্বলছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

সেই ঘরের মধ্যে ঢোকামাত্রই গন্ধটা আবও তীব্র হযে উঠল। গা-মাথা কেমন যেন ঝিমঝিমিয়ে উঠল সকলের। দেহটা অবসন্ন হয়ে পড়ল।

বিলু চাপা গলায় বলল, "আব এক মুহূর্ত এখানে নয়। শিগগিব পালিয়ে চল এখান থেকে। নিশ্চয়ই আমরা ক্লোরোফর্ম জাতীয় কোনও ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। ওরা আমাদের এখানে আসার ব্যাপারটা টের পেয়েই এই ফাঁদ পেতে রেখেছিল। আর দেরি নয়, কুইক।"

কিন্তু যাবে কোথায় ওরা? ততক্ষণে 'গ্যাস মাস্ক' পরা কয়েকজন লোক সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ঘবের আলো নিভে গেল মুহূর্তে। বিজলি কুড়ুলের কোপ মেরে দরজার পাল্লা কাটার কাজে মেতে উঠল তখন। কিন্তু ওর সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। ওর অবসন্ন হাত থেকে কুঠার খসে পড়ল একসময়। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, ল্যাংচা, রাজকুমারী, সুদেষ্ণা এক এক করে সবাই লুটিয়ে পড়ল ঘরের মেঝেয়। গন্ধটা আরও তীব্র হল।

আর পঞ্চু? দবজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেই ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে বেশ বড়সড় একটা পাথরের

আড়ালে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে। রাত্রির কালো অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে একটু একটু করে গ্রাস করছে তখন। এই অন্ধকারে পঞ্চু একা, বড় একা, বড় অসহায় বোধ করল নিজেকে। অনেক, অনেক সময় পার হয়ে গেলেও ওরা যখন গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল না, পঞ্চু তখন নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছুটে চলল ঝুমরি তিলাইয়ার দিকে।

॥ ১৩ ॥

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক।

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিবল তখন সে বুঝতে পারল সম্পূর্ণ একটা অজানা এবং অচেনা পরিবেশে সে আছে। যেখানে গভীর জঙ্গল চারদিকে। আর কাছে দূরে অনেক— অনেক পাহাড়। হিমালয়ের মতো দিগন্তপ্রসারী পর্বতমালা না হলেও অরণ্যসঙ্কুল বুনো পাহাড়। জঙ্গল এতই গভীর সেখানে যে, ভয় পাওয়ার চেয়ে মুগ্ধতাই আরও বেশি করে আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। কিন্তু জায়গাটা যে কোথায় তা সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। কী করেই বা বুঝবে? এই ঘরে সে একাই বন্দি হয়ে আছে।

ওর ঘাড়ের কাছটা ব্যথা হয়ে উঠেছে খুব। হবে নাই-বা কেন? সেই ব্ল্যাক ডেভিল বা কালো শয়তানটা ওকে এমন কয়েকটা রদ্দা মেরেছিল যে, সেই আঘাত সহ্য করবার মতো শক্তি ওর ছিল না। তাই কেমন যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল সে। গা মাথা ঘুলিয়ে উঠেছিল। আর বাধা দিতে পারেনি। বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করেনি। কিছু সময়ের মধ্যে কালো শয়তান রাকা ওকে একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এনে ফেলল। আর ঠিক তখনই মনে হল কারা যেন এসে ঘিরে ফেলল ওকে।

এর পরে আর কিছুই ওর মনে নেই। মনে করবার মতো অবস্থা যখন ওর হল তখন বুঝল এই বাড়ির মধ্যে ও বন্দি হয়ে আছে।

সাবেক কালের পুরনো বিশাল দোতলা বাড়ি একটা। তবে কি না ভাঙাচোরা নয়, বেশ মজবুত। কিন্তু এই বাড়ি ব্যবহার করার মতো কোনও মানুষজন বোধ হয় নেই। কেন নেই তা কে জানে? বাড়ির আশপাশের যা চেহারা তাতে মনে হয় দীর্ঘদিন এই বাড়িতে ঢোকেওনি কেউ। বাড়িটা যেন হানাবাড়ির মতো থমথম করছে।

বাবলু বুঝল এই বাড়ির মধ্যে বদ্ধ ঘরের জঠরেই ওকে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। পিস্তলটা সঙ্গে না থাকায় এই ভয়ংকর পরিণতি ওর জীবনে হঠাৎ করেই এসে গেল। এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ওর নেই বললেই হয়। দীর্ঘ সময় অভুক্ত থাকার ফলে ওর গা ঘুলিয়ে উঠছে। খাদ্য দেওয়া দূরের কথা, তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য এক গেলাস জলও রেখে যায়নি ওরা ঘরের ভেতর। হাত-পায়ে বাঁধন নেই এই যা রক্ষে! ও দরজার কাছে গিয়ে দরজায় টান দিয়ে বুঝল দরজাটা বাইরে থেকে শিকল অথবা তালা দেওয়া। জানলার পাল্লা খুলে দেখল চারদিকেই গভীর বনভূমি। আর জানলার যে কঠিন লোহার গরাদ তা এতই মোটা ও মজবুত যে, তাকে ভেঙে বা বেঁকিয়ে পালাবার চেষ্টা করাও বৃথা।

বাবলুর চোখে জল এসে গেল তাই।

অনেক পরে দু'জন সশস্ত্র লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকল রাকা। সঙ্গে একটা হিংস্র অ্যালসেশিয়ান।

রাকা বলল, "জিমি, এর গায়ের গন্ধটা একটু শুঁকে নে। কোনওরকম ভাবে পালাবার চেষ্টা করলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিবি একে।"

রাকার কথামতো জিমি বাবলুকে দেখল। তারপর 'আঁউ আঁউ' করে ডাক ছেড়ে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

শয়তানের হাসি হেসে রাকা বলল, "আমাদের প্রিন্সের প্রিয় কুকুর। প্রিন্স তোমাকে মুক্তি দিতে বলেছিল। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে তোমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশটা করিয়ে দিলাম। তবে হ্যাঁ, তুমি হলে পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু। স্বয়ং ভগবান নাকি তোমার ওপর সদয় হয়ে বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তোমাকে। আমি শয়তান, তাই তোমার সেই ভগবানের শক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। এই বদ্ধ ঘরে তুমি খাদ্য পাবে না, জল পাবে না। এই অবস্থায় তিনদিন তুমি থাকবে। তিনদিন না খেয়ে থাকার ফলে তোমার শরীরে শক্তি বলতেও কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকবে না। তুমি আরও দুর্বল, চলনশক্তিহীন হয়ে পড়বে। এই তিনদিনের মধ্যে তোমার ভগবান যদি তোমাকে রক্ষা করতে পারেন তা হলেই জানব তুমি অজেয়, অপরাজেয়। তা না হলে তোমার ভগবানকে আমরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মুক্তি দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এতক্ষণে কথা বলল বাবলু, "তোমরা আমাকে মুক্তি দেবে কেন? তোমরা তো আমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছ।"

বাকা হো হো করে হেসে বলল, "আরে বোকা, এটাও বুঝলি না, আমাদের মুক্তি দেওয়ার নামই মৃত্যুদণ্ড। একেবারে চিরমুক্তি যাকে বলে।"

বাবলু ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল বাকার দিকে।

বাকা বলল, "রাত্রি গভীর হলে অন্ধকার বনপথ ধরে আমরা তোমাকে চলে যেতে বলব। এই ভয়ংকর অ্যালসেশিয়ান জিমির নজর এড়িয়ে এই বাড়ির বাইরে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে। যদিও সম্ভব হয়, এই বাড়িরে বাইরের বাগানে সবসময় পাহারা দিচ্ছে মানুষখেকো নেকড়ের মতো চার-চারটে ডালকুত্তা। তাদের কবল থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে না। ভাগ্যক্রমে তাও যদি পেয়ে যাও, এখানকার বনে পাহাড়ে যেসব নেকড়ে এবং চিতারা রাতের অন্ধকারে ওত পেতে থাকে তারাই তোমাকে তোমার ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবে।"

বাবলু নীরবে শুনে গেল সব। কিন্তু একটি কথাও বলল না। কোনওরকম বাদানুবাদ করল না। করেও কোনও লাভ নেই। ওই ভয়ংকর জিমি, শয়তান বাকা আর সশস্ত্র দু'জন গুন্ডার কাছে ওর শক্তি কতটুকু? তাই নীরবে সবকিছু সহ্য করল ও।

বাকা বলল, "গুড বাই। এখন তুমি বিশ্রাম করো।"

বাকা চলে গেল।

বাবলু খাঁচায় আটকে থাকা বনের পাখির মতো ছটফট করতে লাগল সেই বন্ধ ঘরের ভেতর। এই দুঃসময়ে ওর বড় বেশি করে মনে পড়ল মায়ের কথা। বাবার মুখটা ভেসে উঠল বারেবারে। ঠিক এইরকম ভাবে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এর আগে আর কখনও এসে পৌঁছয়নি ও। আর কি কখনও মা বাবার স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে যেতে পারবে বাবলু? হয়তো না। কেন না এই চক্রব্যূহ থেকে মুক্তি পাওয়া ওর পক্ষে সত্যি অসম্ভব।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কথাও মনে পড়ল বাবলুর। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পঞ্চুকে নিয়ে তোলপাড় করছে চারদিক। ওরা যে কোথায়, কোনখানে ওর অনুসন্ধানে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করছে তাই বা কে জানে? ও তাই জানলার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল দূরের প্রকৃতির দিকে।

হঠাৎই বাবলুর চোখ পড়ল জঙ্গলের একা শেষ দিকে। ও দেখল পাহাড়ের গায়ে বিশাল একটি গাছের ডালে উঠে দুই আদিবাসী কিশোরী থোকা থোকা লাল ফুল তুলে কোঁচড়ে ভরছে। পারে চেঁচিয়ে ডাকলে ওরা শুনতে পায়, বাবলু তাই ওর জামাটা খুলে জানলার বাইরে দিয়ে নেড়ে নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল।

খানিক চেষ্টার পরই একসময় সফল হল সে।

দুটি মেয়ের একজন ওকে দেখতে পেয়েই ইশারায় তার সঙ্গিনীকে ওর দিকে তাকাতে বলল, তারপর ওরা দু'জনেই সবিস্ময়ে লক্ষ করতে লাগল ওকে।

বাবলু প্রথমেই ওর ঠোঁটে তর্জনী রেখে চেঁচামেচি করতে বারণ করল ওদের। তারপর আকারে ইঙ্গিতে ওর অবস্থার কথা জানিয়ে দিল।

মেয়েদুটি ফুল সংগ্রহ বন্ধ রেখে গাছের ডালে ডালে আরও একটু এগিয়ে এসে বিষয়টা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করল। বাবলু ওদের খুব কাছে আসতে না করলে দূর থেকে ওরাও ইশারায় জানিয়ে দিল শিগগিরই ওর ব্যবস্থা হচ্ছে।

এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পেয়ে বাবলুর বুক ভরে উঠল বাঁচার আনন্দে। কিছু না হোক, বন্দি বিহঙ্গের মতো এই বাড়ির মধ্যে ও যে বন্দি হয়ে আছে এই ব্যাপারটা তো বাইরের কেউ জেনে গেল। এখন ওই আদিবাসী মেয়েদুটি নিশ্চয়ই এই কথাটা চারদিকে রাষ্ট্র করে দেবে। অথবা ওরা নিজেরাই এসে উদ্ধার করবে ওকে।

মেয়েদুটি হাতের ইশারায় ওকে আশ্বস্ত করে গাছের ডাল বেয়েই গভীর বনান্তরালে বিলীন হয়ে গেল একসময়।

এর পরে দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। ক্ষুধায় কাতর হয়ে, তৃষ্ণায় ছটফট করতে লাগল বাবলু। বেলার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল সে।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ও যতবারই দূরের দিকে তাকায় ততবারই শূন্যতা ছাড়া কিছুই ওর চোখে পড়ে না। এই অরণ্যের ধারেকাছে কী কোনও মানুষের বসতি নেই? তা যদি না থাকে তা হলে ওই আদিবাসী মেয়েদুটি ওখানে ফুল তুলতে এল কী করে?

এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পাঁচিলঘেরা বাগানে অথবা বলা যায় আগাছার জঙ্গলে যে ভয়ংকর ডালকুত্তাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলো কীভাবে যেন টেব পেয়েছে বাবলুর অবস্থিতির কথা। তাই বারেবারে ওরা জানলার দিকেই তাকাচ্ছে। আব মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়ছে বিকৃতস্বরে। এ তো ডালকুত্তার ডাক নয়, যেন মৃত্যুরূপী মহাকালই হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে।

অনেক, অনেক পরে বাবলু যখন ওদের আশা ছেড়ে দিয়েছিল প্রায় ঠিক তখনই ও দেখতে পেল, ওরা আসছে। একজন-দু'জন নয়, প্রায় চার-পাঁচজন আদিবাসী কিশোরী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জঙ্গলের পথ ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

দুপুর গড়িয়ে এসেছে তখন।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত বাবলু মৃতপ্রায়।

বাবলু জানলা থেকে হাত নেড়ে ওদের জানিয়ে দিল যে, ওদেব উপস্থিতি ও টেব পেয়েছে।

ওদের দেখে আশার আলো পেয়ে মন ভরে উঠল বাবলুর। কিন্তু এই বাড়ির চাব দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে ওরা যে কীভাবে কাজে লাগবে, তা ও কিছুতেই ভেবে পেল না।

মেয়েরাও ওর হাত নাড়া দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর গাছের ডালে ডালে শাখামৃগর মতো এগিয়ে জিব্রাল্টারের পাঁচিলে এসে বসল। এই পাঁচিল টপকাতে যাওয়া মানেই ওই হিংস্র ডালকুত্তাগুলোর নজরে পড়ে যাওয়া।

মেয়েরা পাঁচিলে বসেই একবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপব পরস্পর মুখ চাওযাচাওয়ি করে কী যেন ইশারা করল নিজেদের মধ্যে।

বাবলু দেখল তিব-কাঁড় নিযে সবাই সশস্ত্র ওরা। পাঁচিলে বসে বড বড গাছেব ঘন পাতার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখল। ভাগ্যিস বাগানটাও বনময়।

সেই মেয়েদুটি, যাদের বাবলু প্রথম দেখেছিল এবং ইশাবায় ওর অবস্থাব কথা জানিয়েছিল, তাবা দূর থেকেই ইঙ্গিতে বাবলুকে জানলা বন্ধ কবে সরে যাওযার নির্দেশ দিল।

বাবলু তাই করল।

হঠাৎ একটি তির এসে বিঁধল জানলার পাল্লায়।

বাবলু পাল্লা খুলতেই দেখল নাইলনের একটি লম্বা ফিতে তিবেব একপ্রান্তে বাঁধা। আব তাবই সঙ্গে বাঁধা আছে লোহার রড কাটা ছোট্ট একটি স্টেনসার করাত।

মেয়েগুলোর বুদ্ধি দেখে বাবলু অভিভূত না হযে পারল না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই ছোট্ট কবাতে ওই রড কাটতে সময় লাগবে অনেক। ব্রিটিশ আমলেব বাড়ি। সেই আমলেব মজুত লোহার রড। এত সহজে কি সেই রড কাটা সম্ভব? ওই বড কাটা সারাবাতেও হযতো সম্ভব হবে না।

বাবলু ওদের দিকে তাকাতেই ওরা চাবদিকে লক্ষ রাখতে রাখতে ইশাবায় বলল, "দেরি কোবো না। কাজ শুরু করো।"

যেই না করা অমনই সেই লোহা কাটাব শব্দ শুনে ডালকুত্তাগুলো বিকট ডাক ছেড়ে ছুটে এল জানলার দিকে। কিন্তু এলে কী হবে? আদিবাসী কিশোরীদেব বিষের তিব তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে গেল সেই ডালকুত্তাগুলোব দিকে।

মুহূর্তে সব চুপ।

মেয়েরা তখন আত্মপ্রকাশ করে লাফিয়ে পড়ল পরিত্যক্ত সেই বাগানের ভেতর।

কিন্তু আশ্চর্য! এত হাঁকডাক এত কিছু অথচ কেউ ওদের বাধা দিতেও এল না। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে প্রহবী কুকুরগুলোকে রেখে দুষ্কৃতীরা বাড়িব বাইবে কোথাও গেছে।

একটি মেয়ে আগাছার জঙ্গল পার হয়ে এদিকসেদিক দেখে এসে বলল, "না। কেউ নেই ওবা। দরজায় তালা লাগানো আছে।"

আর-একজন বলল, "ভালই হয়েছে। এব ভেতব থেকে ছেলেটাকে বের করে আনতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না তা হলে।"

বাবলু তখন গরাদে স্টেনসার ঘষে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে।

ওদের মধ্য থেকে হঠাৎই একটি মেয়ে করল কী, বড় একটি গাছের ডাল বেয়ে চড়চড় করে ওপরে উঠে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল দোতলার ছাদে।

যেই না নামা অমনই বিপর্যয়। বাড়িতে লোকজন কেউ না থাকলে কী হবে? সেই প্রহরী কুকুরটা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অর্থাৎ অ্যালসেশিয়ান জিমি। ছাদের ওপর পদশব্দ শুনে 'আঁউ আঁউ' ছুটে এল। যোদ্ধা কিশোরীর ধনুর্বাণ এবারও তার খেলা দেখাল। সরাসরি মুখে এসে চোয়াল ভেদ করে তিরটা গেঁথে যেতেই সব চুপ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল জিমি।

সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত হয়ে আদিবাসী কিশোরী কন্যা ধীরে ধীরে বারান্দায় নেমে এসে বাবলুর ঘরের শিকল খুলে দিল।

এইভাবে যে মুক্তি পাবে বাবলু, তা সে ভাবতেও পারেনি। এর আগে অনেকবার অনেকরকম বিপদের জালে জড়িয়ে পড়লেও এবারের মতো এমন কখনও হয়নি। তাই কিশোরীর হাত দুটি ধরে বলল, "এই শত্রুপুরীতে তুমি ঢুকলে কী করে বন্ধু?"

মেয়েটি সব বলল। তারপর বাবলুর অবস্থা দেখে বলল, "কিন্তু তোমার যা শরীরের অবস্থা দেখছি তাতে এ বাড়ির বাইরে যাওয়াটা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে বলেই মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "সত্যিই তাই। কেন না আমি একেবারেই চলনশক্তিহীন। তুমি যেভাবে এখানে এসেছ সেইভাবে আমার পক্ষে যাওয়া এখন অসম্ভব।"

মেয়েটি বলল, "শুধু তোমার কেন, আমারও। আমি গাছের ডাল থেকে ছাদের ওপর লাফিয়ে পড়েছি। এখন তো ছাদ থেকে ওই ডালের নাগাল পাব না। এই বাড়ির মালিকরা যেদিকে থাকেন এদিক দিয়ে সেদিকে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।"

"এই বাড়ির মালিক আছেন না কি? তাঁরা তা হলে---।"

"তাঁদের ভুল বোঝার কোনও কারণ নেই। একজন অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেবের বাড়ি এটা। বুড়ো বুড়ি এখনও বেঁচে আছেন। দেখাশোনার অভাবে এ বাড়ির অনেকাংশই এখন পরিত্যক্ত।"

বাবলু বলল, "তা হলে উপায়?"

মেয়েটি বলল, "উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। ওই নাইলনের ফিতে ধরেই বাগানে নামতে হবে।"

বাবলু বলল, "যদিও আমার হাত পা কাঁপছে তবুও এ ছাড়া উপায় নেই।"

মেয়েটি নিজেই তখন ফিতেটাকে গরাদ মুক্ত করে ওদের ভাষায় অন্য মেয়েদের বলল ফিতের ও-প্রান্তটা খুলে দিতে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেল।

ওরা ছাদে উঠে সেই ফিতেটার একটা প্রান্ত দরজার শিকলের সঙ্গে বেঁধে ঝুলে পড়ল বাগানের দিকে। এই চরম মুহূর্ত বাবলু হঠাৎই যেন বাচার তাগিদে বেশ খানিকটা সবল হয়ে উঠল। তাই অল্প আয়াসেই বাগানের মাটিতে পা দিল সে। তারপর আর পাঁচিল ডিঙিয়ে নয়, মরচে-ধরা লোহার গেট পেরিয়ে একেবারে বাইরের রাস্তায়।

অন্য মেয়েরা তখন পাঁচিল টপকেছে।

আর ঠিক সেই সময়ে এসে পড়ল ওরা। একটা জিপ নিয়ে চার পাঁচজন। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। ওরা ওদের দেখতে পেল কি না কে জানে? হয়তো পায়নি। তা হলে চেঁচাত।

বাবলু আর সেই আদিবাসী কিশোরী তখন একটা ঝোপের আড়ালে। অন্য মেয়েরা তখন কে কোনদিকে গেছে তা কে জানে? সেই লোকগুলো বাগানের ভেতর ঢুকে মৃত কুকুরগুলোকে দেখে চিৎকার করে উঠল।

একজন হেঁকে বলল, "হ্যালো প্রিন্স, এদিকে এসো। এই দেখো কী কীর্তি সব। এ নিশ্চয়ই ওদের কাজ। অথচ আমরা একনাগাড়ে শুধু ভুলভাল খবর পেয়ে যাচ্ছি।"

প্রিন্স বলল, "আমার জিমি! তার কিছু হয়নি তো?"

বাবলু মেয়েটিকে বলল, "শোনো, আর এখানে থাকা নয়। কেন না আমি এত দুর্বল যে, আমার কোনও কিছু করবার বা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তুমি আমাকে তোমাদের পল্লীতে নিয়ে চলো। আগে আমাকে কিছু খাদ্য দাও, জল দাও।"

মেয়েটি শক্ত করে ওর একটি হাত ধরে বলল, "এসো।"

এখানকার পথঘাট কোথায় কোনদিকে গেছে, তার কিছুই বাবলুর জানা নেই। এমনকী, জায়গাটা যে কোথায় তাও জানে না ও।

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে আসছে। সন্ধ্যা আসন্ন। পাখিরা বাসায় ফিরছে।

এই পার্বত্য প্রকৃতির গভীর বনাঞ্চল যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে, নির্জনতার মধ্যে যেরকম একটা রহস্য থাকে ঠিক সেইরকম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই নির্জনতায়, বনের অন্ধকারে সেই আদিবাসী কিশোরীর হাত ধরে দুরু দুরু বুকে ক্লান্ত পায়ে পথ চলতে লাগল বাবলু। যেতে যেতে এসময় বলল, "আর কতদূর?"

"এখনও যেতে হবে অনেকটা পথ।"

"আর যে পারছি না।"

"কোনও উপায় নেই। পথে দেরি হলে বাঘে খাবে। চিতার মতো দেখতে ছোট ছোট বাঘ। কখন যে কোথা থেকে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তার ঠিক কী?"

বাবলু বলল, "এখানে খুব বাঘের উপদ্রব বোধ হয়?"

"হ্যাঁ দেখছ তো, চারদিকে কত বন। বনে বাঘ থাকবে না?"

ওরা আবার পথচলা শুরু করল। সামনে একটি খাড়াই পাহাড়। সেই পাহাড়ে উঠতে লাগল ওরা।

বাবলু বলল, "এ তো একটা পাহাড় দেখছি। এই পাহাড় টপকাতে হবে নাকি?"

"হ্যাঁ। তবে পাহাড়ের ওপরে উঠলে আশ্রয় একটা পেতে পারি।"

"কিন্তু । আমি যে তোমাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে যেতে বললাম।"

"আমরা সম্পূর্ণ অন্যদিকে চলে এসেছি। আমাদের গ্রামের দিকে যেতে গেলেই ওদের চোখে পড়ে যেতাম আমরা। তবে কিনা এখন আমরা যেদিকে যাচ্ছি, একটু পরেই তোমার খোঁজে এদিকেও আসবে ওরা।"

বাবলু বলল, "তা হলে তো ধরা পড়ে যাব।"

মেয়েটি বলল, "আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ অন্তত নয়।"

বাবলু হঠাৎই বলল, "একটা কিন্তু খুব ভুল হয়ে গেছে।"

মেয়েটি বলল, "কীরকম?"

"আমরা দু'জনে এতক্ষণ আছি অথচ কেউ কারও নামও জানি না।"

"ও হ্যাঁ। এটা তো ঠিক নয়। আমার নাম কমলু সোরেন, তোমার নাম?"

"আমি বাবলু। ওরা আমাকে—।"

"এসব কথা পরে শুনব। আজ সারারাতই এই গভীর জঙ্গলে ক্যানারি হিলের মাথায় জেগে কাটাতে হবে আমাদের।"

"তার মানে উপবাসের পরে উপবাস।"

"তা কেন? খাদ্যের ব্যবস্থা হবে। আপাতত একটু ঝরনার জল খাও তুমি।"

"পাহাড়ি ঝরনা। জল ভাল তো?"

"তোমাদের শহরবাসীদের অনেকেরই অবশ্য এসব জল সহ্য হয় না। কিন্তু আমরা বনবাসীরা এই জলই খেয়ে থাকি।"

বাবলু বলল, "আমিও খাব। জলের অভাবে গলা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এখন জীবনরক্ষার জন্য জলের খুব প্রয়োজন।"

কমলু বাবলুকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে হঠাৎ পাহাড়ের খাঁজে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। পরক্ষণেই আঁজলা-ভর্তি জল এনে বলল, "খাও।"

এত অল্প জলে কি তৃষ্ণা মেটে? বলল, "আর-একটু হলে হত।"

কমলু আবার চলে গেল।

বাবলু বলল, "আমিও যাব?"

"না। বিপদ হতে পারে।"

আবার এক আঁজলা জল নিয়ে ফিরে এল কমলু।

বাবলু সেই জল পান করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, "আঃ।" বলল, "তুমি যে বললে বিপদ হতে পারে, কীসের বিপদ?"

"এই সন্ধেবেলাই জন্তু-জানোয়াররা জল খেতে আসে। এখন এখানেও বিপদ ঘটতে পারে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলো।"

একসময় ওরা পাহাড়ের উচ্চস্থানে উঠে এল।

কমলু বলল, "এই জায়গাটাকে বলা হয় সানসেট পয়েন্ট। এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুই-ই দেখবার। কিন্তু মুশকিল হল জঙ্গল খুব ঘন বলে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কেউই আসে না এখানে। যারা আসে তারাও দলবদ্ধ হয়ে। এখানকার সূর্যাস্ত তোমার দেখা না হলেও সূর্যোদয়টা কাল দেখতে পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কিন্তু এখানে থাকব কোথায়?"

"এখানেই। আপাতত একটু খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাক। এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

বাবলু কমলুর সঙ্গে জায়গাটার পেছন দিকে আসতেই ছোট্ট একটি ঝোপড়ি দেখতে পেল।

কমলু বলল, "কিছুদিন আগে ভুরাবাবা নামে এক সাধুবাবা ডেরা বেঁধেছিলেন এখানে। এখন উনি তীর্থ পরিক্রমায় গেছেন। আমরা রোজ দুপুরে এখানে আসি, আড্ডা দিই, আবার বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেও যাই। আজ রাতে এখানেই আমরা থাকব।"

বাবলু শিউরে উঠে বলল, "এই ঘরে! সাপে কাটবে যে! বিছেয় কামড়াবে।"

"তার চেয়েও বড় কথা, তোমার শত্রুরা এসে তোমাকে আবার তুলে নিয়ে যাবে। আপাতত তুমি এইখানে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

"আমাকে একা রেখে কোথায় যাবে তুমি?"

"খাদ্যের সন্ধানে। জলের খোঁজে।"

এই অন্ধকারে চোখের প্রদীপ জ্বেলেই কমলু এক জায়গা থেকে দেশলাই খুঁজে বের করে একটি বাতি ধরাল। তারপর বিষের তিরগুলো একপাশে রেখে একটি বল্লম ও অন্য তির নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও যখন ফিরে এল তখন বেশ খুশি-খুশি ভাব ওর। এক হাতে জলের বোতল, অপর হাতে কী যেন একটা।

বাবলু বলল, "তোমার হাতে ওটা কী?"

কমলু বলল, "শজারু। আশা করি এটাতেই আজ রাতের মতো হয়ে যাবে দু'জনের।"

"কিন্তু আমি তো এসব খাই না।"

"না খেলে উপোস করে থাকতে হবে। শজারুর মাংস আমাদের খুব প্রিয়। দ্যাখো না, এখনই এটাকে পুড়িয়ে খাওয়ার মতো করে ফেলছি আমি। এ ছাড়া তেল, নন, লঙ্কা সবকিছুই আছে আমাদের। ভাত-রুটি খেলে তারও ব্যবস্থা আছে। তবে কিনা চাল, আটা তো নেই। এই জায়গায় আমরা ছাড়া আরও অনেকে আসে। তাই যা আনি তা সঙ্গে করেই নিয়ে যাই। এই বনে পাহাড়ে এইরকম ঠেক অনেক আমাদের আছে।"

বাবলু বলল, "বেশ, তাই করো। তোমরা আমার জীবন রক্ষা করেছ। তোমাদের উপকারের কথা আমি কখনও ভুলব না।"

কমলু বলল, "এই কষ্টটুকুও তোমাকে পেতে হত না যদি ঠিক সময়টিতেই ওরা এসে না পড়ত। আমরা দলবল নিয়েই চলে যেতাম আমাদের গ্রামের দিকে। কিন্তু একা আমি দুর্বল তোমাকে নিয়ে অতদূরে যেতে সাহস করলাম না। এও অনেক ঝুঁকি নিয়েই এসেছি।"

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকেই কমলু অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তার কাজ করে যেতে লাগল। অর্থাৎ ওরই মধ্যে জঙ্গলের কিছু শুকনো ডালপালা জোগাড় করে তাতে আগুন দিয়ে অন্য একটি কাঁচা ডালে শজারুটাকে বেঁধে ঝলসে নিতে লাগল। কাজ শেষ হলে বলল, "আর দেরি নয়, এসো আমার সঙ্গে।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "কোথায় যাব?"

"এসোই না!"

কমলু ওকে সেই ঝুপড়ির ঘর থেকে নিয়ে এসে আবার সানসেট পয়েন্টের সেই ভাঙাচোরা কংক্রিটের অবজারভেটরির কাছে নিয়ে এল। জঙ্গলের কাঠ দিয়ে ছোট একটি মই করা ছিল এক জায়গায়। সেটাকে টেনে এনে বলল, "এটা ধরে ওপরে উঠে যাও। না হলে ওই ঝোপড়ির ঘরে থাকলে হয় বাঘে খাবে না হয় ভালুক ছিঁড়বে। এখন তো রাত্রে ওখানে কেউ থাকে না তাই ঘরের কোনও আটকান নেই। সাধুবাবার সময় যেটা ছিল সেটা পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। দুপুরবেলা যে ছেলেমেয়েরা এখানে ছাগল চরাতে আসে তারাই নষ্ট করেছে।"

অরণ্যবাসের এ-এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাবলু মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কমলুও শজারুটাকে ওপরে রেখে জলের বোতল আর তেল, নুন, লঙ্কা নিয়ে এল।

পূর্ণিমা আগত বুঝি। তাই ভরন্ত চাঁদ চুঁয়ে একটু-একটু করে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে এই বনভূমির ওপর। কী বিশাল অরণ্যময় প্রান্তর। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল চারদিকে।

কমলু ওপরে উঠেই মইটাকে টেনে নিল সর্বাগ্রে। তারপর অভ্যস্ত হাতে শজারুটাকে ছাড়িয়ে ছুরি দিয়ে কেটে দু'ভাগ করে সেটাকে তেল-নুন মাখিয়ে বলল, "খাও।"

ক্ষুধার্ত বাবলু অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গেই সেই মাংস খেয়ে ওর ক্ষুধার নিবৃত্তি করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কমলু বলল, "ইচ্ছে করলে সবটাই তুমি খেতে পারো।"

বাবলু বলল, "তাই কি হয়? তুমি তা হলে খাবেটা কী!"

"আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি তো তোমার মতো অভুক্ত নই। প্রয়োজনে আমি আরও একটা মেরে আনতে পারি। ওই দ্যাখো, সামনের ওই গাছের ডালে কত প্যাঁচা বসে আছে। ওদের একটা হলেই আমার চলে যাবে। সঙ্গে তির-কাঁড় আছে। আমার জন্য ভেবো না।"

ক্ষুধার্ত বাবলু চেষ্টা করেও সবটা খেতে পারল না। অবশিষ্টটা কমলুই খেল।

কাচের বোতলে আনা জল খেয়ে বাবলু বলল, "এটাকে জোগাড় করলে কোত্থেকে?"

কমলু বলল, "এরকম এখানে অনেক পাওয়া যায়। দলবল বেঁধে বাবু-বিবিরা আসে। আনন্দ করে। খায় আর স্মৃতি রেখে যায়।"

তৃপ্ত বাবলু বলল, "আঃ! এতক্ষণে বাঁচলাম। তা এইবার বলো এই যে জায়গাটা, এটা কোথায়? বিহারে হাজারিবাগের কাছে যে ক্যানারি পাহাড় এটা সেই জায়গাই কি?"

"হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ। হাজারিবাগ শহর থেকে ছ' কিমি দূরে এই ক্যানারি ছিল। সমুদ্রতল থেকে দেড়শো ফুট উঁচু। এখন রাতের অন্ধকারে এমন শুনশান হলে কী হবে, দিনের আলোয় দেখবে এই অবজারভেটরি ভরে যাবে লোকজনে।"

"আমার খু-উ-ব ভাল লাগছে এখানকার পরিবেশটা। এইরকম অরণ্যবাস আর কখনও হয়নি আমার। রাতজাগা পাখিদের এত ডাকও শুনিনি কখনও। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তুমি তো এক আদিবাসী বন্য মেয়ে। তায় বিহার প্রদেশে বাস করছ। আমাদের মতো এমন পরিষ্কারভাবে কথা বলতে তুমি শিখলে কী করে?"

হঠাৎ একটা আর্তস্বর ও সেইসঙ্গে খলখল হাসির সঙ্গে কিছু ভারী পায়ের ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনে শিউরে উঠল বাবলু।

কমলু বলল, "ও কিছু না। হায়েনার হাসি।"

বাবলুর বুক কেঁপে উঠেছে তখন।

কমলু বলল, "ভয় পেলে?"

বাবলু সহজভাবে বলল, "না। তবে অনভ্যস্ত আমি, তাই চমকে উঠেছিলাম। যাক, এবার তোমার কথা বলো।"

কমলু বলল, "আমার কথা কী আর বলব বন্ধু? আমি অরণ্যকন্যা হলেও আমার জন্ম কিন্তু পার্বত্য বাংলায়।"

বাবলু অবাক বিস্ময়ে তাকাল ওর মুখের দিকে। বলল, "পার্বত্য বাংলা। সে আবার কোথায়?"

কমলু খিলখিল করে হেসে বলল, "ও মা! তাও জানো না? পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো পার্বত্য বাংলা হল মাঠাবুরু রেঞ্জে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ছাতনি গ্রামে আমার জন্ম। মানুষও হয়েছি সেখানে। গত বছর মাধ্যমিক পাশ করেছি। এমন সময় হঠাৎ আমার মা মারা গেলেন। আর বাবা? কী যে হল তাঁর, মায়ের শোকেই বোধ হয় খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করে তিনিও দেহ রাখলেন। আমি তখন কী করি? বাধ্য হয়েই আমার মামার বাড়ি হাজারিবাগ চলে এলাম। আগেও এখানে যাতায়াত ছিল। তাই এখানকার পরিবেশের সঙ্গেও খাপ খইয়ে নিতে খুব একটা দেরি হল না। আমি অরণ্যপর্বত ভালবাসি। সেই কারণেই কয়েকজন মনোমতো সঙ্গিনীকে নিয়ে তোলপাড় করে বেড়াই চারদিক। ভাগ্যে আজও এসেছিলাম, তাই তো তোমার পাশে দাঁড়তে পারলাম।"

"তোমার মামার বাড়ির গ্রাম কতদূর?"

"অনেকদূর এখান থেকে। আমরা তো অন্যদিকে চলে এসেছি।"

"আমি তোমাদের গ্রামে যাব। কেন না এই মুহূর্তে দু'-একদিন বিশ্রামের খুব প্রয়োজন আমার।"

"নিশ্চয়ই যাবে।"

কমলুর কথা শেষ হতে-না-হতেই দেখা গেল হঠাৎ জোরালো মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

কারা যেন আসছে। অত্যন্ত চুপিসারে ধীর-ধীরে আসছে ওরা। ওরা কারা? প্রিন্সের লোকরা কি?

সত্যিই তাই। ওরা এসে চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজল।

একজন বলল, "ও এখানে আসেনি। এলেও বাঘের পেটে যাবে, ওর পক্ষে পালানো অসম্ভব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কিন্তু ও তো একা নয়। স্থানীয় লোকজন কেউ-না-কেউ আছেই ওর সঙ্গে।"

"যেই থাক, এই জঙ্গলের বাইরে ওরা এখনও যেতে পারেনি।"

কথা বলতে বলতে ওরা অবজারভেটরির নীচে এসে বসল।

একজন বলল, "জিমির শোকে প্রিন্স পাগলা হয়ে গেছে। ওর মতো কঠিন হৃদয়ের লোক যে এইভাবে ভেঙে পড়বে তা কিন্তু ভাবা যায়নি।"

"এবার তো আরও হিংস্র হয়ে উঠবে ও। ছেলেটাকে যদি সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায়, ওকে তা হলে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। এমনকী, রাকাও বাদ যাবে না। ওর ওপরেও দারুণ চটেছে প্রিন্স। কেন না ওর পলিটিক্সেই তো এই--"

"ওর হিংস্র হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ আছে। শুধু কি জিমি? এতদিনের পোষা ট্রেনিং দেওয়া ডালকুত্তাগুলোর কী অবস্থা হল? এরাই তো ওর আসল সৈনিক। কোনও খুনেরই প্রমাণ রাখত না এরা। ওদের খপ্পরে যারা পড়ত তাদের ওরা চিবিয়ে খেত।"

"তবু রক্ষে যে, দুটোকে সঙ্গে নিয়ে গেছে রাকা।"

"কী যে করছে ও কে জানে? বেশ কাজকারবার চালছিল আমাদের। মাঝখান থেকে কালাচাঁদের ট্র্যাপে পড়ে বেশি প্রভাব খাটাতে গিয়েই এত কাণ্ড হল। না ওই মেয়েটার ওপর হামলা করবে, না এত কাণ্ড হবে। ছেলেটাকে চুরি করে আনারও কোনও দরকার ছিল না। প্রিন্স বলেছিল, ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ো না, ছেড়ে দাও। ও কিন্তু শুনল না কোনও কথা।"

"কালাচাঁদটা তো গেছে। এখন এই পাপটা গেলে যেন বাঁচি।"

"শুধু কালাচাঁদ? মঙ্গেশ নামে কোডারমার একজন ক্যাডারও গেছে।"

"কোডারমাতে রাকা কী করতে গেল?"

"ও কীভাবে যেন জেনেছে এই ছেলেটার দলবল আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে নাকি মঙ্গেশের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে কোডারমায় আসছে। তাই ওদের উচিত শিক্ষা দিতেই গেছে ও।"

"এই শিক্ষাটা ও নিজেই না পেয়ে যায়!"

"আমাদের এখন পতনের মুখ। ধ্বংসের দেবতা জেগে উঠেছে আমাদের। আমার মনে হয় তাই-ই হবে।"

"হওয়া তো উচিত। রাকার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ওকে অতটা বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছিল প্রিন্সের।"

"ওর মতো একটা ফালতু লোককে দলে নেওয়াটাই তো ভুল হয়েছিল রাকার।"

"রাকা ফালতু লোক নয়। আন্তর্জাতিক চোরাচক্রের মধ্যমণি তো ও-ই। রাকা না থাকলে তো কার্ভালোকে পাওয়া যেত না।"

"প্রিন্স কি আজ এখানে থাকবে?"

"মনে হয়, না। কেন না জিব্রাল্টারের পরিবেশটা প্রিন্সের এমনিতেই অপছন্দের। যদিও ওই বাড়িতে মাঝে-মাঝে কাউকে ধরে এনে লুকিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কোনও কাজ হয় না, তবুও আজকের পর জিব্রাল্টার ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"আমারও মনে হয় সেটা করাই উচিত। কেন না ছেলেটি যদি কোনওরকমে জঙ্গলের বাইরে যেতে পারে তা হলে পুলিশে খবর দেবেই। পুলিশ এইরকম একটা লোভনীয় খবর পেলে প্রিন্সের অবস্থা কী হবে বুঝতে পারছ তো?"

"ওর অবস্থা এখন কর্নাটকের সেই চন্দনদস্যুর মতো। ও নিজে থেকে ধরা না দিলে ওকে ধরে কার সাধ্যি! আমাদের জঙ্গল সার্চ করতে বলেই মন্টিকে পাঠিয়ে দিয়েছে হাজারিবাগ। ওই ছেলেটা থানায় ঢুকতে গেলেই ওকে গুলি করে মারবার নির্দেশ দিয়েছে।"

"বলিস কী!"

"হ্যাঁ। হিম আর ভীমকে বলেছে কুকুরগুলোকে সমাধি দিতে। আমার ওপর নির্দেশ আছে ছেলেটাকে খুঁজে পেলে কোডারমায় শিবকুমার শর্মার সেই ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়ার। অবশ্য এমন নির্দেশও আছে, বেশি গোলমাল করলে যেন পথেই শেষ করে দিই। দিয়ে ওর মাথাটা পাঠিয়ে দিই প্রিন্সের কাছে।"

"অতটা ঝুঁকি না নিয়ে আমার মনে হয় জ্যান্ত ছেলেটাকেই ওর কাছে পৌঁছে দেওয়া ভাল।"

বাবলু আর কমলু অবজারভেটরির ছাদে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ওদের এই সমস্ত কথাবার্তা কানখাড়া করে শুনছিল।

একসময় চাপা গলায় বাবলু বলল, "সত্যি, এই সময় আমার পিস্তলটা যদি কাছে থাকত, তা হলে যে কীভাবে লড়ে যেতাম ওদের সঙ্গে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারতে না।"

কমলু অবাক হয়ে বলল, "তুমি পিস্তল শুটিং জানো?"

"না জানলে বলি?"

"এদের একটাকে অন্তত ঘায়েল করতে পারলে পিস্তল কিংবা রিভলভারের একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত।"

"দেখবে নাকি চেষ্টা করে?"

"কিন্তু ওরা যে ছাদের নীচে। এখান থেকে নজরেই আসছে না। না হলে আমার কাছে তির-কাঁড় যা আছে তাতে বেশ ভালভাবেই লড়া যায় ওদের সঙ্গে।"

এমন সময় একজন বলল, "এই রামদীন, তুই ওই ঝোপড়িটা একবার দেখে আয় তো, যদি ওখানে লুকিয়ে থাকে।"

রামদীন বলল, "আরে নেহি বাবা। ও লেড়কা অ্যাযসা বুরবাক নেহি।"

"তোকে যা বলছি তাই কর না। গিয়ে দেখে আয়। থাকলে ভাল। না থাকলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আয়।"

রামদীন বলল, "যো হুকুম।" বলে মশাল নিয়েই উঠে গেল। তারপর ঝোপড়িটা ভাল করে দেখে বলল, "নেহি। ইধার তো কোঈ নেহি হ্যায়।"

"তা হলে চলে আয়।"

রামদীন ওদের কথামতো তাই করল। অর্থাৎ চলে আসার আগে মশালের আগুনে ঝোপড়িটা জ্বালিয়ে দিল।

শুকনো ডালপাতা আগুনের সংস্পর্শে নেচে উঠল প্রলয় নাচনে। অন্ধকারে আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

নীচের একজন চেঁচিয়ে উঠল, "অবজারভেটরির মাথায় কে?"

অন্যজন বলল, "কে আবার! ভূত!"

"বাজে বকিস না। ওই, ওই দ্যাখ। আগুন জ্বলে উঠতেই একটি ছেলে ও মেয়ের ছায়া পড়েছে এখানে। দ্যাখ ভাল করে।"

সত্যিই তো! অন্ধকারে অবজারভেটরির ছাদে ওরা দু'জনে বসে ছিল আক্রমণের ভঙ্গিতে। কমলুর হাতে ছিল তির-কাঁড়। আগুনের আভায় ওদের ছায়াটা পাশের ঝোপের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ওপরে কারা? শিগগির নেমে এসো বলছি। নামো, না হলে কিন্তু বাধ্য হব গুলি চালাতে।"

বাবলু ও কমলু দু'জনেই তখন আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে।

অন্যজন বলল, "কোথায় কে? তুই মনে হয় ভুল দেখেছিস।"

"আমার চোখকে ফাঁকি? একটা ছেলে আর একটা মেয়ের ছায়া আমি স্পষ্ট দেখেছি।"

"ওরা তো তারা নাও হতে পারে।"

"কিন্তু মেয়েটির হাতে তির-ধনুক ছিল।"

"তা হলে নিশ্চয়ই কোনও আদিবাসী শিকারে এসেছে।"

"উঁহু। আদিবাসীরা ওইরকমভাবে শিকারে আসে না। এ সেই ছোকরাটা ছাড়া আর কেউ নয়। কোনও আদিবাসী মেয়ের সাহায্য নিয়েই ও বেরিয়ে এসেছে। কেন না আমাদের কুকুরগুলো সব বিষাক্ত তিরের আঘাতে মরেছে।" বলেই লোকটি আবার হাঁক পাড়ল, "কে আছ ওপরে, নেমে এসো বলছি।"

বাবলু দেখল, ধরা যখন পড়েই গেছে তখন আর আত্মগোপনের প্রয়োজন নেই। তাই বলল, "কী করে নামব? ওঠার সময় বেশ উঠেছি। এখন নামতে যে পারছি না।"

লোকটি কঠিন গলায় বলল, "কে তুই?"

"আমি সেই। সেই আমি।"

"তোর সঙ্গে আর কে আছে?'

"আমার সঙ্গে আছে যম। অবশ্য আমার নয়, তোমাদের।"

"তবে রে! তোকে দেখাচ্ছি মজা। তোর সব চালাকি বের করছি। ওই কুকুরগুলোর মতো অবস্থা তোরও যদি না করি তো আমার নাম নেই।"

"তোমাদের নিজেদের হালও যদি ওইরকম না করি তো আমারও নাম নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকটি দারুণ রেগে বলল, "কে কার কী করে দ্যাখ এবার।"

বাবলু ভেংচি কেটে বলল, "অ্যাপ।"

লোক দু'জন বাবলুর সঙ্গে আর কথা-কাটাকাটি না করে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। এই অবজারভেটরির ছাদে ওঠার জন্য একটা সিঁড়িও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিঁড়ির অর্ধেকটা ভাঙা। সেই ভাঙা সিঁড়ির কাছে এসে কয়েক ধাপ ওপরে উঠে একজন বলল, "রামদীন, তুই একবার এদিকে আয় তো দেখি। তোর কাঁধে ভর দিয়ে ছাদে উঠি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে রামদীন এগিয়ে এল। সিঁড়ির সর্বশেষ ধাপটিতে দাঁড়িয়ে বলল, "আউর তো হ্যায়ই নেহি। হিয়া আ যাইয়ে।"

যে পর্যন্ত সিঁড়ির ধাপ গিয়ে ভাঙা জায়গায় শেষ হয়েছে সেই পর্যন্ত গিয়ে রামদীন ওই কথা বলতেই উগ্র মেজাজের সেই লোকটি গিয়ে রামদীনের কাঁধে পা রেখে ছাদে উঠতে গেল।

বাবলু আর কমলু তৈরিই ছিল। লোকটি ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতেই ওরা এমন একটা ধাক্কা দিল তাকে যে, বিকট চিৎকার করে একেবারে দেড়শো ফুট খাদে। শুধু সে নয়, রামদীনও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সিঁড়ির নীচে।

অন্য লোকটি তখন ঝুঁকে পড়ে খাদের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গীর অবস্থা দেখতে যেতেই আর এক কাণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশের একটা গর্ত থেকে বুনো বাঘ একটা বেরিয়ে এসে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। কিছুক্ষণ বাঘে-মানুষে প্রচণ্ড লড়াই। তারপরই সব শেষ। শিকার মুখে নিয়ে বাঘটা পালাতেই রামদীন 'বাবা রে মা রে' করে একটা মশাল নিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই পালাল।

কমলু আর বাবলু তখন মই বেয়ে নীচে। সিঁড়ির মুখে ঝুঁকে পড়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল একটি লোডেড পিস্তল। বিদেশি জিনিস। সেটা টোটা ভর্তিই ছিল।

বাবলুর মন আনন্দে ভরে উঠল।

কমলু বলল, "তা হলে?"

"অল কোয়াযেট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।"

কমলু বলল, "উঁহু। অন দ্য হিল টপ।"

"থ্যাঙ্কস।"

"তুমি তো একটা পিস্তল কিংবা রিভলভার চাইছিলে, পেয়ে গেলে। এখন আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক হবে না। ওই লোকটা গিয়ে যদি তোমার ওই প্রিন্স না কী যেন, তাকে জানিয়ে দেয় তা হলে কিন্তু যা-তা ব্যাপার হয়ে যাবে একটা। সবসময় তো চালাকি খাটবে না।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। চলো তবে।"

ওরা শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া দুটো মশাল নিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। অন্ধকারে ওঠার চেয়ে নামাটাই বেশি কষ্টকর। কেন না একবার পা ফসকালে একেবারে গভীর খাদে পড়ে যেতে হবে। খাদের গভীরতা এখানে কোথাও কুড়ি ফুট, কোথাও সত্তর ফুট, কোথাও বা একশো ফুট। এর ওপরে আছে বন্য জন্তুর ভয়। চিতা আর ভালুকের উপদ্রব এই অঞ্চলে খুব বেশি।

যাই হোক, বরাত ভাল যে, একটা শেয়ালও চোখে পড়ল না ওদের। তবে দূর থেকে অনেক বন্যজন্তুর নানারকম ডাক শোনা যেতে লাগল।

পাহাড় থেকে নেমে প্রথমেই ওরা মশালদুটোকে ফেলে দিল একপাশে। তারপর দু'জনেই অন্ধকারে মিশে এগোতে লাগল জিব্রাল্টারের দিকে। খানিক গিয়ে এক-জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে দূর থেকে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু না। বাড়িটা আগের মতোই থমথম করছে প্রেতপুরীর মতো। সেখান থেকে কাউকেই ঢুকতে বা বেরোতে দেখা গেল না।

কমলু বলল, "কী করবে? এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবে, না এগোবে শহরের দিকে?"

"তাতেই বা লাভটা কী হবে? আমার হাতে পিস্তল যখন আছে তখন বিপদ বুঝলেই চালিয়ে দেব। আর একটু থেকে দেখাই যাক না! রামদীন নামে ওই লোকটাই বা গেল কোথায়?"

কমলু বলল, "তা হলে এক কাজ করা যাক। এইভাবে নীচে দাঁড়িয়ে না থেকে কোনও একটা গাছের ডালে আশ্রয় নেওয়া যাক। তুমি গাছে উঠতে পারো তো?"

"পারি। তবে খুব বড় গাছ হলে পারব না।"

কমলু বলল, "বড় গাছের দরকার নেই। ছোটখাটো গাছ হলেও হবে। আসলে একটু লুকিয়ে থাকার জন্য।

কেন না এইসব এলাকা হচ্ছে কুখ্যাত এলাকা। অনেকরকমের খারাপ লোকের আনাগোনা এখানে। চোর-ডাকাতদের অভয়ারণ্য এইসব জায়গা। খুন-জখম সবকিছুই হয়। রাতের অন্ধকারে কখন যে কী হয় এখানে, তা কেউ জানে না।"

ওরা একটা ঘন পাতায় মোড়া ছোট গাছের ওপর উঠে শক্ত ডালে বসে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল।

কমলু বলল, "ভোরের আলো ফুটে না ওটা পর্যন্ত এইভাবেই নিশ্চিন্তে বসে থাকা যাক। লোকজনের চলাচল শুরু হলে আর আমাদের আত্মপ্রকাশের কোনও বাধা থাকবে না।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল।" বলেই বলল, "আবার আমার কীরকম যেন খিদে পেয়ে যাচ্ছে।"

কমলু বলল, "তা তো পাবেই। তবে কিনা সকাল না হওয়া পর্যন্ত কিচ্ছুটি করা যাবে না আর।"

"সকাল হলেই বা লাভ কী? কিছু যে কিনে খাব সে পয়সাও তো নেই।"

"আমারও তো নেই। তবু ব্যবস্থা একটা হবেই। কোনওবকমে এই এলাকার বাইরে যেতে পারলে অনেক দোকানপত্তর পাওয়া যাবে। আমার চেনাজানা দোকানও আছে অনেক। সেখানেই তোমাকে পেট ভরিয়ে কিছু খাইয়ে নেব। তারপরে আমাদের গ্রামে যাবে তুমি। তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়াব ব্যবস্থা আমরাই করে দেব।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। তবে কিনা তোমাদেব বাড়িতে যাওয়ার আগে একবাব থানায যাব আমরা। সেখানে গিয়ে সবকিছু জানিয়ে এই পিস্তলটা জমা দিতে হবে। নাঃ, থাক—।"

"থাক কেন! কী বলতে চাও তুমি?"

"ভাবছি এটা জমা দেব না। কাবণ, একেবারে বাড়ি না ফিবে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে সবসময় আমার কাছে-কাছেই বাখা উচিত। কেন না হঠাৎ কবে যদি কোথাও কোনও বিপদে পড়ি তখন কিন্তু এ-ই আমাকে রক্ষা করতে পারবে।"

"ঠিক। তা আমি বলি কী, এইসব জায়গা ভাল জায়গা নয়। আমাব মনে হয তুমি এখানেও থানা-পুলিশ করতে যেয়ো না। প্রথমে আমাদের গ্রামে চলো, তারপরে সোজা বাড়ি চলে যাও।"

বাবলু বলল, "কিন্তু এখানকার এই ব্যাপারস্যাপারগুলো স্থানীয় পুলিশকে জানানো তো দবকাব। বিশেষ করে এই দল যখন পুলিশের নোটিশে আছে।"

"ধরো ওখানেই ওদের কোনও স্পাই যদি ঘাপটি মেরে থাকে, তা হলে?"

বাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "এই কথাটা অবশ্য তুমি মন্দ বলোনি। এখান থেকে দূবে কোথাও গিয়েই ববং যা করবার করি।"

"সেটা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

এমন সময় হঠাৎ ওদের নজবে পড়ল একটি গাড়ির আলো ধীরে ধীরে এদিকে আসছে। ওরা স্থির দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল। এ-পর্যন্ত ট্রাক চলাচলের উপযুক্ত পথ আছে। তাই গাড়িটাব এ-পথে আসতে কোনও অসুবিধে হল না।

গাড়িটা এসে জিব্রাল্টারেব অদূরে রাস্তার ধারে এক জায়গায় থামল। অ্যামবাসাডার গাড়ি একটা। গাড়ির আলো নিভল। গাড়ির ভেতব থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে জিব্রাল্টারের বহুদিনের অব্যবহৃত মরচে-ধরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে আলোর সংকেত দেখাল।

একবার, দু'বার, তিনবার।

কিন্তু না। ওদিক থেকে কোনও সংকেতই এল না।

লোকটি এবার পাখির ডাকের মতো কবে এক ধবনেব আওয়াজ দিল। কিন্তু কাজ হল না তাতেও।

ওর পাশে তখন আর একজন এসে দাঁড়াল। সেও ওইভাবে আলোর সংকেত দিয়ে বাঁশি বাজাল।

তাতেও এল না কেউ।

গাড়ির ভেতর থেকে এবার পুরোদস্তুব সাহেবি চেহারায় একজন নেমে এসে বলল, "হাউ স্ট্রেঞ্জ! টনি! বকি! গো অ্যাহেড অ্যান্ড সার্চ দ্য রুম। হোয়্যার ইজ মাই ফ্রেন্ড? কোথায় তার দলবল?"

টনি, রকি সেই লোহার গেট টপকে বুলডগের মতো ছুটল সেই বাড়ির দিকে। ওদের দু'জনেরই হাতে ম্যাগনাম...।

এবার ভীত, সন্ত্রস্ত একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল গাড়ির ভেতর থেকে। বলল, "এ কী! কার্ভালো! তোমার গলায় অন্য সুর দেখছি। তুমি এখনও রাকাকে তোমার ফ্রেন্ড বলছ কী কারণে? আমরা তাকে খুন করতে এসেছিলাম।"

কার্ভালো রাতের নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "জাস্ট লাইক এ ফুল। রাকা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি এক। আমরা তোমাকেই খুন করবার জন্য এই ফাঁদ পেতেছিলাম। নাউ বি রেডি ফব ডেথ।"

'ঢিসুম।"

আর্তনাদ করে উঠল লোকটি।

গুলির শব্দ শুনেই ফিরে এল টনি, রকি। কিন্তু এ কী! বাবলু আর কমলু সবিস্ময়ে দেখল, জঙ্গলের ভেতর থেকে সশব্দে দুটো গুলি ছুটে আসতেই ছিটকে পড়ল টনি, রকিও। গুলি দুটো ওদের পায়ে লেগেছে।

কার্ভালোও সেই চরম মুহূর্তে জঙ্গল লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুড়েই গাড়ি নিয়ে উধাও। কিন্তু প্রশ্ন এই, জঙ্গলের ভেতর থেকে ওই গুলিদুটো ছুড়ল কে?

॥ ১৪ ॥

কে যে কোথা থেকে কী করল তা ভেবেও পেল না ওরা। নেমে যে দেখবে বা এগিয়ে যাবে, সে সাহসও হল না ওদের। কেন না ঘায়েল চিতার মতো টনি, রকি হিংস্র দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে শিকারি কুকুরের মতো খুঁজছে সেই আততায়ীকে।

কমলু আর বাবলু বুঝতে পারল না ঘটনার গতি এবার মোড় নেবে কোন দিকে।

গুলি খাওয়া টনি, রকি ঝুঁকে পড়ে কার্ভালোব গুলিতে নিহত সেই মৃতদেহটাকে একবার ভাল কবে দেখল। তারপর আর কোনও বাধা না পেয়ে অন্ধকাবে মিশে আগ্নেযাস্ত্র ত্যাগ কবে পিছু হটতে হটতে চলে গেল যে পথে কার্ভালোর গাড়িটা উধাও হয়েছে সেই পথে।

এর পরে বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। একবার একটি শেযাল অথবা কুকুর এসে শুঁকে দেখল মৃতকে। তারপর কেমন যেন ভয় পেয়ে পালাল। ভয় পাওয়ার কারণও আছে। দেখা গেল বলিষ্ঠ চেহারাব একজন লোক টলতে টলতে জঙ্গলেব ভেতর থেকে বেরিযে এসে মৃতর পাশে দাঁড়াল। ওব নাড়ি টিপে কী যেন পবীক্ষা করল। হযতো দেখল ওব সারা শবীবে কোথাও আর প্রাণের স্পন্দন আছে কি না। যখন বুঝল সব শেষ তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই পকেট থেকে রুমাল বের কবে কপালের ঘাম মুছে একটা সিগারেট ধবাল।

গাছের ডালে বসেই এইসব দেখতে দেখতে বাবলু বলল, "অসম্ভব মাথামোটা লোক তো।"

কমলু বলল, "কেন?"

"এই মুহূর্তে গুলি খাওয়া ওই লোকদুটো যদি আবার ফিবে আসে?"

"তা হলে তো ভালই হয়, খেলাটা জমে ওঠে আরও।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় এই লোকটা ওদেব জন্য অনেকক্ষণ থেকেই ওত পেবে ছিল। ও নিশ্চযই জানত ওরা এই সময়ের মধ্যে এখানে আসবে।"

"তোমার ধারণাই ঠিক। তবে কিনা লোকটা ওদের বুকে গুলি না কবে পাযে গুলি করল কেন?"

"হয়তো ওদের একেবারেই মারতে চায়নি। আসলে কাউকে শাস্তি দিতে গেলে তাকে জখম করেই জিইয়ে বাখা উচিত।"

"আমরা তা হলে আর কতক্ষণ এইভাবে বসে থাকব?"

"না। আর বসে থাকা নয়, এগিয়ে যেতে হবে ওদেব দিকে। গিযে দেখতে হবে রহস্যটা কী? জানতে হবে ওবা কাবা? রাতের অন্ধকারে কেন ওদের এই প্রতিশোধ নেওযার পালা?" বলেই ঝুপঝাপ গাছ থেকে নেমে পড়ল দু'জনে।

কমলুর হাতে তিব-ধনুক।

বাবলুর হাতে পিস্তল। যদিও এটা ওর নিজের নয়, তবুও এই ঘোর বিপদে এটাই ওর রক্ষাকবচ।

ওরা সরীসৃপের মতো একটি একটু করে এগিয়ে সেই লোকটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পিস্তল উদ্যত করে খুব কাছে গিয়ে চাপা গলায় বাবলু বলল, "হে রহস্যময় আততায়ী। আপনার পরিচয পেতে পারি কী? কে আপনি? কার প্রতীক্ষা করছেন? আর এই মৃত লোকটিই বা কে?"

আততায়ী চমকে উঠল না। ভয় পেল না। বলল, "বাবলু! তুমি কিন্তু অত্যন্ত লাকি। তুমি যে বেঁচে আছ এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। রাকার খপ্পর থেকে তুমি মুক্তি পেলে কী কবে?"

বিস্মিত বাবলু বলল, "আপনি আমাকে চেনেন?"

"তোমার বন্ধুদেরও চিনি। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু, আর এই ল্যাংচা ছেলেটিও মন্দ নয়। তবে মারাত্মক একটি যন্ত্র তোমরা সঙ্গে রেখেছ বটে। কী নাম যেন ওর? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমার বারোটা তো ওই বাজিয়ে দিয়েছিল প্রায়।"

বাবলু বলল, "আপনি এতসব জানলেন কী করে? কে আপনি? ওদের সঙ্গে কোথায় আপনার দেখা হয়েছিল?"

"তার আগে বলো তুমি বাবলু কিনা?"

"হ্যাঁ, আমিই বাবলু।"

"আমার নাম প্রাণকিশোর। আর এই যে ডেডবডিটা পড়ে আছে দেখছ, এই হচ্ছে তোমাদেব শিকার। ওর নাম শিবকুমার শর্মা। একজন জাল ড্রাগিস্ট।"

বাবলু বলল, "ওঁব সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?"

"শিবকুমার আমার প্রাণের বন্ধু। ওদের এই অপবাধ জগতের আমিও অপর এক খলনায়ক। তবে ভাই, যে যত বড় শয়তানই হোক না কেন, একসময় সে ঠিকই তার নিজেব ভুল বুঝতে পারে। প্রিন্সেব চাতুরি, রাকার ফাঁদ সব আমরা বুঝে গেছি। তাই আস্তে-আস্তে আমরা গুটিয়ে নিচ্ছিলাম নিজেদের। কিন্তু মাঝখান থেকে কার্ভালো এসে জট পাকিয়ে দিলে সব। ওর ট্র্যাপে পড়ে ফেঁসে গেল শিবকুমার। আমার মতো হিতৈষী বন্ধুকেও ভুল বুঝল। তোমাদেরই দলের মানেকা নামের একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করার ব্যাপাব নিয়ে আমার সঙ্গে বিরোধ তুঙ্গে উঠে যায়। যখন আমি বুঝতে পারি ওদের চোখেব মণিতে আমাকেই খুন করার সংকল্প স্থিরভাবে খেলা করছে তখনই ঠিক করি ওদেব দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিযে আমি পুলিশের কাছে গিয়ে আমার সমস্ত অপরাধের কথা কবুল কবে আত্মসমর্পণ করব।"

বাবলু বলল, "কিন্তু...।"

"তোমার কিন্তুর উত্তর আমি দিচ্ছি। সেই বরাকর থেকে পুলিশের নজব এড়িযে আমি উল্কাব মতো ছুটে এসেছি ওদের হত্যা করে তোমাদেব সেই অপহৃতা মেয়েটিকে উদ্ধার করব বলে।"

বাবলু বলল, "কী বলছেন কি আপনি? মানেকা ওই কার্ভালোব গাড়িতে ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। তারপরে শোনো, বরাকবে তোমাদের পঞ্চুব তাড়া খেযে পড়ে গিয়ে আমি খুবই জখম হয়েছিলাম। সেই অবস্থায এতদূব এসেছি মোটববাইক নিযে। ওরা আসবাব আগেই এসে পৌঁছেছি। এসে শত্রুব প্রতীক্ষা করছি। মোটরবাইকটাকে জঙ্গলের একপাশে লুকিয়ে রেখে আমার রিভলভাব ঠিক কবে নিতে গিয়েই দেখি আমার কাছে দুটোর বেশি গুলি নেই। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে রীতিমতো দমে গেলাম আমি। তবু সংকল্পচ্যুত হলাম না। আমাব টার্গেট দু'জন। দুটো গুলিই যথেষ্ট। আমি যখন ওদের প্রতীক্ষা করছি তেমন সময দেখি তোমরা দু'জনে আসছ। মশালের আলোয় তোমার মুখ দেখেই আমাব মনে হল তুমিই সেই বাবলু। ওই মেয়েটি কে?"

বাবলু বলল, "রাকার বন্দিশালা থেকে ওব দলবল নিয়ে ও-ই আমাকে উদ্ধার করেছে। আমার কৌশল, আমার বুদ্ধি, কোনওটাই কাজে লাগেনি এখানে। ওরা না থাকলে আমাকে অসহায়ভাবে মরতে হত।"

"যাকগে, তোমরা এলে, গাছে উঠলে, সবই চেয়ে চেয়ে দেখলাম। এমন সময় ওরা এল। ওরা চারজন। আমার কাছে বুলেট মাত্র দুটি। তাই বীরবিক্রমে ঝাঁপিযে পড়তে পারলাম না। কিন্তু কার্ভালো যে শিবকুমারকে ওইভাবে হত্যা করবে এ আমি ভাবতেই পারিনি । কী নিষ্ঠুর! কী দারুণ বিশ্বাসঘাতক। যাই হোক, পাপের বেতন মৃত্যু, এ সবাই জানে। শিবকুমার আমার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কাজেই এটা তার প্রাপ্য ছিল। আমি তখন এমনই মর্মাহত হলাম যে, শিবকুমারের জন্য চোখে জল এসে গেল আমার।"

বাবলু বলল, "সে কী! আপনি তো বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকেই খুন কবতে এসেছিলেন? তার জন্যে আপনার চোখে জল আসবে কেন?"

"জানি না। হয়তো মায়ায়।"

বাবলু প্রাণকিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করল একটু। তাবপর বলল, "আচ্ছা, ওই যে দু'জন লোককে আপনি গুলি করলেন ওরা কারা?"

"ওরা হল টনি আর রকি। দুষ্ট কার্ভালোর ডান হাত, বাঁ হাত। ওদের ঘায়েল না করে কার্ভালোকে গুলি করলে ওরা ঠিক এসে খুঁজে বের করত আমাকে। তাই ভেবেছিলাম ওদের একজনকে মেরেই কার্ভালোকে শেষ করব। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জের দূরে থাকায় প্রথম গুলিটা একজনের পায়ে লাগে। দ্বিতীয় গুলিটাও ফসকে গিয়ে লাগে আর একজনের পায়ে। ততক্ষণে ধূর্ত কার্ভালো আন্দাজেই গুলি করে গুলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শব্দের লক্ষ্যস্থল অনুমান করে। ওর সেই গুলিও বেকার হয়নি। গুলিটা আমার পায়ে লাগে। অসহ্য যন্ত্রণা চেপে আমি কিন্তু কথা বলছি তোমাদের সঙ্গে। আমার বন্ধুর মরদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম, ওরা চলে গেলে গাছ থেকে নেমে তোমরা ঠিক আমার কাছে আসবে। এখন শোনো, তুমি মুক্তি পেলেও তোমার বন্ধুদের পরিণামে যে কী আছে, তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। ওরা আজ কোডারমায় গেছে। এদিকে খবর পেয়ে রাকাও প্রিন্সের ডালকুত্তাদের নিয়ে রওনা হয়েছে ওদের মোকাবিলা করতে। এতক্ষণে ওরা হয়তো শেষই হয়ে গেছে। আর কার্ভালো এই মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যে রাখবে তা জানি না। এই জিব্রাল্টার থেকেই ওকে পাচার করার মতলব ছিল তা জানি।"

বাবলু বলল, "আমি যাব আমার বন্ধুদের কাছে। কীভাবে যাব, কোথায় যাব, একটু বলতে পারেন?"

"অবশ্যই পারি। আমার মোটরবাইকটা নিয়ে তুমি...।"

'থামলেন কেন, বলুন? আমি চালাতে পারি।"

"তবে তো কোনও চিন্তাই নেই। তুমি এখনই আমার মোটরবাইকটা নিয়ে ধাওয়া করো কার্ভালোকে।"

"সে তো এখন অনেক দূরে। কোথায় কতদূরে চলে গেছে তা কে জানে?"

"না। বেশিদূরে যায়নি বা যেতে পারেনি সে। এই এলাকার বাইরে বড় রাস্তায় গেলেই শের সিং-এর পঞ্জাবি ধাবা দেখতে পাবে। ও ওইখানেই কোথাও মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখে বিশ্রাম নেবে।"

"আর আমার বন্ধুরা?"

"তাদের উদ্ধার করা তোমার পক্ষে আব সম্ভব নয়। বরং মেয়েটিকে উদ্ধাব করে পরে তুমি ওই কোডারমায় গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারো ওরা বেঁচে আছে না ডালকুত্তার পেটে।"

বাবলু আর কমলু দু'জনে মিলে জঙ্গলের ভেতর থেকে মোটরবাইকটাকে ধরাধরি করে টেনে আনল।

বাবলু প্রাণকিশোরকে বলল, "চেপে বসুন এতে।"

"আমি! আমি কেন? তোমবা যাও।"

"তাই কি হয়? আপনাকেও যেতে হবে। না হলে এই জঙ্গলেব মধ্যে একা আপনি নিরস্ত্র পড়ে থাকবেন নাকি? তা ছাড়া এখনই আপনার কোনও একটা নার্সিংহোমে গিয়ে গুলিটা অবিলম্বে বের কবা দরকার।"

"আমাব জন্য চিন্তা কোবো না বন্ধু। আগে আমি থানায় যাব। তারপরে অন্য ব্যবস্থা।"

"তবে তাই চলুন।"

প্রাণকিশোর বসলে বাবলু কমলুকে বলল, "এবার একটু কষ্ট করে তুমিও বসে পড়ো।"

কমলু বলল, "আমাব কাজ শেষ। এবার আমিও যে বিদায় নেব। এই অবস্থায় তুমি তো আমাদের গ্রামে যেতে পাববে না। পবে ববং দলবল নিয়ে আর একবার এসো, তখন সবাই মিলে তোলপাড করব এখানকার বন-পাহাড়।"

বাবলু বলল, "আসব—আসব নিশ্চয়ই আসব। তবে কিনা আমি যে ভয়ানক ক্ষুধার্ত। তুমি না বলেছিলে কোথাও নিয়ে গিয়ে আমাকে কিছু খাওয়াবে।"

"ও, হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম, চলো তবে।"

এবার কমলুও চেপে বসল।

বাবলু স্টার্ট দিল মোটরবাইকে। প্রথমটা একটু অসুবিধে হল। কেন না হালকা ধরনের স্কুটার চালাতেই অভ্যস্ত বাবলু। এটা অসম্ভব ভারী। তার ওপরে সওয়ারি তিনজন। এবং ওর শরীবও অভুক্ত থাকার ফলে অত্যন্ত দুর্বল।

যেতে যেতে প্রাণকিশোর বলল, "এরা তোমাকে ভাল করে খেতেও দেয়নি মনে হচ্ছে।"

কমলু বলল, "ভাল করে খেতে না দেওয়া ছাড়া একফোঁটা জল পর্যন্ত দেয়নি। ঘরের ভেতর শূন্য কলসি একটা রেখে গিয়েছিল।"

বাবলু বলল, "নেহাত কমলু একটা শজারু মেরে খাইয়েছিল তাই রক্ষে। না হলে শুকিয়েই মবতাম। এখনও ওর সাহায্য ছাড়া চলবে না। কেন না আমি একেবারেই মানিলেস।"

"বলো কী?"

"আমাব কাছে টাকাপয়সা যা কিছু ছিল সব ওরা কেড়ে নিয়েছে।"

প্রাণকিশোর ওর মানিব্যাগটা বের করে বাবলুর বুক পকেটে রেখে দিল।

বাবলু বলল, "এটা কী?"

"এতে হাজারদুয়েক টাকা আছে। সঙ্গে রাখো, কাজে লাগবে, তোমার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কিন্তু আপনার চলবে কী করে?"

"তোমার আরও টাকার দরকার থাকলে আমি দিতে পারি।"

"এখনই আপনাকে নার্সিংহোমে যেতে হবে। ওষুধপত্তর লাগবে। আপনাবও তো খরচখরচা আছে।"

"এইসব ব্যাপারে আমার এক পয়সাও খরচাখরচা নেই। ওষুধ, ডাক্তার সবই ফ্রি। এই ওষুধের ব্যবসায়ে লাখ লাখ টাকার লেনদেন আমাদের।"

এইভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে খানিক যাওয়ার পরই থেমে পড়তে হল ওদের। দেখল একদল আদিবাসী তির-কাঁড নিয়ে মশাল হাতে হইহই করে এদিকে আসছে। তাদের হাতে বন্দি টনি আর বকিকে মারতে মারতে নিয়ে আসছে তারা।

বাবলু মোটরবাইক থামাতেই মারমুখী হয়ে ছুটে এল আদিবাসীরা। কিন্তু ওরা খুব কাছে আসার আগেই কমলু গিয়ে বাধা দিল ওদের।

কমলুর বান্ধবীরা ও ছিল ওদের দলে। তারা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কমলুকে। তারপর ওদের ভাষায় কীসব কথাবার্তা হল। বাবলু সে সবের কিছুই বুঝল না।

যাই হোক, কমলু ওদের সর্দারকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে তারা টনি ও বকিকে নিয়ে শিবকুমাবের মরদেহ দেখতে চলল।

বাবলু কামলুকেও বিদায় জানাল এখানে। বলল, "তুমি আর একা থেকো না। তোমাব দলের লোকেদের সঙ্গেই চলে যাও তুমি। আমার পকেটে তো এখন টাকা এসে গেছে। আর কোনও অসুবিধে হবে না আমার। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তোমাব ঋণ কখনও শোধ করতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমিও তোমাকে চিরদিন মনে রাখব। কমলু! তোমাকে ভোলবার নয়।"

কমলুও হাত নেড়ে ওদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল। হাসিমুখে বলল, "ভোরতিনবেড়েদা।" অর্থাৎ "ভোর হয়ে আসছে।"

বাবলু বলল, "আসি তা হলে?"

কমলু বলল, "জমঞের।" অর্থাৎ "হ্যাঁ।"

বাবলু প্রাণকিশোরকে নিয়ে হাজারিবাগ শহরের দিকে দ্রুত ধেয়ে চলল।

আকাশ একটু একটু করে ফরসা হচ্ছে। অরণ্যের দেশ হাজারিবাগের গাছপালায় কিচকিচ করছে অসংখ্য পাখপাখালির দল। নতুন প্রভাত জেগে উঠছে। পথে লোকজনের চলাফেরাও শুরু হচ্ছে। একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে রহস্যময় ক্যানারি হিল। বাবলুরও মনোবল বাড়ছে।

প্রাণকিশোর বলল, "সোজা রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের এই পথটা ধরে এগিয়ে চলো।"

একটা লাল মাটির অমসৃণ ঢালু পথ আর এক অরণ্যময় প্রান্তবের দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে মিশে গেছে শহরেব প্রাণকেন্দ্রে।

প্রাণকিশোর এক জাযগায় এসে থামতে বলল বাবলুকে।

বাবলু মোটরবাইক থামালে প্রাণকিশোর নেমে বলল, "আমার বন্ধুর নার্সিংহোম এখানেই। আমি তার কাছে গিয়েই পা থেকে গুলিটা বের করে নিই। তুমি সামনেব দিকে একটু এগোলেই একটা লেক দেখতে পাবে। ওই লেকের কাছে মবিডিক নামে একটা ছোট্ট কটেজ আছে। কার্ভালো ওখানে দু'-একবার উঠেছিল। আজ কী করবে তা জানি না। তুমি দূর থেকে লক্ষ রেখো জায়গাটার দিকে। তবে সর্বাগ্রে একটু কিছু তুমি খেয়ে নাও। ওইখানেই আশপাশে ছোট ছোট দু'-একটা গুমটির দোকান দেখতে পাবে। ওখানে আর কিছু পাও বা না পাও পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ আর চা পাবেই। তুমি যাও।"

বাবলু বলল, "আপনি যে তখন পঞ্জাবি ধাবার কথা বললেন।"

"আমরা ওই ধাবার পাশ দিয়েই এসেছি। তখনই লক্ষ কবেছি সেখানে কেউ নেই।"

"আপনার মোটরবাইকটা ফেরত দেওয়ার কী হবে?"

"ওইসব চিন্তা করে অযথা সময় নষ্ট কোরো না। পারলে টাউনে গিয়ে একটু তেল ভরে নিয়ো, না হলে বিপদে পড়বে।"

"কিন্তু ধরুন, ওরা যদি ওখানে না থাকে, তখন কী করব?"

"তখন ওই মেয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে সোজা কোডারমায় চলে যাবে। সেখানে গেলে আশা করি তোমাব বন্ধুদের ব্যাপারে ভাল হোক, মন্দ হোক, যাই হোক কিছু একটা খোঁজখবর পাবেই।"

বাবলু প্রাণকিশোরের নির্দেশমতো সেই অজানা অচেনা পথ ধরে এগিয়ে চলল। ভাগ্যি ভাল, বেশিদূব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যেতে হল না, এক জায়গায় দেখল একটি বড় গাছের নীচের ঝোপড়ির দোকানে অনেক শ্রমিক শ্রেণীব মানুষের জটলা। সেখানে বড়-বড় শিঙাড়া আর জিলিপির পাহাড় যাকে বলে। সেইসঙ্গে ঘনদুধের গাঢ় লিকারের চা।

বাবলুর মন আনন্দে ভরে উঠল।

মোটরবাইকটা একপাশে রেখে কোনওরকমে দরদাম না করেই পেঠভরে শিঙাড়া আর জিলিপি খেতে বসে গেল সে। তারপবে পর পর দু'কাপ চা খেতেই ওর শবীবে যেন অসুরের শক্তি এসে ভর করল।

বাবলু এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল লেকের দিকে। এদিকটা খুবই নির্জন। মাঝেমধ্যে দু'-একজন স্বাস্থ্যান্বেষীকে সে-পথে মর্নিংওয়াক করতে দেখা গেল। কিন্তু তা ছাড়া আব কাবও অস্তিত্বই নেই সেখানে। তবুও সতর্কভাবে চাবদিকে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীবে এগোতে লাগল বাবলু।

একসময় দূর থেকেই লক্ষ পড়ল সেই কটেজটার দিকে। ওই—ওই তো মবিডিক। কিন্তু ওখানেও কেউ নেই। চারদিক শুনশান।

এখানে কোথায় কার্ভালো, কোথায় মানেকা! ওদের সেই গাড়িটাই বা কোথায়? কিছুই তো নজরে পড়ছে না।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ। আশায় বুক ভরে উঠল বাবলুর। বাড়ির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই এই ক'দিন। বাবা-মা কত ভাবনা-চিন্তা কবছেন ওব জন্য। মা হয়তো খাওয়াদাওয়াই ত্যাগ কবেছেন। মাযের সঙ্গে কথা বলবার জন্য মনটা ছটফট কবে উঠল ওব। ভালই হল, এই টেলিফোন বুথ থেকেই মবিডিকের ব্যাপারে একটু খোঁজখবব নেওয়া যাবে।

বাবলু মোটববাইকটা একপাশে বেখে বুথে গিয়েই বলল "একটা এস টি ডি কবব।"

"কলকাতায় নিশ্চযই? নম্বর বলুন।"

বাবলু নম্ববটা লিখে দিতেই লাইন পেয়ে গেল। বলল, "নিন, কথা বলুন।"

ফোনটা বাবা ধরেছিলেন। বাবলুব কণ্ঠস্বব কানে যেতেই মাকে বললেন, "বাবলু, বাবলুব ফোন।" তারপব বললেন, "হ্যাঁ বল, তোব খবব কী? কোথা থেকে ফোন করছিস তুই?"

বাবলু ওর সব কথা খুলে বলল। এমনকী পাণ্ডব গোয়েন্দাদেব অন্যান্যবাও যে বিপদেব মধ্যে, তাও বলল। আব এও বলল, এখান থেকে ও কোডাবমাব দিকেই যাচ্ছে। এখন ও সম্পূর্ণ মুক্ত।

ফোন বেখে বিল মিটিযে পিছু ফিবতেই ও দ্যাখে জ্বলন্ত বাঘের দৃষ্টি নিযে ওর পেছনে যে দাঁড়িযে আছে সে আর কেউ নয, কার্ভালো। কার্ভালো ওকে চেনে না। তবে শুনেছে ওর কথা। ও কিন্তু চেনে। ও দূব থেকে দেখেছে কার্ভালোকে। কিন্তু কার্ভালোব চোখে এই হিংস্র দৃষ্টি কেন? তবে কি ফোনের কথাগুলো ও শুনেছে?

কার্ভালো ওর পেটের কাছে বিভলভাবেব নল ঠেকিয়ে বলল, "হু আর ইউ?"

বাবলু হেসে বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"হোয়াই আর ইউ হিয়ার?"

"আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ।"

"এনি বিজনেস উইথ মি?"

বাবলু বলল, "নো।" বলেই বলল, "বাট হোয়্যার ইজ মানেকা? মাই গার্ল ফ্রেন্ড?"

কার্ভালো হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠতেই বাবলু ওব চোযাল লক্ষ্য কবে টেনে একটা ঘুসি মারল। কার্ভালো ছিটকে পড়ল বাস্তাব ওপব।

ওইরকম একটা চেহারা যে এইভাবে এক ঘুষিতেই কাত হবে তা ভাবাও যায়নি। কার্ভালো নিজেও বুঝতে পারেনি ডানপিটে ছেলেটা এইভাবে তাকে বেকায়দায় ফেলবে। এমনকী বাবলুও ভাবেনি, ওর একটা ঘুষিব ম্যাজিক এমন মারাত্মক হবে।

টেলিফোন বুথের ছেলেটি হাঁ-হাঁ করে ওঠার আগেই বাবলুও জোড়া পায়ে লাফিয়ে পড়েছে কার্ভালোর বুকের ওপর।

আঘাতের পর আঘাত। কার্ভালো আরও আঘাত পেল। তবুও সে হল অমানুষিক শক্তির ধাবক। তাই এক ঝটকায় বাবলুকে ফেলে দিয়েই উঠে দাঁড়াল সে। তারপর ভীষণ ক্রোধে ওর দিকে রিভলভারটা তাগ করতেই কোথা থেকে যেন একটা ইট এসে পড়ল তার মুখে। একেবারে নাক আর চোখেব মাঝখানে। ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে আর্তনাদ করে উঠল কার্ভালো।

বাবলু তখন ধুলো ঝেড়ে উঠে এসে ওর হাত থেকে কেড়ে নিল রিভলভারটা।

ঠিক তখনই একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল বাবলুর, "বাবলু! তুমি এখানে? এ যে ভাবাও যায় না!

তুমি কী করে এখানে এলে?"

মানেকা। কোহিনুরের মতো দুর্লভ একটি মেয়ে। অন্তত এই মুহূর্তে বাবলুর তাই মনে হল। বলল, "আমি তোমার খোঁজে এখানে এসেছিলাম।"

মানেকা বলল, "উঃ। কী কষ্টে যে এদের খপ্পর থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি, তা কী বলব! বাথরুমে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে এসেছি আমি। ভাগ্যে টানি আর বকি নামের শয়তানদুটো নেই। ওরা থাকলে পালানো কিছুতেই সম্ভব হত না।"

বাবলু বলল, "এখন আর কোনও কথা নয়। যেভাবেই হোক পালাতে হবে এখান থেকে।"

"তা হলে যাওয়ার আগে এই শয়তানটাকে একেবারেই শেষ করে দিয়ে যাও।"

"তা কি আমি না দেব ভেবেছ?"

"তবে আর দেরি করছ কেন? ওই রিভলভার দিয়ে গুলি করো ওকে। তোমার যদি হাত কাঁপে তো আমাকে দাও। এ-কাজ আমিও পারি।"

"না। এই ধরনের নেড়ি কুকুরকে কখনও প্রাণে মারতে নেই। এদের জখম অবস্থায় জিইয়ে রাখতে হয়। তোমার ইটের ঘায়ে ওর একটা চোখ গেছে মনে হচ্ছে। এটাই ওর সবচেয়ে বড় শাস্তি। আমি ওর ওপর আর এক ডোজ চড়িয়ে দেব। এসো, আমার সঙ্গে এসো।" বলেই মানেকাকে নিয়ে সেই মোটরবাইকে চেপে বসল বাবলু।

মানেকা বলল, "এটাকে কোত্থেকে জোগাড় করলে?"

"বলব, বলব। সব বলব। এখন কাহিনী শোনার সময় নয়। আমাকে শক্ত করে ধরে বসে থাকো তুমি। শুধু চেয়ে-চেয়ে দ্যাখো ওর আমি কী অবস্থা করি।"

বাবলু মোটরবাইকে স্টার্ট দিতেই ধূর্ত কার্ভালো ওর মনের গতিক বুঝতে পারল। তাই এক হাতে চোখ চেপে ছুটতে লাগল সে, 'মাই গড। হেল্প মি প্লিজ।"

বাবলু তখন সজোরে মোটরবাইকটা চালিয়ে এনে কার্ভালোকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে বিকট চিৎকার করতে লাগল সে।

ততক্ষণে পুলিশ এসে পড়েছে।

একজন ইনস্পেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবল ছুটে গিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল কার্ভালোকে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "তোমার খেল খতম হয়ে গেছে কার্ভালো। নাউ ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।"

কার্ভালোর রিভলভারটা বাবলু ইনস্পেক্টরের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নিন স্যার। এটা দিয়ে শয়তানটা আমাকে গুলি করতে যাচ্ছিল।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তুমিই বাবলু? আর এই বুঝি মানেকা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, আমরা তারাই। কিন্তু আপনি কী করে খবর পেলেন যে, আমরা এখানে?"

"একটু আগে ওদেরই দলের প্রাণতোষ নামে একজন টেলিফোনে আমাদের সব জানিয়েছে।"

"কী ভাল ওই মানুষটি। উনি না থাকলে আমি কোনওমতেই মানেকার হদিস পেতাম না। স্যার, আপনি কি বাঙালি?"

"কেন, আমার বাংলা কি পরিষ্কার নয়? আমি বাঙালি। আমার নাম বিক্রম সেন। যাক, তোমাকে আর একটা ভাল খবর শোনাই, এদের দলের রাকেশ ভাটিয়া নামের আর এক শয়তানের বডি পাওয়া গেছে কোডারমা স্টেশনে।

বাবলু আর মানেকা দু'জনেই উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "হু-র্ র্-রে।"

বাবলু বলল, "স্যার, আমার বন্ধুদের ব্যাপারে বলতে পারেন কিছু?"

"গড নোজ। এর বেশি আর কোনও খবর নেই পুলিশের কাছে। তবে এক ব্যাটেলিয়ান পুলিশ খবর পেয়েই রওনা হয়েছে কোডারমার দিকে। যদিও এটা রেল পুলিশের ব্যাপার, তবুও—।"

বাবলুর আর শোনার ধৈর্য নেই। সে মানেকাকে নিয়েই দ্রুত রওনা দিল টাউনশিপের দিকে। সকালের সোনার রোদে চারদিক তখন ঝলমল করছে।

একেবারে চৌমাথার মোড়ে এসে মোটরবাইক থমাল বাবলু। মানেকাকে বলল, "নামো।"

মানেকা নেমে বলল, "এখন কী করবে ভাবছ?"

বাবলু বলল, "মানেকা, আমাদের দু'জনেরই এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আমার যা গেছে তা শুনলে তুমি চমকে উঠবে। আশা করি আমার মতো খারাপ অবস্থা তোমার হয়নি।"

"তোমার অবস্থা কতটা খারাপ হয়েছে তা তো জানি না, তবে মরফিয়া ইঞ্জেকশনের প্রভাবে আমিও বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাহিল।"

"বিলু, ভোম্বলদের ব্যাপারে আমার এখন দুশ্চিন্তা কম। কেন না বাকার মৃত্যুসংবাদ আমার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই ঘটনা বা দুর্ঘটনার নেপথ্যে ওদের কোনও হাত আছে। অতএব একটা দিন এখানে বিশ্রাম নিলে মন্দ হবে না।"

মানেকা বলল, "বেশ। যা বলবে তুমি।"

"একদিন বিশ্রাম নিলে শরীরটাও সুস্থ হবে। সেইসঙ্গে হাজারিবাগ শহরটাও ঘুরে নেওয়া যাবে।"

বাবলু আর মানেকা তখন ভাল একটা লজের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু না, যেখানেই যায় ওরা সেখানেই শোনে জায়গা নেই। শেষে কাছাকাছির মধ্যে বালাজি লজে জায়গা পেয়ে গেল ওরা। খুব একটা ভাল লজ নয়, তবে এক আধটা রাত বিশ্রামের জন্য মন্দও না। পঁচিশ টাকা করে পঞ্চাশ টাকায় পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল রুম নিয়ে নিল ওরা।

মোটরবাইকটাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে ওরা ঘরে ঢুকল।

লজের ছেলেটি এসে বলল, "বাবু, চা।"

মানেকা বলল, "অবশ্যই। বিস্কুট ভি লে আনা।'

বাবলুরও চা খেতে ইচ্ছে করছিল খুব।

মানেকা বলল, "আমাকে কিছু পয়সা দাও না বাবলু, একটু মাজন কিনে আনি। দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া কিছুই তো হয়নি।"

"আমারও।" বলে দশটা টাকা মানেকার হাতে দিতেই মানেকা চলে গেল।

লজের সামনেই ভাত খাওয়ার হোটেল। দোকানপাট। জমজমে করছে জায়গাটা। একটু পরে মানেকা ফিরে এলে সর্বাগ্রে শরীরের গ্লানি দূর করল। তারপর ছেলেটি চা বিস্কুট নিয়ে এলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাই খেয়ে স্নানের ব্যবস্থা করতে লাগল।

কিন্তু মুশকিল হল সঙ্গে তো অন্য কোনও পোশাক নেই গামছা নেই। তা হলে?

অগত্যা ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে মার্কেটিংয়ে বেরোল দু'জনে। ভাগ্যে ওই দু হাজার টাকা পেয়েছিল বাবলু, না হলে কী যে হত?

লজের বাঁদিক দিয়ে যে বড় রাস্তাটা শহরের একেবারে জমজমাট জায়গার দিকে চলে গেছে, ওরা একটা রিকশা নিয়ে সেইদিকেই চলল।

যেতে যেতে রিকশায় বসেই বরাকরের সেই দুঃস্বপ্নের রাতের কথা এক এক করে সব শোনাল মানেকা। ওকে কীভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, ইঞ্জেকশনের প্রভাবে অজ্ঞান করিয়ে কী ভাবে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সব বলল।

বাবলুও বলল ওর আগাগোড়া ঘটনার কথা।

একসময় ওরা বড়বাজারে এসে পৌঁছল।

প্রথমেই কেনা হল কাঁধে ঝোলা একটি ব্যাগ। তারপর দু'জনের জন্য দুটো রুমাল। একটা সাবান, গামছা, মানেকার চুড়িদার, ওর পাজামা পাঞ্জাবি। অযথা কিছু টাকা নষ্ট। কিন্তু এগুলো ছাড়া তো চলবেও না।

রিকশায় যেতে যেতে শহরের রূপ দেখে মন ভরে গেল ওদের। আসলে ইংরেজরা যখন এইখানে শহর পত্তন করে তখন নিজেদের গ্রামের আদলেই গড়ে তুলেছিল এটিকে। এমন সুন্দর পরিবেশে তিন-তিনটে লেকের আকর্ষণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। তবে কিনা সবার সেরা আকর্ষণ জিব্রাল্টার রকের ধরনে এখানকার ওই কানারি পাহাড়। যেখান বাবলুর চরম মুহূর্তগুলো কেটে গেছে কাল রাতে। মাদার, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, সোনাঝুরি, জারকান্ডা ও আরও কত যে গাছের সমন্বয় এখানে, তা বলবার নয়। এখানে দেখারও তো আছে অনেক কিছু। হরহদের গভীর জঙ্গল, সাকিট হাউসের লাগোয়া বনভূমিতে গলফ কোর্স। আছে টাইগারস পুল, শালপর্ণী। একটু দূরে তিলাইয়া ড্যাম। ওদিকে রামগড় হয়ে রাজারাপ্পা। ওইসব অবশ্য এখন ঘুরে দেখার সময় নেই। যাই হোক ওরা বেনাকাটা শেষ করে সিংহানি মিশনের বড় গির্জার কাছে নেমে আর একপ্রস্থ জলযোগ সেরে নিল। কেন না মানেকা এখনও সেরকম কিছু খায়নি। ওর এখন খাদ্যের প্রয়োজন।

ক্ষুধা এমনই জিনিস যাকে জয় করা বড়ই কঠিন। জঠরের জ্বালা না থাকলে সবকিছুই ভালভাবে করা যায়।

ওরা হাঁটাপথে লজে এসে সর্বাগ্রে স্নানপর্বটা মিটিয়ে নিল। সত্যর লজ। তাই কমন বাথ। যাই হোক, বাইরে বেরিয়ে বিপদকালে এইসব দেখলে চলে না।

স্নান শেষ হলে সামনের হোটেলে গিয়ে পেটভরে মাংসভাত খেয়ে নিল দু'জনে। বেশ তৃপ্তি করেই খেল।

মানেকা বলল, "বিকেলে কী করবে বাবলু?"

"প্রথমেই মোটরবাইকটাতে একটু তেল ভরে নিতে হবে। তারপর সারা শহব তোলপাড় করে রাত্রিটা কাটাব এখানে। ভোর হলেই রওনা দেব কোডারমার পথে।"

"ওখানে গেলে কি ওদের দেখা মিলতে পারে?"

"কী করে জানব বলো?"

"এক এক করে আমাদের সব শত্রুই তো নিপাত গেল। এখন বাকি রইল শুধু গোল্ডেন প্রিন্স।"

"টনি, রকি আব কার্ভালো যখন ধবা পড়েছে ওরও তখন খেলা শেষ। এই অন্তিম লগ্নে ওর পাশে এখন কেউ নেই।"

"তার মানে ওকে এবার মবতেই হবে।"

"মরতেই হবে ওকে। হয় আমাদের হাতে, না হয় পুলিশের গুলিতে। তবে জ্যান্ত যদি ওকে ধবতে পারি তা হলে ফাঁসুড়েকে দিয়ে নয়, ফাঁসি কা ফান্দাটা ওর গলায আমিই পরাব।"

মানেকা হেসে গডিযে বলল, "তোমাকে ওই দডিটা পরাবার অনুমতি দেবে কে?"

"দেবে না আমিও জানি। তবু ইচ্ছে করছে আমাব।"

এর পর আর সময নষ্ট নয়। দু'জনেই লজে ফিবে সে যার ঘরে ঢুকে বিছানায দেহটা এলিয়ে দিল। শোয়ামাত্রই ঘুম। দু'জনেরই ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। তবুও বাবলুব অবস্থাটা খুবই খাবাপ। তাই ঘুম যে কত সুখেব তা এই প্রথম অনুভব করল বাবলু।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দুপুর গডিয়ে বিকেল, বিকেল গডিযে সন্ধে হযে এসেছে। বাবলু ধডমড়িযে উঠে বসল বিছানায়। তাবপব পাশের ঘবে এসে ধবজায টোকা মেরে ডাকল, "মানেকা, মানেকা, উঠে পডো, সন্ধে হয়ে এসেছে।"

মানেকা বোধ হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তাই সাডা দিতে পাবল না।

একবার, দু'বার, তিনবার ডাকল বাবলু। তিনবারেও যখন সাড়া মিলল না তখন দবজায একটু জোবে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজাটা। বাবলু দেখল, শূন্য বিছানা পডে আছে, কিন্তু মানেকা নেই।

কোথায় গেল মেয়েটা?

বাবলু বাথরুমের কাছে গিয়ে হাঁক দিল, "মানেকা?"

না। সেখানেও নেই।

লজের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, অনেক আগেই দিদিমণি একা একাই বেবিযে গেছে। কোথায় গেছে তা সে জানে না।

বাবলু মাথায় হাত দিযে বসে পডল। যাঃ। মেয়েটা আবার তলিয়ে গেল অতল জলে। কেন যে এইভাবে একা বেরোতে যায়! নিশ্চয়ই আবার কোনও দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে গেছে ও। হঠাৎই মনে হল প্রিন্সেব খপ্পবে পড়ে যায়নি তো? তা যদি হয় তা হলে তো সর্বনাশ। বাবলু এই অবস্থায কী যে কববে কিছু ভেবে পেল না। সে ধীরে-ধীরে বাইবে বেবিযে এল। এক পা-দু' পা কবে বড বাস্তার মোডের মাথায় যেই এসেছে অমনই ঘাড়ে একটা রদ্দা খেয়ে ছিটকে পড়ল সে। অত লোকজনেব মাঝখানে এটা যে কীভাবে সম্ভব হল, তা ও ভেবে পেল না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আর একটা বদ্দা খেতেই চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল। গা-মাথা ঘুলিযে উঠে কীরকম যেন হয়ে গেল তাব। তারপরে আর কিছুই ওর মনে নেই। জনাচাবেক লোক এসে বাবলুকে একটা মালবাহী ট্রাকের মাথায় শুইয়ে নিল। তারপর দডি দিয়ে ওব হাত পা এমনভাবে বাঁধল যাতে ও কোনওরকমে ছিটকে না পডে।

শত শত লোকের চোখের সামনে দিয়েই বাবলুকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল দ্রুতগামী ট্রাক। ওদেব বাধা দিতে পথচারীরা কেউ এতটুকুও সাহস করল না। তার কাবণ, এই ধরনেব দুষ্কৃতীর মোকাবিলা কববাব মতো ক্ষমতা তাদের একজনেরও ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ১৫ ॥

পঞ্চু ছুটছে। কোডারমার সেই অভিশপ্ত গুহার ভেতরে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, ল্যাংচা, এমনকী বিজলিও বন্দিনী হওয়ার পর ভয়ংকর একটা বিপদের সংকেত পেয়ে দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে ছুটে চলেছে পঞ্চু।

ও বেশ বুঝতে পারল ওই শত্রুব্যূহের মধ্যে কোনওরকম চালাকিই খাটবে না ওর। তাই অযথা দেরি না করে ও ছুটল চাচনদার বাড়ির দিকে। এই বিপদে একমাত্র চাচনদাই পারে লোকজন জোগাড় করে এনে ওদের মুক্তি দিতে।

এই বনে-পাহাড়ে অসংখ্য বন্যজন্তুর অবস্থান। কিন্তু তবুও বাঘ-ভালুকের ভয় ওকে দমাতে পারল না। ও শুধু ছুটেই চলল—ছুটেই চলল। ওর মনে এতটুকুও শান্তি নেই। এক তো বাবলু নেই, তার ওপরে সকলের এই ঘোর বিপদ। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে পঞ্চু যেন ফেটে পড়তে লাগল।

একসময় শহরের আলো দেখা যেতে লাগল একটু একটু করে। অভ্রখনির জন্য বিখ্যাত কোডারমাকে রাতের অন্ধকারে আলোর সাজে কী ভালই না লাগছে।

পঞ্চু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল চাচনদার বাড়িতে।

চাচনদার আদিবাসী স্ত্রী তখন টুকিটাকি ঘরের কাজ সারছিল। পঞ্চুকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখেই বুঝতে পারল গোলমালের চরম কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। তাই পঞ্চুর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে পঞ্চু?"

পঞ্চু কী আর বলবে? সে বাংলাও জানে না, হিন্দিও না। ইংরেজি, উর্দু কোনও ভাষাই সে জানে না, বলতে পারে না। তার ল্যাঙ্গুয়েজ ভৌ ভৌ। যে ভাষার ব্যাকরণ আজও লেখা হয়নি। পঞ্চু ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে একবার চাচনদার স্ত্রীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে, পরক্ষণেই ছুটে যায় দরজার কাছে।

চাচনদার স্ত্রী ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেই পঞ্চুকে নিয়ে চলল চাচনদাকে ব্যাপারটা জানাতে।

চাচনদা তখন লাইনের ধারে তাঁবুতেই ছিল। ওদের ওইভাবে আসতে দেখেই একজন কর্মচারীকে সব জানিয়ে হাঁকডাক করে বেশ কিছু লোকজন জড়ো করে ফেলল। তার মানে এইরকম একটা কিছু ঘটতে পারে ভেবে আগাগোড়া ব্যবস্থা করাই ছিল চাচনদার। একদল পুলিশও এই ডাক পাওয়ার জন্য তৈরি ছিল।

সবাই সশস্ত্র হয়ে চলল তাই গিরিগুহায় অভিযান করতে।

সাধারণ মানুষ একটু হুজুগ পেলে আর কিছু চায় না। তার ওপর খুনখারাপি তো শান্তিকামী মানুষের একান্তই না-পসন্দ। ফলে প্রায় শতাধিক উন্মত্ত জনতা ও পুলিশবাহিনী লাঠি-সড়কি, বল্লম, টর্চ ও মশাল নিয়ে চলল।

মশালের আলোয় লালে লাল হয়ে উঠল চারদিক। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বনে যেন আগুন লেগেছে। যেন একটা দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বনের যত হিংস্র জন্তুরা হিংসা ভুলে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। নিশাচর পাখিরা কর্কশ ডাক ছেড়ে পালাতে লাগল চারদিকে। পাখিরা জেলে উঠে কলরব করে সেই অন্ধকারেই শূন্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। ক্রুদ্ধ জনতা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল সেই গিরিগুহার দিকে।

একসময় ওরা পৌঁছল।

সেই রুদ্ধদ্বার গিরিগুহার সামনে এসে চিৎকার করতে লাগল সকলে। লাথির পর লাথি মারতে লাগল দরজায়। তাতেও যখন কাজ হল না তখন বড় বড় পাথর নিয়ে এসে ঘা দিয়ে দিয়ে ভেঙে ফেলা হল কাঠের দরজাটাকে। গুহার ভেতর থেকে একটা বিশ্রী রকমের কটু গন্ধ বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই গন্ধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল বহু লোক।

আর? আর কী হল?

মশালের আগুনের সংস্পর্শে এসে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল গুহার ভেতরটা। গেল গেল রব উঠল চারদিকে।

সবার আগে পঞ্চুই ঢুকেছিল ভেতরে। ল্যাংচার হাত থেকে খসে পড়ে যাওয়া বাবলুর পিস্তলটা দেখতে পেয়েই মুখে করে তুলে নিয়েছিল। তাই চেঁচিয়ে তার অবস্থিতির জানান কউকেই দিতে পারল না সে।

এদিকে এই আগুন। আগুনকে বড় ভয় পঞ্চুর। কে না ভয় করে আগুনকে? ভয়ার্ত পঞ্চু গোঁ-গোঁ করতে করতে গুহার একেবারে দেওয়ালের দিকে পেছোতে লাগল। পঞ্চু বুঝল সবার সঙ্গে চালাকি করা চলে কিন্তু আগুনের সঙ্গে নয়। এই আগুনই মৃত্যুর ধ্বজা উড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হঠাৎ বুম বুম শব্দ। কী ভীষণ! কী ভয়ংকর! যেন আগ্নেয়গিরির লাভার উদ্গিরণ হল। এলোপাথাড়ি পাথর ছিটকে পড়তে লাগল চারদিকে। গুহার মাথাটা ভেঙে ধসে পড়ল নীচে।

বাইরে শুধু হাহাকার আর চিৎকার। এই মাযাবী রাতের মাযায় এই গভীর বনের অন্ধকারে মরণছায়া যেন ঘনিয়ে এল। সেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেতে লাগল অনেক- -অনেক দূরের গ্রাম থেকেও।

বিস্ফোরণটা অন্য কিছুর নয়, আগুনের উত্তাপ ও রাসায়নিক গ্যাসের প্রভাবেই এই দুর্ঘটনা। ভাগ্যি সব লোক ভেতরে ঢোকেনি। দু'-একজন যারা প্রথমে ঢুকেছিল, তারা পালিয়ে আসার সময় অল্পবিস্তর আহত হলেও প্রাণে মরেনি কেউ।

গুহার ছাদ ধসে পড়তেই একসময় আগুনও নিভল, গ্যাসও কমল। বাইরের মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে এসে স্বাভাবিক হয়ে গেল সব।

কিন্তু ওরা কোথায়? যাদের জন্য এখানে আসা তারা নেই কেন? তবে কি তারা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে? শুরু হল জোর খোঁজাখুঁজির পালা।

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে গুহার বিপরীত দিকে ছুটে গেল সবাই। গিয়ে দেখল গুহার পেছনদিক দিয়ে আর একটি সুড়ঙ্গপথ গভীর বনপ্রদেশের দিকে নেমে গেছে। গুহায় আগুন লাগলে পঞ্চু প্রাণ বাচানোর তাগিদে এদিক-ওদিক থেকে গিয়ে এই পথটিকে আবিষ্কার করে। ওর নির্দেশিত সেই পথে কয়েকজন মশাল নিয়ে এগিয়ে গিয়েই দেখল এক জায়গায় ল্যাবরেটরির কিছু মূল্যবান জিনিসপত্তর গাদা করা আছে, আর তারই একপাশে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বিজলি।

চাচনদা সর্বাগ্রে ছুটে গিয়ে বন্ধনমুক্ত করল ওকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "ওরা কোথায়? ওই ছেলেমেয়েগুলো?"

বিজলি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল চাচনদার মুখের দিকে। কী করুণ তার চোখের চাহনি। ওর অবস্থাটা দেখে মনে হল প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে তাকে। কেন না ওর সারা শরীরেই আঘাতের চিহ্ন।

চাচনদা আবার জিজ্ঞেস করল, "ওদের ব্যাপারে তুমি কি কিছু জানো?"

বিজলি সে-কথারও কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের মনেই হেসে উঠল এবার। দেখতে দেখতে ওর চোখ-মুখের ঘোর অন্যরকম হয়ে উঠল।

চাচনদার আশপাশে আরও যারা ছিল তারা বলল, "নিশ্চয়ই কোনও জাল ওষুধ বা ইঞ্জেকশনের প্রভাবে স্মৃতিভ্রম করানো হয়েছে ওর। অতএব ওকে জিজ্ঞেস করে কোনও কিছুরই সদুত্তর পাওয়া যাবে না।"

জনতার ভেতর থেকে একজন বলল, "আমার তো মনে হয় ওরা পালাবার সময় ছেলেমেয়েগুলোকে সঙ্গে নিয়েই গেছে। এবং এই পথেই।"

চাচনদা বলল, "তা যদি হয় তা হলে ওরা কিন্তু খুব একটা বেশি দূরে যেতে পারেনি। এখনও আমরা এগিয়ে গেলে ওদের নাগাল পেতে পারি।"

বিজলিকে পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েকজন লোককে সেখানে রেখে ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে চলল বনপথ ধরে।

বলাবাহুল্য, পঞ্চু চলল সবার আগে। ওর মুখে বাবলুর পিস্তলটা।

হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে পিস্তলটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে গরগর শব্দ করতে লাগল পঞ্চু।

পুলিশ ও জনতা ছুটে এসে দেখল চোখে হাত চেপে দু'জন দুষ্কৃতী পথে পড়ে ছটফট করছে।

পুলিশের একজন ছুটে গেল তাদের কাছে, দেখল দু'জনেরই চোখের অবস্থা খুব খারাপ।

ততক্ষণে অন্যান্যরাও এসে গেছে।

একজন জিজ্ঞেস করল, "আয়সা হাল তুমহে কৌন বনায়া?"

দুষ্কৃতীদের একজন বলল, "পহলে তো হসপিটাল লে চলো ভাই। বাদ মে সব কুছ পুছো। হমারা দোনো আঁখ বরবাদ কর দিয়া উয়ো বদমাশোনে।"

"ও সব কিধার গয়ি।"

ততক্ষণে বিলু আর ভোম্বল ঝুপঝাপ করে লাফিয়ে পড়ছে একটি গাছের ডাল থেকে।

এমনকী ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাকেও আসতে দেখা গেল বনের ভেতর থেকে।

চাচনদা বলল, "তোমরা এখানে কী করছিলে? কোথা থেকে এলে তোমরা?"

বিলু বলল, "পঞ্চু! পঞ্চু কই? সে কোথায়?"

পঞ্চু বাবলুর পিস্তলটা মুখে নিয়েই ছুটে এল ওদের কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল।

ল্যাংচা তো প্রায় জড়িয়ে ধরল পঞ্চুকে। তারপর ওর মুখ থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে বলল, "এটা তুই কোথায় পেলি পঞ্চু? এটা তো আমার হাত থেকে খসে পড়েছিল ওই অভিশপ্ত গুহায়।"

পঞ্চু আর কী বলবে? একবার আস্তে করে ডেকে উঠল শুধু, "ভো উ উ উ।"

ভোম্বল বলল, "উঃ কী ভয়ংকর কাণ্ডটাই না ঘটে গেল একটু আগে। কিন্তু তোমরা আমাদের খোঁজে এদিকে এলে কীভাবে?"

চাচনদা সব বলল, পঞ্চু যেভাবে কৌশলে ওদের ডাকিয়ে এনেছে এক এক করে, সব বলল চাচনদা।

সব শুনে বিলু বলল, "কী দুর্ধর্ষ শয়তান ওরা। আমাদের আচ্ছন্ন করবার জন্য একরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আবার আমাদের খোজে কেউ এলে তারা যাতে অগ্নিকাণ্ডে মরে সেইরকম গ্যাসও জমিয়ে রেখে এসেছিল। ভাগ্যে বিপর্যয়টা ঘটল।"

চাচনদা বলল, "না হলেও ভয়ের কিছু ছিল না। কেন না সবাই তো আমরা দলবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে ঢুকে পড়িনি। দু'-একজন ঢুকতেই মশালের আগুনে কেলেঙ্কারিটা হয়ে যায়। তাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে তারা। তবে পাথর ধসে পড়ার সময় জখম হয়েছে বেশ কয়েকজন। ভেতরে থাকলে সবসুদ্ধ চাপা পড়ে মরত। কিন্তু তোমরা এখানে কেন? আর সব কোথায়? মেয়েগুলো কই?'

বিলু বলল, "জানি না। আমরা সবাই এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছি। আসলে ওই গুহায় ঢুকে পড়ার কিছু সময়ের মধ্যেই আমরা অবশ ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। কতক্ষণ ওইভাবে ছিলাম তা জানি না। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি কয়েকজন লোক আমাদের দু'জনকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে পাহাড় জঙ্গল। আমরা নিরস্ত্র। তাই ওদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রথমেই ওদের চোখের দফা খেয়ে দিই। না হলে গায়ের জোরে ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠতাম না। লোকদুটো যখন ছটফট করতে লাগল আমরা তখন বন্য জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য গাছে উঠলাম। তারপরই শুনতে পেলাম ওই বিস্ফোরণের শব্দ।"

ল্যাংচা বলল, 'আমি ছিলাম একা। দু'জন লোক আমাকে টেনে হিঁচড়ে খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি জোর ফিরে পেয়েই একজনকে ল্যাং মেরে ফেলে দিই একটু নিচু খাদে। আরেকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার মাথায় পাথরের এক ঘা বসিয়ে দিই। তারপরই ওই বিস্ফোরণের শব্দে বুক কেঁপে ওঠে আমার। হঠাৎ একটা শেয়াল ভয় পেয়ে আমার পা ঘেঁষে এমনভাবে পালাল যে, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম আমি। কী জোর লাগল পায়ে। একদম নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। এমন সময় মশালের আলো আর লোকজন দেখে অতিকষ্টে সাহস করে এগিয়ে এলাম।"

চাচনদা বলল, "মেয়েগুলো তা হলে ।"

বিলু বলল, "ওদেরও তা হলে আমাদের মতোই দশা হয়েছে। নিঘাত এইভাবেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের।"

ভোম্বল বলল, "এ নিয়ে তো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এই শয়তানগুলোকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের।" বলেই চোখে হাত চাপা দেওয়া একজনকে জিজ্ঞেস করল ভোম্বল, "এ ভাই! তুম লোগ উয়ো লেড়কিয়ো কো কাহা লে গয়া?'

ওরা কোনও উত্তর না দিয়ে "মর গয়ি রে, বাবা রে " এই করতে লাগল।

একজন শুধু অতিকষ্টে বলল, "পাহাড়পুর।"

চাচনদা বলল, "পাহাড়পুর! পাহাড়পুরে কোথায়?"

"যাঁহা প্রিন্স কা আড্ডা। লালকুঁয়া মে।"

বিলু বলল, "তোমরা আমাদের এত কষ্ট করে ওখানে নিয়ে যাচ্ছিলে কেন?"

"আয়সা হি নির্দেশ থা হামলোগোঁ কো।"

বিলু বলল, "চাচনদা! আর সময় নষ্ট নয়। দু'একটা মশাল আমাদের হাতে দিন, আমরা এগিয়ে দেখি।"

চাচনদা বলল, "সে কী! পাহাড়পুর এখানে কোথায়? অনেকদূর এখান থেকে। ট্রেনে যেতে হবে। তা ছাড়া এই বনপথে তোমরা যাবে কী করে?"

"কী করে যাব তা জানি না। তবু একটু এগিয়ে দেখি যদি ওদের পথেই কোথাও ধরে ফেলতে পারি।"

চাচনদা বলল, "তবে তো আমাকেও যেতে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে।" বলে কিছু পুলিশ ও জনতাকে নির্দেশ দিল বিজলিকে নিয়ে কোডারমায় ফিরে যাওয়ার। আর কিছু পুলিশ ও জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল জঙ্গলের পথে।

ভয়ংকর অভিযান। হঠাৎ এক জায়গায় এসে প্রবল বাধার সম্মুখীন হল ওরা। দেখল সাত-আটজন লোক বন্দুক তাগ করে দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে।

কিন্তু ওই বন্দুকধারীদের চেয়েও বিলুদের দল অনেক ভারী। এই দলে কম করেও জনতা পুলিশ সমেত জনাপঁচিশেক লোক ছিল, তারাও সশস্ত্র। ফলে রীতিমতো মারামারি শুরু হয়ে গেল।

জঙ্গল এখানেই শেষ। সর্পিল পিচের রাস্তা দেখা যাচ্ছে একপাশে। আর সেই রাস্তার গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের ভেতর থেকে বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী ও সুদেষ্ণার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বিলু, ভোম্বল ও ল্যাংচাকে বহন করবার জন্যই অপেক্ষা করছে ট্রাকটা। ওদের আসতে দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে উঠছিল ড্রাইভার। এইবার গোলমাল বুঝে গাড়িতে স্টার্ট দিতেই পঞ্চু একটা পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল ট্রাকের মাথায়।

বিলু, ভোম্বল, ল্যাংচা ছুটে গিয়েও তার নাগাল পেল না।

চাচনদা বলল, "মনে হচ্ছে ওটা পাহাড়পুরের দিকেই গেল। তোমরা শিগগির এসো। এখনই তোমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিচ্ছি। চলো স্টেশনে।"

ততক্ষণে অন্য একটি ট্রাকও এসে গেছে।

ড্রাইভার একজন সর্দারজি।

হাত দেখিয়ে ট্রাক থামিয়ে চাচনদা সর্দারজিকে সব খুলে বলতেই সর্দারজি ওদের তুলে নিলেন তাঁর ট্রাকে। তারপর ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে দিলেন আগেব ওই ট্রাকটিকে ধরে ফেলবার জন্য।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সেই ট্রাকের নাগাল পাওয়া গেল। দেখা গেল ছোট একটা পাহাড়ের গায়ে আড়াআড়ি করে ট্রাকটাকে এমনভাবে বাখা আছে যাতে আপ-ডাউন দু'দিকের কোনও গাড়িই চলাচল করতে না পারে।

বিলু, ভোম্বল, ল্যাংচা তিনজনেই নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

সর্দারজিও ছুটে গেলেন সেই পরিত্যক্ত ট্রাকের দিকে। গিযেই বুঝলেন এটি ইচ্ছাকৃত নয়, দুর্ঘটনা। গুরুতর আহত অবস্থায় ড্রাইভাব বসে আছে চালকের আসনে। তার গলায় কোনও জন্তুর কামড়ের দাগ।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, ল্যাংচাও ছুটে এসেছে।

বিলু দেখেই বলল, "এ পঞ্চুর কীর্তি।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু কোথায় পঞ্চু? আব সব কই?"

ল্যাংচা বলল, "নিশ্চয় ওরা এখানেই ধারেকাছে কোথাও আছে।"

বিলু জোর গলায় চেঁচিয়ে ডাকল, "প-ন্-চু-উ-উ।"

কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

"বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী! সুদেষ্ণা...।"

না, না, না, না। কাবও কাছ থেকে কোনও সাড়াশব্দই ভেসে এল না।

বিলু বলল, "আশ্চর্যের ব্যাপার। কী হল বল তো ওদের? ট্রাক দুর্ঘটনায় ওরা জখম হলে আশপাশেই থাকত ওরা। তা যখন নেই তখন নিশ্চয়ই ওদের কোথাও সবিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সে জায়গাটা কতদূরে? তা ছাড়া পঞ্চুর খপ্পর থেকে ওরা কীভাবে নিয়ে গেল ওদের?"

ল্যাংচা বলল, "যেভাবেই হোক নিয়ে গেছে। তবে কিনা পঞ্চুকে তো না মেরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পঞ্চু কোথায়? সে-ই বা উধাও কেন?"

ভোম্বল বলল, "মনে হয় ব্যাপাবটা এইরকম হয়েছে: বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে ট্রাকটা যখন উধাও হচ্ছিল ঠিক তখনই পঞ্চু লাফিয়ে পড়ে ট্রাকের ওপব। তারপর যারা ওদের পাহারায় ছিল তাদেব এমন নাস্তানাবুদ করে যে, ট্রাক থেকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পালাতে পথ পায় না বাছাধনরা। ড্রাইভারও তখন ভয় পেয়ে গাড়িটাকে দুর্ঘটনায় ফেলে। পঞ্চু তখন সেই অবস্থাতেই রাগে ড্রাইভারের গলা, টুঁটি কামড়ে ধরে।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় এইরকম ব্যাপার ঘটেনি। তা যদি হত তা হলে ওরা সবাই এখানেই থাকত। চলে যেত না। যেহেতু ওরা জানে আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি।"

ল্যাংচা বলল, "বাঃ বে। ওরা এখানে বসে থেকেই বা কববে কী? নিরাপদ একটা আশ্রয়ের সন্ধানে যাবে না?"

"যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু আমরা যখন পেছনে আছি তখন আমাদের বাদ দিয়ে তো যাবে না!"

ভোম্বল বলল, "ওদের এই উধাও হয়ে যাওয়াটা খুবই রহস্যময়। আরও রহস্যময় পঞ্চুর ব্যাপারটা। ট্রাকের মাথা থেকে চলন্ত গাড়িতে ড্রাইভারের কাছে পৌঁছনো সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ সেই কাণ্ডটাই পঞ্চু করল কী করে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "আমার তো কিছু মাথায় আসছে না।"

সর্দারজি ততক্ষণে একাই পাঁজাকোলা করে গাড়ির ভেতর থেকে নামিয়ে এনেছেন ড্রাইভারকে। তারপর পথের ধারে এক জায়গায় শুইয়ে রেখে চেষ্টা করতে লাগলেন ট্রাকটাকে কোনওরকমে চালিয়ে এনে সরিয়ে রাখা যায় কিনা।

বিলু, ভোম্বল আর ল্যাংচাও এগিয়ে গেল সেই মৃতপ্রায় ড্রাইভারের কাছে।

ড্রাইভার তো কথা বলতে পারছে না।

তবু বিলু তাকে প্রশ্ন করল, "আমাদের ওই মেয়েগুলো কোথায় জানো?"

ড্রাইভার অতিকষ্টে বলল, "মেরা খেয়াল হ্যায় কি প্রিন্স কা আদমি যাতে সময় উয়ো লেডকিয়োঁ কো সাথ লে কর চলা গয়া।"

ভোম্বল বলল, "কোনদিকে?"

"ইসি রাস্তে মে।"

বিলু আবার জিজ্ঞেস করল, "অ্যাক্সিডেন্ট ক্যায়সে হুয়া?"

উত্তরে ড্রাইভার যা বলল তা হল এই: "প্রিন্সের জনা-দুই লোক ট্রাকে ছিল। তারা ছিল সশস্ত্র। মেয়েগুলোর হাত শক্ত দড়ি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা ছিল। এমন সময় পঞ্চু ট্রাকের ওপর লাফিয়ে পড়ায় ঘটে গেল বিপর্যয়টা। চিৎকার চেঁচামেচিতে এমন এক জায়গায় পৌঁছল যে, সম্পূর্ণ অন্যমনস্কতার ফলে এই দুর্ঘটনা হয়ে যায়। ততক্ষণে পঞ্চুও এসে টুঁটি কামড়ে ধরেছে ওর। ইতিমধ্যে জঙ্গলের ভেতর থেকে প্রিন্সের দলের আরও কয়েকজন লোক এসে পড়ায় শক্তিবৃদ্ধি হয় ওদের। ওরা তখন মেয়েগুলোকে ধরে টানতে টানতে এই পথ ধরে নিয়ে যায়। পঞ্চুও ড্রাইভারকে ছেড়ে পিছু নেয় ওদের।"

বিলুরা সর্দারজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় দেখা গেল বাচ্চু আর বিচ্ছু ছুটতে ছুটতে আসছে।

ল্যাংচা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই—ওই তো ওরা।"

বিলু বলল, "ওরা নয়। মাত্র দু'জন।"

ভোম্বল বলল, "তাই তো! রাজকুমারী নেই, সুদেষ্ণা নেই, পঞ্চু নেই।"

ল্যাংচা বলল, "আমি জোরে হাঁটতে পারছি না। পায়ে লাগছে। তোরা এগিয়ে যা! গিয়ে জিজ্ঞেস কর ওরা নেই কেন?"

ওরা যাওয়ার আগেই বাচ্চু-বিচ্ছু এসে পড়ল। দারুণ উত্তেজনায় রীতিমতো হাঁফাচ্ছে দু'জনে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে! তোরা দু'জন কেন?"

"আমরা দু'জনই। রাজকুমারী আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। পঞ্চু ওদের পিছু নিয়েছে। দলে ওরা পাঁচজন ছিল। তাও সশস্ত্র। আমরা কোনওরকমেই ওদের বাধা দিতে পারছিলাম না। ওদের তিনজনকে একা পঞ্চুই ঘায়েল করেছে। বাকি দু'জন নিয়ে গেছে ওদের।"

"গুলিটুলি চালায়নি তো?"

"না। চারদিকে যা অন্ধকার তাতে সে-চেষ্টা করেনি ওরা। তা ছাড়া পঞ্চু যেভাবে লম্ফঝম্ফ করে ওদের ঘায়েল করেছে, তাতে ওরা বুঝেই গেছে সাক্ষাৎ যমের কবলে পড়ে গেছে ওরা। গুলি চালালে নিজেরাই মরত।"

ভোম্বল বলল, "ল্যাংচা, বাবলুর পিস্তলটা তুই আমার হাতে দে। দিয়ে তুই বরং দুর্ঘটনাস্থলে ফিরে যা। কেন না যদি চাচনদা লোকজন, পুলিশ ইত্যাদি নিয়ে এইদিকে আসে, তুই তা হলে আমাদের ব্যাপারে কিছু অন্তত বলতে পারবি।"

ল্যাংচা বলল, "কিন্তু..।"

"কোনও কিন্তু নয়। তোর পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। পিস্তলটা আমরা কাছে নিচ্ছি এই কারণে, যদি হঠাৎ করে বাবলুর দেখা পাই তখন এটা কাজে লাগবে।"

ল্যাংচা বলল, "সাবধানে যা তা হলে। আমি এদিকটা দেখছি। এর মধ্যে একটাই গুলি পোরা আছে। খুব সাবধানে রাখবি কিন্তু। অসাবধান হলেই বিপদ। আরও গোটা দুই দিচ্ছি, সঙ্গে রাখ।"

পিস্তল নিয়ে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটে চলল জঙ্গলের দিকে। গিয়ে দেখল পঞ্চুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত লোকগুলো টলতে টলতে কোথায় যেন যাচ্ছে। ওদের কাঁধে একটা করে বন্দুক।

বিলু হঠাৎ পেছন থেকে গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "হল্ট।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকগুলো ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

"হ্যান্ডস আপ।"

হাত ওঠাল ওরা।

"বন্দুক ফিকো। আগে বাঢ়ো।"

দুষ্কৃতীরা ভাবল, নিশ্চয়ই পুলিশের খপ্পরে পড়েছে ওরা। তাই যা বলা হল তাই করল।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ঝাঁপিয়ে পড়ে কুড়িয়ে নিল সেই বন্দুকগুলো। বিলু আর ভোম্বল তো বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বেশটি করে ঘা-কতক দিল তিনজনকেই। একে পঞ্চুর আঁচড়-কামড়, তার ওপর বন্দুকের ঘা। ওরা আর সহ্য করতে পারল না। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্ছু আর ভোম্বল তিনজনেই তখন অভিজ্ঞ বন্দুকবাজের কায়দায় ওদের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিলু বলল, "ওরা কোথায়? ও দোনো কাঁহা হ্যায়?"

ওরা বিস্মিত, হতচকিত।

"ওই মেয়েদুটো কোথায়?"

একজন আঙুল তুলে দূরের দিকে দেখিয়ে বলল, "রেলওয়ে স্টেশন কি তরফ।"

"রেলওয়ে স্টেশন!"

"হাঁ, হাঁ, গুঝাণ্ডি। জলদি যাও, ও লোগ হ্যায় আভিতক।"

ওরা আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেকে ছুটে চলল স্টেশনের দিকে। বেশিদূর যেতে হল না। খানিক যাওয়ার পরই স্টেশনের আলো চোখে পড়ল ওদের।

এত রাতে এই নির্জন পাহাড়ি স্টেশন একেবারেই নিঝুম।

ওরা গিয়েই দেখল পঞ্চু ছোটাছুটি করছে প্ল্যাটফর্মের এদিক থেকে সেদিক। সকলকে আসতে দেখেই পঞ্চু কুঁই-কুঁই করে ওর অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ওর। অনেক আদর করল।

বিলু বলল, "ওরা কোথায়? রাজকুমারী, সুদেষ্ণা?"

পঞ্চু সমানে ভৌ ভৌ করতে লাগল।

এমন সময় রেলের একজন খালাসি এগিয়ে এসে বলল, "তোমরা কি কোডারমা থেকে আসছ? চাচনভাইয়ের দেশোয়ালি ভাই বহিন?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কী করে জানলে?"

"এইমাত্র ফোনে খবর পেলাম। লেকিন একটু দেরি হয়ে গেল। একটা গুড্‌স ট্রেনে ওই লেড়কি দু'জনকে নিয়ে ভেগে গেল ওরা। গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে গেল এই নেড়ি কুত্তাটা।"

বিলু বলল, "এটা আমাদেরই পোষা কুকুর।"

"সে তো দেখছি। লেকিন এক মিনিট আগে আসলে এর যা তেজ দেখছি তাতে কাবু করে দিত ওদের। যাই হোক, তোমাদের কোনও ভয়ের কুছু নেই। পাহাড়পুরে সিগন্যাল দিয়ে ট্রেন রুখে দেব আমরা। ওইখানে আমার দোস্ত রামাশিস আছে, সে ঠিক রুখে দেবে ওদের।"

বিলু বলল, "এখন পাহাড়পুর যাওয়ার কোনও ট্রেন নেই?"

"হ্যায়। এক পঁচিশমে হ্যায় হাতিয়া-পটনা এক্সপ্রেস।"

"ও গাড়ির স্টেপেজ আছে?"

"আছে। যাও টিকট বনাকে লাও।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আমাদের কাছে তো টিকিটের পয়সা নেই।"

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "আমার কাছে আছে। আমি করছি টিকিট।"

ওরা দেখল পায়ে আঘাত লাগা সত্ত্বেও ল্যাংচা ঠিক ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে হাজির হয়েছে।

বিলু বলল, "এ কী রে! তুই কী করে এলি?

"আমি কি একা? আমরা সবাই এসেছি। চাচনদাও আছে আমাদের সঙ্গে। দুষ্কৃতীদের প্রায় সবাইকেই ধরে ফেলেছি আমরা। ওদের হাজারিবাগে নিয়ে যাওয়া হবে।"

ওরা দেখল চাচনদা ও সঙ্গের লোকজন, পুলিশ সেই আহত লোকগুলোর কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাই দেখে আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

চাচনদা বলল, "সবাই ঠিক আছ তো তোমরা?"

"আছি। শুধু রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে নিয়ে পালিয়েছে ওরা।"

"সে কী! আমি তো প্রত্যেক স্টেশনে ফোন করে দিয়েছি।"

সেই খালাসি লোকটা এগিয়ে এসে বলল, "দিয়েছ, তবে অনেক দেরি করে।"

"দেরি তো একটু হবেই। ওই জঙ্গলে ফোন কোথায়? প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে ডি এফ ও -র বাংলো থেকে ফোন করেছি।"

বিলু বলল, "ভালই করেছেন। আমরা তো পাহাড়পুরে যাচ্ছি, দেখিই না চেষ্টা করে যদি উদ্ধার করতে পারি ওদের।"

চাচনদা বলল, "সাবধানে যাও। আমি একবার কোডারমায় রিপোর্ট করেই কিছু পুলিশ নিয়ে সকালের গাড়িতে আসছি।"

এমন সময় দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখা গেল। হাতিয়া-পটনা এক্সপ্রেস। গাড়ি থামলে সকলের সহযোগিতা নিয়ে একটা সাধারণ বগিতেই উঠে পড়ল ওরা।

রাত্রি তখন একটা পঁচিশ।

ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল ট্রেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়পুরে এসে যখন থামল তখন দুটো বেজে এক।

ওরা প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই দেখা গেল রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে। ওদের ঘিরে তখন বেশ কিছু লোকজন। রাজকুমারীকে ফিরে পেয়ে ল্যাংচার আনন্দ দেখে কে?

কী আনন্দ! কী আনন্দ!!

চাচনদার ফোনে ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। আসলে এই দুষ্টচক্রটার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল সকলেই। কিন্তু কোনওভাবেই কিছু করে উঠতে পারছিল না ওদের। এখন পুলিশ প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত জেগে ওঠায় দুষ্কৃতীরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে। একদিকে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বেপরোয়া ভাব, অন্যদিকে পুলিশের তৎপরতায় ওরা এখন পালাবার পথও খুঁজে পাচ্ছে না।

দুষ্কৃতীরা তাই পাহাড়পুরে ট্রেন থামিয়ে রাজকুমারী সুদেষ্ণাকে নিয়ে মালগাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার ট্রলিম্যান রামাশিস একাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের দু'জনের ওপর। সেইসঙ্গে সতর্ক আরও কয়েকজন।

দুষ্কৃতীদের দু'জনই ধরা পড়েছে ওদের হাতে। তাদের দু'জনকে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রেখেছে ওরা টিকিটঘরের পাশে।

রাজকুমারী বিলুকে জিজ্ঞেস করল, "বাবলুর ব্যাপারে কোনও কিছু জানতে পারলে?"

বিলু বলল, "না। তবে অনুমান করছি প্রিন্সের গোপন ঘাঁটিতে কোনওরকমে আমরা একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলেই বাবলুকে পেয়ে যাব। হয়তো বা মানেকার দেখাও মিলতে পারে সেখানে।"

সুদেষ্ণা বলল, "ওর আশা আমি অবশ্য আর করি না।"

বিলু বলল, "আমাদের অভিযান এখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রিন্সের সঙ্গে আমাদের দারুণ একটা বোঝাপড়া হবেই হবে এবার। কেন না এখন আর শুধুই আমরা নই, পুলিশও হাতে হাত মিলিয়েছে আমাদের। কাল ভোরেই আমরা যাব এখানকার লালকুঁয়া অভিযানে। আর কোডারমার দিক থেকে পুলিশও এসে হাজির হবে দলে দলে। খেলা জমবে কাল।"

ভোম্বল বলল, "এমত অবস্থায় আমার তো মনে হয় রাজকুমারী ও সুদেষ্ণাকে নিয়ে ল্যাংচার উচিত কলকাতায় ফিরে যাওয়া।"

বাচ্চু বলল, "আমিও তাই বলি। আর রিস্ক না নেওয়াই উচিত ওদের।"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ, ওরা ফিরেই যাক।"

ল্যাংচা বলল, "কখনও না। এর শেষ না দেখে আর বাবলুকে না নিয়ে কিছুতেই ফিরব না আমরা।"

বিচ্ছু বিরক্ত হয়ে বলল, "আঃ! তুমি কেন বুঝছ না আমাদের অবস্থাটা?"

ল্যাংচা বলল, "তোরাই বা কেন বুঝছিস না আমার উদ্দেশ্যটা? তোরা যদি হঠাৎ ওই বাঘের গুহায় গিয়ে বিপদে পড়িস তা হলে বাবলুর ওই যন্ত্রটার উপযুক্ত ব্যবহার আমি তো করতে পারব? তবে রাজকুমারী আর সুদেষ্ণা ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে অথবা এইখানেই কোথাও অপেক্ষা করতে পারে।"

রাজকুমারী বলল, "না। তা হবে না। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যখন ঘর থেকে বেরিয়েছি তখন যত বিপদই হোক সহসা পিছু হটব না।"

সুদেষ্ণা বলল, "আমারও ওই একই মত। এখন তোমরা বলো কাল সকালে তোমরা লালকুঁয়ায় পৌঁছবে কী করে?"

বিলু ধৃতদের একজনকে বলল, "আমাদের এক বন্ধুকে তোমাদের প্রিন্স খুব সম্ভবত লালকুঁয়ায় আটকে রেখেছে। সেইসঙ্গে মানেকা নামের এক মেয়েকে। আমরা তাদের সন্ধানে যাব। কীভাবে?"

ধৃতদের দু'জন নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

একজন বলল, "উঁহু! এরকম কোনও খবর তো নেই আমাদের কাছে। ওই ছেলেটা তো জিব্রাল্টার থেকেই বেপাত্তা। তবে আমরা বারণ করছি তোমাদের, লালকুঁযায় তোমরা যেয়ো না। প্রিন্স কিন্তু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমাদের।"

"সেই সুযোগ কি পাবে সে?"

"তা হলে মবোগে যাও।"

"কীভাবে যাব?"

"তার আমরা কী জানি?"

বিলু তখন পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু বিকট একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল তাব গাযেব কাছে।

লোকটিও ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

অন্যজন বলল, "এইখান থেকে গাড়ির চাকার দাগ ধরে জঙ্গলের দিকে হাফ-কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই লালকুঁয়া দেখতে পাবে। পুরনো ভাঙা কেল্লা একটা। ওইখানেই গোল্ডেন প্রিন্সেব স্বর্ণভাণ্ডার। ওব চৌহদ্দির মধ্যে নানা জাতের এমন সব হিংস্র কুকুব আছে যারা তোমাদেব সুস্বাদু মাংস খাওয়ার জন্য হানটান কবছে। আব আছে যেখানে সেখানে বিদ্যুৎবাহী কাঁটাতার। অর্থাৎ মরণ তোমাদের পাযে পাযে। এখন কী কববে তা ভেবে দেখো।"

"যেতে আমাদেব হবেই। প্রথমে আমরা যাব, তারপরে পুলিশ যাবে। অর্থাৎ গোল্ডেন প্রিন্সেব স্বণযুগেব কালই শেষ।"

ধৃত দুষ্কৃতীরা হাসতে লাগল হো হো করে। তারপর বলল, "সেইসঙ্গে তোমাদের চালাকিও।"

হঠাৎ কী যে হল কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেল ল্যাংচা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক ভীষণদর্শন লোক ওর হাত থেকে বাবলুর পিস্তলটা ছিনিযে নিয়ে তাগ করে আছে ওর দিকে।

ততক্ষণে পঞ্চুও দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন ঘিরে ফেলেছে তাকে। কিন্তু সেই দানবকে বাধা দেওয়ার শক্তি তাদের কারও ছিল না। অমন যে পঞ্চু, তাকেও আঘাতে আঘাতে প্রতিহত কবতে লাগল সে। একসময় আত্মরক্ষার জন্য গুলিও চালাল। কিন্তু সে গুলি রং টার্গেট হয়ে ছিটকে গেল জঙ্গলের দিকে।

ততক্ষণে ওদের দলের আরও দু'তিনজন এসে মুক্তি দিয়েছে সেই ধৃতদের। ওরা সবাই তখন জঙ্গলেব দিকে ছুটল। ওদের কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে চোরা। তাই দিযে ওরা সমানে বাধা দিতে লাগল পঞ্চুকে। ওরা চার-পাঁচজন। পঞ্চু একা। সে কখনও মার খেয়ে পিছিয়ে আসে, কখনো নবোদ্যমে এগিয়ে যায়। সমানে লড়তে লাগল সে। কী মার খেল, তবু হাল ছাড়ল না। ওদেব পিছু নিয়ে সমানে তাড়া করল ওদের।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাজকুমারী, সুদেষ্ণাও ওদের অনুসরণ করল। কিন্তু একজায়গায় এসে থামতেই হল ওদের। এই অন্ধকারে আর পথের দিশা নেই।

পঞ্চু তখন অনেক, অনেক দূরে।

॥ ১৬ ॥

এবার হাজারিবাগের সেই বালাজি লজের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। মানেকা তো এক ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েই উঠে পড়ল একসময়। তারপর বাবলুর ঘরের কাছে এসে দরজাটা একটু ঠেলে যখন বুঝল বাবলু অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন পথের লোকজনের আসা-যাওয়া দেখবে বলে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। সামনেই ফুটের ধারে একজন চা করছিল। তার কাছ থেকে চা নিয়ে খেল এক ভাঁড়। এরপর আপনমনেই রাজপথ ধরে পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরে যখন হঠাৎ খেয়াল হল অনেক দূরে চলে এসেছে, তখনই দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে এল। এসেই শুনল বাবলুও ওরই খোঁজে বেরিয়েছে। তারপর মোড়ের মাথায় আসতেই যখন লোকমুখে জানতে পারল দারুণ একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, তখন একটুও বিচলিত না হয়ে লজে ফিরে পোশাক পরিবর্তন করেই বাবলুর ঘরে ঢুকে সামান্য টাকা-পয়সা হাতের কাছে যা ছিল তাই নিয়ে ঘরের চাবি লজে জমা দিয়ে মোটরবাইকটা নিয়ে প্রথমেই এল একটি পেট্রল পাম্পে। তারপর প্রয়োজনমতো তেল ভরে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল যে পথে বাবলুকে নিয়ে উধাও হয়েছে দুষ্কৃতীরা, সেই পথে। খানাখন্দে ভরা রাস্তা ধরেই কোনওক্রমে দুর্ঘটনা এড়িয়ে এগিয়ে চলল সে।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ দেখতে পেল সেই ট্রাকটিকে। পরম নিশ্চিন্তে যাচ্ছে। তাই তার গতির মধ্যে একটা মন্থর ভাব। ও আর গতি না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে ওই মালবাহী ট্রাককে অনুসরণ করতে লাগল।

স্থানীয় একজন ওকে গাড়ির নম্বর দিয়েছিল তাই রক্ষে। না হলে ও বুঝতেও পারত না বাবলুর অপহরণকারী ট্রাক কোনটি।

যাই হোক, এক জায়গায় এসে দেখল পথ সেখানে চারভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এইখানেই জি টি রোডে এসে পড়ল। এই জায়গাটার নাম বারাহি চৌপট। বারাহি মোড়ও বলে কেউ কেউ। এখান থেকে বাঁদিকের রাস্তাটা চলে গেছে গয়া হয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে। ডানদিকের পথ গেছে কোডারমা। সোজা গেলে রাঁচি। আর একটি পথ হাজারিবাগ হয়ে ধানবাদ। বাবলু যে ট্রাকে ছিল সেই ট্রাক গয়ার দিকে মোড় নিল। কিন্তু বেশিদূর গেল না। খানিক যাওয়ার পরই অন্ধকারে এক জায়গায় থেমে গেল। পথের একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার, ক্লিনার ও আরও দু'জন লোক একটি চা-দোকানে গিয়ে ঢুকল চা খেতে। শুধু কি চা খাওয়া? নানারকম মুখরোচক আলোচনায় মেতে উঠল তারা।

মানেকা বেশ কিছুটা তফাতে এক অন্ধকার নির্জনে মোটরবাইকটা রেখে খুব সন্তর্পণে ট্রাকের পেছনদিকে এসে দাঁড়াল। মালবাহী ট্রাকের বোঝাই মালগুলো ত্রিপল ঢাকা অবস্থায় দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ও সেই দড়ি ধরে একেবারে ওপরে উঠেই দেখল বাবলু বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে। ওই বাঁধন দড়ির সঙ্গে টান করে বেঁধে কালো প্লাস্টিক পেপার ঢাকা দেওয়া ছিল বাবলুকে। হাওয়ায় যাতে সেটা উড়ে না যায় তাই সেটাও বাঁধা ছিল কায়দা করে।

মানেকা সেই ঢাকা সরিয়ে বাবলুকে দেখতে পেলেও ওর বাঁধন দড়ি খুলতে পারল না।

বাবলুর আচ্ছন্ন ভাবটা তখন কেটে গেছে। ও নিজেও ভাবেনি এত সহজে সে মুক্তি পাবে বলে। তাই মানেকাকে দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে গেল সে। বলল, "এটা কী করে সম্ভব হল? তুমি এখানে কী করে এলে?"

মানেকা চাপা গলায় বলল, "ওসব কথা বলবার এখন সময় নেই। ওরা চা খেতে গেছে, এখনই এসে পড়বে। তোমার বাঁধন দড়ি খোলা দূরের কথা, একটুও আলগা করতে পারছি না।"

"আমার প্যান্টের পকেটে একটা ছুরি আছে। সেটা বের করে চট করে দড়ি কেটে ফেলো।"

মানেকা তাই করল। তারপর বাবলুকে নিয়ে নীচে নেমে সেই অন্ধকার জায়গাটায় গিয়ে দেখল এই সময়টুকুর মধ্যেই মোটরবাইকটা উধাও।

মানেকা বলল, "যাঃ, কী হবে?"

"কী আর হবে? আপাতত আমরা ওই ট্রাকেরই মাথায় উঠে বসে থাকি এসো। দেখিই না ওরা কতদূরে যায়?"

"তা হলে কোডারমায় যাওয়ার কী হবে?"

"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

একটু পরে ছাড়ার মুহূর্তেই ওরা ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকে। তারপর পেছনদিক দিয়ে দড়ি ধরে একটু একটু করে উঠে পড়ল মাথায়। এবং দু'হাতে শক্ত করে দড়ি ধরে দু'জনেই পাশাপাশি উপুড় হয়ে শুয়ে রইল সেখানে।

ট্রাক চলতে লাগল। তবে কিনা খুবই মন্থর গতিতে। কেন না রাস্তাঘাটের অবস্থা এদিকে আরও খারাপ।

যেতে যেতেই বাবলু বলল, "খিদেও লাগছে, জলতেষ্টাও পাচ্ছে।"

মানেকা বলল, "পাবেই তো। আমার কিন্তু এবার ভয় করছে খুব। কেন যে তুমি আবার নতুন করে উঠতে গেলে এটাতে। এইভাবে এখন আমাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে কোথাও যাওয়াটা নিরাপদ কি?"

"উদ্দেশ্যহীন কেন? এই ট্রাক যখন শত্রুপক্ষের, তখন ওদেরই কোনও না কোনও ঘাঁটিতে এটা যাবেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"গেলেই বা কী হবে? তোমার আর আমার মাঝখানে কে-ই বা আছে? তোমার হাতে পিস্তল নেই, আমিও নিরস্ত্র। পঞ্চুও সঙ্গে নেই আমাদের, তা হলে?"

বাবলু হাসল। হেসে বলল, "ওরা ক'জন আছে?"

"জনাপাঁচেক।"

"হজম করে দেব।"

"ওদের ঘাঁটিতে গেলে আরও তো অনেকে আসবে, তখন? তাই বলি এখনও ভেবে দ্যাখো কী করবে?"

বাবলু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, "আকাশের চাঁদটা কেমন উঠেছে দেখেছ?"

"দেখেছি। এখন চাঁদ না দেখে এদের ফাঁদ থেকে কী করে বেরোবে তাই দ্যাখো।"

"কোথায় ফাঁদ? আমরা ইচ্ছে করলেই নেমে যেতে পারি।"

"তা হলে নামছ না কেন? আমাদের যাওয়ার কথা কোডারমা, কিন্তু এরা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায়।"

"জানি। সেই অন্য রাস্তার শেষ দেখব বলেই তো যাচ্ছি আমরা।"

মানেকা বলল, "তা হলে যা ভাল বোঝ তাই করো।"

বাবলু রহস্যময়ভাবে হাসতে লাগল।

এ-পথে শুধু যে ওরাই যাচ্ছে তা নয়, লরির মিছিল চারদিকে। সেই একই পথ ধরে সারিবদ্ধভাবে চলতে লাগল ওরা। যাচ্ছে তো যাচ্ছে। অন্তবিহীন পথ যেন। থামাথামির কোনও ব্যাপার নেই।

বাবলু বলল, "আমাদের অভিযানের ঝুঁকি কীরকম বুঝতে পারছ তো?"

মানেকা মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, "সত্যি, এতটা কিন্তু ভাবিনি। আমাদের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায় যদি সবাইকে আমরা ফিরে পাই।"

"সেইসঙ্গে ওই প্রিন্সের হাতে লোহার বালাদুটোও যদি পরিয়ে দিতে পারি।"

"অর্থাৎ কিনা হাতে হাতকড়া এই তো?"

"ঠিক তাই।"

"তা কি কখনও সম্ভব হবে বাবলু?"

"না হলে তো এত ছোটাছুটি, দৌড়োদৌড়ি, বিপদের ঝুঁকি নেওয়া সবই বৃথা হবে।"

"তা কেন, এই অভিযানের মধ্য দিয়ে ওদের রীতিমতো বিধ্বস্ত করতে পেরেছি আমরা।"

"তা অবশ্য পেরেছি।"

দেখতে দেখতে গয়া এসে গেল।

মানেকা চমক ভেঙে বলল, "এ কী! আমরা যে অনেক দূরে চলে এলাম!"

"হয়তো আরও দূরে যাব আমরা।"

বাবলুর মনোভাব ঠিকমতো বুঝতে না পারায় এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে একসময় খুব সহজভাবেই মানেকা বলল, "আশপাশে কত পাহাড় দেখেছ বাবলু?"

"দেখেছি। কিন্তু আমাদের এই ট্রাকবাহন অন্যগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যপথ ধরেছে তা কি লক্ষ করেছ?"

"আরে হ্যাঁ, তাই তো! পথের ধারে যে সমস্ত দোকান রয়েছে তারই সাইনবোর্ডে তাই তো লেখা।"

"তার মানে এতক্ষণে যে-কোনও একটা ঠিকানায় পৌঁছব আমরা। অর্থাৎ যাত্রা এবার শেষ হবে। আসলে জঙ্গলের গভীরে ঘাঁটি হতে পারে। স্টক রাখা যায়। কিন্তু লেনদেনের জন্য অন্যত্র আসতেই হয়। এবার সেই জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছব আমরা।"

বাবলুর ধারণা ঠিক। বুদ্ধগয়ায় ঢোকার মুখেই মস্ত একটি সাবেকি দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামল ট্রাক। বাড়িটার নাম রাজমহল।

সেই বাড়ির দোতলার বারান্দাটা ওদের নাগালের মধ্যে।

বাবলু বলল, "এক কাজ করো, এই অবস্থায় নীচে না নেমে আমরা বারান্দায় গিয়ে রেলিং টপকে পাশের বাড়ির ছাদে চুপচাপ বসে থাকি চলো। ওইখান থেকেই ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে পারব।"

বলামাত্রই কাজ। ওরা ট্রাকের ওপর থেকে দোতলার বারান্দায় নেমে সুকৌশলে পাশের বাড়ির ছাদে পৌঁছে গেল। মানেকার ভূমিকায় বাবলু দারুণ খুশি। এই ধরনের মেয়ে সঙ্গে থাকলে যে-কোনও অভিযানের ঝুঁকি নেওয়া যায়। বাবলু বুঝল একে দিয়েও কাজ হবে।

একজন লোক তখন দড়ি বেয়ে ট্রাকের মাথায় উঠে এসেছে। এসেই আঁতকে উঠল, "আরে এ রাজদেও, কাঁহা হ্যায় ও লেড়কা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"উয়ো তো বঁহি থা।"

"লেকিন হ্যায় নেহি।"

চোখের পলকে তখন ছুঁচোমুখো আর একজন উঠে এসেছে। এসে ভাল করে দড়িগুলো পরীক্ষা করে বলল, "এ তো দেখছি ছুরি দিয়ে কাটা দড়ি। তার মানে ও পালিয়েছে। যাঃ, কীভাবে বেঁধেছিলি ওকে?"

এমন সময় বারান্দার দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে মৃত্যুর মতো হিমশীতল অথচ দারুণ ভয়াবহ একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ফালতু টাইম পাস না করো। সামান জলদি অন্দর লাও।"

ট্রাকের ওপরে বা নীচে যারা ছিল তারা তটস্থ হয়ে বলল, "ইয়েস ম্যাডাম।"

আলো নিভল। দরজাও বন্ধ হল।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "কিছু বুঝলে?"

"বুঝলাম। কিন্তু ওই কণ্ঠস্বর কার? প্রিন্সের তো নয়। এ যে একজন মহিলার। এদের দলে মহিলাও আছে নাকি?"

"থাকতে পারে। যেমন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এবারের এই অভিযানে সহযোগী হিসেবে বাচ্চু-বিচ্চু ছাড়া রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, এমনকী তুমিও আছ।"

আদেশমাত্রই জিনিসপত্র নামানো শুরু হল। ত্রিপলের ঢাকা সরিয়ে প্যাকিং করা কার্টন বক্স এক-একটি মাথায় করে বাড়ির ভেতর ঢুকে যেতে লাগল সকলে।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও নিষিদ্ধ ড্রাগ কিংবা হিরে পাচার হচ্ছে অথবা সোনার বিস্কুট।"

"এ তো আমাদের অনুমান। আসলে কী আছে এর মধ্যে সেই রহস্য জানা যাবে কীভাবে?"

"ধীরে বন্ধু, ধীরে। অধৈর্য হলে চলবে না। ধৈর্য এবং দুঃসাহসের অভাব হলেই বিপর্যয়। শুধু শক্তি দিয়ে নয়, বুদ্ধি এবং চালাকি দিয়েই কাজ হাসিল করতে হয় এসব ক্ষেত্রে।"

যাই হোক, মাত্র কিছু সময়ের মধ্যেই জিনিসপত্র নামানো হয়ে গেলে ট্রাকটা আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেমে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "এইবার যেভাবেই হোক এই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে।"

মানেকা বলল, "কিন্তু কীভাবে?"

বাবলু বলল, "এই বাড়ির ছাদ যখন আছে তখন নীচে নামারও ব্যবস্থা আছে। তাই নীচে নেমে সম্ভব হলে বাড়ির পেছনদিক দিয়েও কৌশলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করব। একান্ত কিছু করতে না পারি খবর দেব পুলিশে।"

মানেকা উল্লসিত হলে বলল, "দি আইয়া। বাড়িটার নাম রাজমহল, তাই না?"

"ইয়েস। দিস ইস ফেমাস রাজমহল। বাট হু আর ইউ?" সেই হিমশীতল অথচ ভীষণ কঠিন কণ্ঠস্বর। সেই রহস্যময়ী। ওদের কথার ফাঁকে কখন যে বারান্দা টপকে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে, তা ওরা টেরও পায়নি। রহস্যময়ীর হাতে ঝকঝক করছে একটি লোডেড পিস্তল। আর চোখের দৃষ্টি? যেন বাঘিনী।

মানেকার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বাবলুও বুঝতে পারল, এই বাঘিনীর হাত থেকে ওদের সত্যিই নিস্তার নেই। জিনস পরা এক দারুণ ব্যক্তিত্ব। যেন পাথর কুঁদে গড়া দেহ। বয়সও এমন কিছু নয়। ওদেরই সমবয়সি কি দু'-এক বছরের বড়। অথচ কী সাংঘাতিক। বলল, "তুমিই কি সেই—।"

"পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমার নাম বাবলু।"

"ওই মেয়েটি?"

"আমার গার্ল ফ্রেন্ড মিস মানেকা। তুমি?"

"আমি নিশা ভার্গব। তোমরা এখানে কী করতে এসেছিলে?"

"তোমাদের সর্বনাশ ঘটাতে এসেছিলাম।"

রাতের অন্ধকারে নিশাচরীর মতোই হাসল নিশা। তারপর বলল, "তোমরা দু'জনেই এখন আমার শিকার। আশা করি কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করবে না।"

বাবলু আড়চোখে একবার মানেকাকে দেখে নিয়ে বলল, "নাঃ। অত কাঁচা কাজ আমরা করি না। তোমার যা প্রকৃতি দেখছি, আর হাতে যে জিনিস আছে, তাতে চালাকি করতে গেলে আমাদের অবস্থাটা যে কী হবে তা বোঝবার মতো বয়স আমাদের হয়েছে। অতএব—।" বলেই আচমকা নিশার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করল বাবলু।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ? চোখের পলকে অভ্যস্ত নিশা বাবলুকেও ধরাশায়ী করে পিস্তলের নলটা ওর গলায় ঠেকিয়ে বলল, "ওয়ান—টু—থ্রি—।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু এক ঝটকায় সেই হাত সরিয়ে গায়ের জোরে চেপে ধরল ওর হাতটাকে।

ততক্ষণে একদল মেয়ে ছুটে এসেছে ছাদের ওপর।

বাবলু চিৎকার করে বলল, "মানেকা! পালাও তুমি। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। পারলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ো।"

তাই করা উচিত। দু'জনেই ধরা পরার চেয়ে একজনের অন্তত পালিয়ে যাওয়া ভাল। মানেকা বাবলুর কথামতো বারান্দার রেলিং ধরে ঝুলে পড়েই লাফিয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

তারপর দৌড়—দৌড়—দৌড়।

সেই মালবাহকরা ওকে তখন তাড়া করেছে। এদিকে বাবলুও মেয়েদের হাতে বন্দি।

এতটা করুণ অবস্থা বাবলুর হত না। আসলে আত্মরক্ষার জন্য কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে যে ওকে লড়াই করতে হবে তা ওর ধারণাতেও ছিল না। তাই প্রতিটি আক্রমণের আগে ও বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল।

বন্দি বাবলুর দিকে তাকিয়ে সাপিনীর মতো ফুঁসতে লাগল নিশা। বলল, "নেহাত তোকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে পারলে প্রিন্সের কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের একটা টাকা পাব তাই, না হলে এখনই শেষ করে দিতাম। আমার গায়ে হাত দেওয়ার মজাটা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে যেতিস।"

বাবলু বলল, "ওই একই জবাব তো আমারও। নেহাত তুমি মেয়ে তাই, না হলে কী যে করতাম তোমাকে তা তুমি কল্পনাও করতে পারতে না।"

নিশা এবার কঠিন গলায় বলল, "গীতা, আমার গাড়িটা বের কর। এই শয়তানটাকে এখনই নিয়ে যাব আমি।"

"কিন্তু ওই মেয়েটা যে পালাল—।"

"পালিয়ে যাবে কোথায়? ওর পেছনেও কেউ না কেউ গেছে নিশ্চয়। ধরা পড়ে যাবে। ওকে নিয়ে আমাদের সংখ্যা হবে ষোলো। অর্থাৎ কিনা ষোলোকলা পূর্ণ হল আমাদের।"

বাবলু বলল, "সেইসঙ্গে পাপের ভারাও।"

নিশা ফোঁস করে উঠল, "আর একটি কথা বলেছ কী মুখ একেবারে চ্যাপ্টা করে দেব।"

মেয়েরা তখন ধাক্কা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামাল বাবলুকে। তারপর ওকে বেশটি করে বেঁধে নিশার মারুতির পেছনের সিটে শুইয়ে রেখে চলে গেল।

নিশা ভার্গব নিজেই স্টিয়ারিং ধরল। গাড়িটা সবে স্টার্ট দিয়েছে এমন সময় দূর থেকে একটা পুলিশের গাড়িকে আসতে দেখেই গাড়ির মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল নিশা। তারপর দুরন্ত গতিতে গাড়িটা উলটোমুখে চালিয়ে নিয়ে চলল।

বাবলু বলল, "কী হল নিশাজি, হঠাৎ মতের পরিবর্তন করলে যে? আমাকে প্রিন্সের কাছে নিয়ে যাবে না?"

"কথা না বলে চুপ করে বসে থাকো।"

"যেভাবে আমাকে বেঁধেছে তোমার মেয়েরা, তাতে তো শুয়েই থাকতে হবে। বসব কী করে?"

"ইডিয়ট।"

বাবলু বলল, "ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তোমার মতো একজন ট্যালেন্টেড মেয়ে কী করে এইরকম একটি দলে আছে।"

"আমিও ভেবে পাচ্ছি না তোমার মতো একটি ফেরোসাস ছেলে গর্দভের মতো পুলিশের হয়ে কাজ করে কী করে? আমার দলে থাকলে লাল হয়ে যেতে দু'দিনে।"

"তোমার দল মানে? তুমি কি প্রিন্সের দলে নও?"

"আমার নিজেরই একটি দল আছে। তা ছাড়া প্রিন্সের হয়েও কাজ করি আমি। টাকার বিনিময়ে।"

বাবলু ততক্ষণে একটু একটু করে বাঁধন আলগা করে উঠে বসেছে। তারপর পেছনদিক থেকে আচমকা নিশাকে গায়ের জোরে চেপে ধরতেই নিশা আর ঠিক রাখতে পারল না নিজেকে। স্টিয়ারিং থেকে ওর হাত ফসকে যাওয়ায় গাড়িটা রাস্তার ঢালে নেমে উলটে গেল। করুণ একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল নিশার গলা থেকে।

বাবলুরও লেগেছে খুব। ও কোনওরকমে তেবড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির ভাঙা কাচে হাতের দড়ি ঘষে নিজেকে মুক্ত করল। তারপর টেনে নামাল নিশাকে। ওর আঘাতটা খুব বেশি।

নিশা অতিকষ্টে বলল, "এ তুমি কী করলে ফ্রেন্ড? এই দুর্ঘটনা আরও সাংঘাতিক হতে পারত। বিপদ হতে পারত তোমারও। তা ছাড়া আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত পরিকল্পনাকে এক লহমায় ধূলিসাৎ করে দিলে তুমি।"

বাবলুর গলায় কষ্ট ফুটে উঠল, বলল, "তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন কী ছিল জানি না, তবে তুমিই তো আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"নিয়ে যাচ্ছিলাম ঠিকই। ইতিমধ্যে মতের পরিবর্তন করে ফেলেছিলাম। তোমাকে প্রিন্সের হাতে তুলে দিলে মোটা টাকা পেতাম আমি। টাকাটা হাতে এলে তোমার মুক্তির ব্যবস্থাও আমি করে দিতাম, অবশ্য যদি তুমি আমার কথামতো চলতে রাজি হতে। তা যদি হত, তা হলে প্রিন্সের স্বর্ণভাণ্ডারের মালিক হতাম আমরাই। তুমি আর আমি।"

"সেটা তোমার এই দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হত না কি?"

"আমাদের লাইনে এইরকমটাই স্বাভাবিক।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা ধরো, এখনও যদি তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি হই তা হলে কি সেটা সম্ভব নয়?"

"সম্ভব। কিন্তু তার আগে আমাকে একটু সুস্থ হয়ে নিতে হবে। তুমি আমাকে একটু ধরে ধরে নিয়ে চলো। কেন না আমাকে না ধরলে আমি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারব না, অন্তত এই মুহূর্তে।"

বাবলু বুঝল, নিশার এটা অভিনয় নয়। সত্যিই আঘাত পেয়েছে বেচারি। এবং সেটা ওরই জন্য। অথচ ওকেও তো বাঁচতে হবে। তাই সে বাধ্য হয়েই ওই কাজ করেছিল। ও শক্ত করে নিশার একটি হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল ওকে, ওরই নির্দেশিত পথে।

একসময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একটু যেন আতঙ্কিত হয়ে নিশা বলল, "শোনো, কিছু পুলিশ টহল দিতে দিতে এদিকে আসছে। ওরা এসে গেলেই কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। আমাকে দেখলেই ধরবে ওরা। তুমি আমাকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিয়ে চলো।"

"কোথায় নিয়ে যাব বলো?"

"আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে শাক্যবংশের যে রাজকুমার এখানে এসে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই গৌতম বুদ্ধের চরণতলে। সেইখানে তাঁর চরণে মাথা রেখে আমার সব কথা আমি তোমাকে খুলে বলব। তারপর স্থির করব কীভাবে কী করা যাবে।"

"এটাই তো বুদ্ধগয়া। এইখানেই সেই বোধিবৃক্ষ আছে না?"

"হ্যাঁ। ওই, ওই দ্যাখো সেই গাছ। আমরা ওই জায়গাটা থেকে আরও একটু এগিয়ে যাব।"

আরও এগিয়ে যাওয়ার পর থাই মন্দির, জাপানি মন্দির অতিক্রম করে সেই ঘনান্ধকারে ওরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে আসামাত্রই অভিভূত হয়ে গেল বাবলু। দেখল এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সুবিশাল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি নীল আকাশের নীচে বিরাজ করছেন। তাঁর দু'পাশের দুই সারিতে আছেন অন্যান্য বৌদ্ধ শিষ্য ও শ্রমণরা। সেগুলিও বিশাল। কী সুন্দর পরিবেশ সেখানকার। তবে জায়গাটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। লোহার একটি গেট আছে। সেটিও তালা দেওয়া।

নিশার নির্দেশে বাবলু সেই গেটের মাথায় উঠে হাত ধরে টেনে তুলল নিশাকে। তারপর ওকে নিয়ে ধীরে ধীরে পৌঁছে গেল সেই বুদ্ধমূর্তির পদতলে।

শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে ওর মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই কখন যেন ও বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে ফেলল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং—।"

নিশা সেই বুদ্ধমূর্তির পদতলে উপুড় হয়ে কী কান্নাটাই না কাঁদল। বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে নিজেকে হালকা করে বলল, "ফ্রেন্ড, আমাকে এখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি আমার ভাগ্যদোষে অপরাধ জগতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে, ওই মহাযোগীর করুণা ছাড়া আমার মুক্তির আর অন্য কোনও পথ নেই।"

বাবলু বলল, "তুমি কি ইচ্ছে করলে এই পথ থেকে ফিরে আসতে পারো না?"

"পারি। যদি তোমার মতো কোনও বন্ধু আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।"

"আমার মতো কেন? আমিই দাঁড়াতে রাজি আছি। আগে তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানি, শুনি, তবে তো?"

নিশা এবারে হাঁটুদুটো মুড়ে একটু টান হয়ে বসল। তারপর বলল, "বুকের পাঁজরে আর মাথায় লেগেছে খুব। যাই হোক, হয়তো সামলে নেব। তুমি কিন্তু মন দিয়ে আমার কথা শোনো।"

বাবলু বলল, "বলো।"

নিশা বলতে লাগল, "নালন্দার মেয়ে আমি। কাজেই গৌতম বুদ্ধের একটু পুণ্য প্রভাব আমার মনের মধ্যে সুপ্ত আছে। তবে কিনা মানুষ তো পরিস্থিতির দাস। আমিও তাই। একবার বক্তিয়ারপুরের কাছে মোটর দুর্ঘটনায় আমার বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। ইতিমধ্যে কিছু দুষ্টলোক এসে ভর করে আমার ওপর। তারা আমাকে দিয়ে নানারকম খারাপ কাজ করিয়ে নেয়। আমার মতো আরও কয়েকজন মেয়েকে দিয়ে তারা লোকের পকেট কাটতে বাধ্য করায়। ওরাই আমাকে বন্দুক, রিভলভার ধরতে শেখায়। সাইকেল, স্কুটার, মোটরও চালাতে শেখায়। প্রথম প্রথম

এইসব বাজে কাজ করতে আমার মনে সায় দিত না। পরে বুঝলাম আমার বা আমাদের মতো মেয়ের বেঁচে থাকাব জন্য এ ছাড়া আর বিকল্প কোনও পথই নেই। তখন থেকেই আমি মনে মনে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করি। পরে একদিন সুযোগ বুঝে ওই দুষ্কৃতীদের কয়েকজনকে খুন করায় কোডারমার জঙ্গলে গা-ঢাকা দিই। কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর বুদ্ধগয়ায় এসে ওই পুবনো বাড়িটা জলের দামে কিনে ওইসব মেয়েদের কয়েকজনকে নিয়ে মেয়ে পকেটমারের একটা দল করি। কোডারমায় থাকার সময় প্রিন্সের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মারুতি উনি আমাকে উপহার দেন। আমি ওঁর স্কাল ডেলিভারির ব্যাপারে একটা কমিশনভিত্তিক কাজে লেগে পড়ি। উনি আমাকে দারুণভাবে উৎসাহ দেন। ওঁর মুখেই দিনকয়েক আগে তোমাদের ব্যাপারে সব শুনি। তোমাকে কেউ জ্যান্ত ধরে দিতে পারলে উনি পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত উপহার দেবেন এমন কথাও বলেন। আমি বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম বুদ্ধগয়ায় একটা ট্যুরিস্ট লজ গড়ে তোলবার। কেন না এখানে যে হারে যাত্রী আসে তাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলে রাত্রিবাস করেন খুব কম লোকেই। তাই ভেবেছিলাম ওই কাজটা কবে উঠতে পারলে আমার এই পাপের ব্যবসা ছেড়ে দেব। মেয়েগুলোও আমাকে অবলম্বন করে সৎভাবে বাঁচতে পারবে।"

বাবলু বলল, "চমৎকার! তবে আমার জন্য প্রিন্স এত টাকা অফার করলেন কেন?"

"আরে বোঝো না কেন? এটা ওঁর জেদ। বিয়ে-থা করেননি, কিছু না, শুধু সোনা পাচাব, হিরে পাচার, নিষিদ্ধ-ড্রাগ পাচার এইসব করে বেড়ান। ছেলেবেলায একবাব এক সামান্য অপবাধেব শাস্তি হিসেবে ওঁব গ্রামেব মুখিয়া গ্রামবাসীদের নিয়ে ওঁর মাথায় জুতো মেবে গ্রাম থেকে তাড়িযে দিযেছিল। সেই রাগে উনি পববর্তীকালে সেই মুখিয়াকে ধরে এনে জুতো পেটা করে মেরে ফেলেন। বিশেষ কবে ওঁব নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি চালানেব মাধ্যম হিসেবে ওই মাথার খুলিটাকেই উনি বেছে নেন।"

বাবলু বলল, "তা হলে বলছ আমাকে প্রিন্সেব হাতে তুলে দিতে পাবলে তুমি পাঁচ লাখ টাকা পাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোমাকে সৎভাবে বেঁচে থাকতে গেলে প্রিন্সের সংস্পর্শ তো ছাড়তে হবে। উনি কি তাতে রাজি হবেন?"

"না। সেইজন্যই তোমাকে চাই। আসলে আমি একা তো ঠিক সুবিধে করতে পাবব না। কিন্তু আমবা দু'জনে এক হলে ওর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতে পাবে।"

"আমি রাজি।"

"কিন্তু একটা কথা। কোনওবকমেই তুমি কিন্তু ওকে তোমাব পুলিশ বন্ধুদেব হাতে তুলে দিতে পাববে না। তা হলে আমাকেও জেলের ঘানি টানতে হবে; সোনা, টাকা সবই হাত ছাড়া হয়ে যাবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "আমি বাংলাব ছেলে। সেখানকার পুলিশই আমার বন্ধু। কিন্তু এখানে কেউ-ই চেনে না আমাকে।"

"তা হলে ওই কথাই রইল? এখন আমাকে শুধু ঘণ্টাখানেক রেস্ট নেওয়াব সময দাও। এই সময়টুকুব জন্য একটু ঘুমিয়ে নিই আমি। ঠিক এক ঘণ্টা পবে আমাকে ডাকবে।"

"বুঝব কী করে? এখানে তো ঘড়ি নেই।"

"আমার হাতে আছে, এটা দেখে রাখো।"

নিশা সেই গভীর নিশীথে অন্ধকার ঘাসেব গালিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে বাবলু বুদ্ধমূর্তির চারপাশে ঘুবে পায়চারি কবতে লাগল। আর ভাবতে লাগল, কোনওবকমে একবার প্রিন্সেব গোপন ঘাঁটিতে গিয়ে ঢুকতে পাবলে .।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে নিশা নিজেই উঠে পড়ল ঘুম থেকে। বলল, "কী হল ফ্রেন্ড, তোমাকে না বলেছিলাম ডেকে দিতে?"

"আসলে তুমি যেভাবে ঘুমোচ্ছিলে, তাতে—।"

"কে বলল আমি ঘুমোচ্ছিলাম? ঘুমনোর ভান করে পড়েছিলাম আমি। পবীক্ষা করছিলাম তোমাকে। লক্ষ রাখছিলাম তুমি পালাবার চেষ্টা করো কিনা। যাকে বিশ্বাস করলাম সে কতটা নির্ভরযোগ্য সেটাও একবার বাজিয়ে দেখতে হবে তো?"

বাবলু হেসে বলল, "কিন্তু ধরো যদি পালাতাম?"

"তা হলে...।" বলেই কোমরের খাপ থেকে পিস্তলটা বের করল নিশা।

বাবলু বলল, "ওরেব্বাবা!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিশা বলল, "আব দেবি নয়, অনেক সময পাব হয়ে গেছে। এখনই তো তিনটে বাজে। বুদ্ধগযা জেগে উঠবে এবাব। পথ চললেও কেউ সন্দেহ কববে না।"

"আমবা এখন কোথায় যাব?"

"পাহাডপুবেব জঙ্গলে। প্রিন্সেব লালকুঁযাব ঘাঁটিতে।"

"তোমাব শাবীবিক অবস্থা?"

"খুবই খাবাপ। তবে সামলে নিযেছি একটু। এখন না গেলে চাবটে পঁচিশেব ট্রেনটা আমবা পাব না। তুমি স্কুটাব চালাতে পাবো?"

"পাবি।"

"তা হলে ভালই হল। তুমিই আমাকে ক্যাবি কবে নিয়ে যেতে পাববে।"

"এখানে তোমাব স্কুটাব আছে?"

নিশা হাসল। কিছু বলল না।

ওবা সেই গেট পাব হযে তিব্বতি ধর্মশালাব কাছে একটা মেডিসিনেব দোকানেব সামনে গিযে দাঁডাল। তাবপব টক টক শব্দ কবতে একটি ছেলে বেবিযে এসে নিশাকে দেখেই চমকে উঠে বলল, "আবে, নিশা, তুম।"

নিশা ঠোঁটে আঙুল বেখে হিস্‌স কবে একটা শব্দ কবল। তাবপব দোকানে ঢুকে গোটা দুই ট্যাবলেট খেযে কিছুক্ষণেব জন্য ওব স্কুটাবটা ধাব চাইল।

ছেলেটি কোনওবকম আপত্তি না কবে স্কুটাবেব চাবিটা দিয়ে দিল নিশাকে।

নিশা বলল, "গযাবাম কি দুকানমে বহেগা।"

দোকান থেকে বেবিযে এসে পাশেব গলিতে বাখা স্কুটাবটি নিয়ে গযাব দিকে এগিয়ে চলল ওবা। নিশাকে পেছনে বসিযে দ্রুত স্কুটাব নিযে চলল বাবলু। মানেকাব কথা মনে হল একবাব। মেযেটি কি পালাতে পেবেছে? না ধবা পডে গেছে ওদেব হাতে? কে জানে?

কিছু সমযেব মধ্যেই ওবা গযা স্টেশনে পৌঁছে গেল। এত ভোবেও জমজম কবছে স্টেশন। স্কুটাব গযাবামেব চাযেব দোকানে বেখে ওবা ঢুকে পডল স্টেশনেব মধ্যে।

বাবলু বলল, "এ কী! টিকিট কাটা হল না তো?"

নিশা বলল, "আমাদেব টিকিট লাগে না দোস্ত।"

তোমাদেব না লাগলেও আমাব লাগে।"

নিশা চোখেব পলকে বেবিয়ে গিযে একটা টিকিট কেটে এনে বাবলুকে দিল।

বাবলু বলল, "তোমাব?"

"বললাম তো আমাদেব টিকিট লাগে না।"

'এই তোমাব সৎ হওযাব নমুনা?"

নিশা জিভ ভেংচে বলল, "স্যবি পাণ্ডব।"

নডে উঠল ট্রেন। এবং কিছুক্ষণেব মধ্যেই ঠিক সমযে পৌঁছে গেল পাহাডপুবে। প্ল্যাটফর্মেব উলটোদিকে নেমে লাইন ধবে দ্রুত চলতে লাগল ওবা আবও পেছনদিকে।

পাহাড ও জঙ্গলেব এইবকম ঘন সন্নিবেশ বোধ হয় এই অঞ্চলেব মতো আব কোথাও নেই।

অনেকদূব যাওয়াব পব এক জাযগায এসে থমকে দাঁডাল ওবা।

বাবলু বলল, "কী হল, থামলে যে?"

"অন্ধকাবে কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। দুর্গেব মতো একটি ভগ্নপ্রাসাদ।"

"ওই সেই লালকুঁযা। ওকে কেন্দ্র কবেই এত বহস্য। প্রিন্সেব গোপন ঘাঁটি। যেখানে ওব দু'চাবজন বডিগার্ড ছাডা বিশেষ কাবও প্রবেশেব কোনও অধিকাব নেই।"

"আমবা ওখানে কীভাবে যাব?"

"খুব সাবধানে এবং সতর্ক পদক্ষেপে যেতে হবে আমাদেব। কেন না এইখানে স্থানে স্থানে বিদুৎবাহী কয়েকটি তাব এমনভাবে জায়গাটাকে ঘিবে আছে, যা কাবও নজবে পড়ে না। বাতেব দিকেই এগুলো সক্রিয থাকে বেশিবভাগ। দিনেব বেলা এখানে পাহাবা দেয় প্রিন্সেব কযেকটি তেজি কুকুব।"

"সেগুলো কি এখনও আছে?"

"কয়েকটা আছে।" বলেই এদিক-সেদিক তাকিয়ে হঠাৎ একটি গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "পেয়েছি।"

"কী পেয়েছ?"

"সুইচ বোর্ড।"

বাবলু দেখল একটি গাছের গুঁড়ির নীচে খুব ছোট একটি লাল আলো জ্বলছে। পাশেই লাগানো আছে একটি পিয়ানো সুইচ। নিশা সেটা অফ করতেই লালকুঁয়ার প্রাসাদে বিপদ সংকেত বেজে উঠল। সেইসঙ্গে জ্বলে উঠল রেড লাইট। সেটা একবার জ্বলতে একবার নিভতে লাগল। তারপরই ধেয়ে এল প্রায় দশ-বারোটা হিংস্র তেজি কুকুর।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল নিশা। বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখন উপায়? ওরা যে আমাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সংকেত না দিয়ে কারেন্ট অফ করাতেই এই বিপর্যয়।"

বাবলু বলল, "উপায় আমিই করে দিচ্ছি। কেন না এখন আর এছাড়া বাঁচার কোনও পথ নেই।" বলেই নিশাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই সেই সুইচটা আবার অন করে দিল বাবলু।

চোখের সামনেই কুকুরগুলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণান্ত আর্তনাদ করে স্থির হয়ে গেল একসময়। বাবলু একবার চোখ বুজল। এরপর আবার কারেন্ট অফ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেই মৃত কুকুরগুলোর কাছে। আকাশের ঘন অন্ধকার তখন সামান্য ফিকে হয়েছে।

নিশাও একসময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, "তুমি ঠিক এইখানে এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকো। আমি একবার ভেতরে ঢুকে দেখে আসি পরিস্থিতি কীরকম।"

বাবলু বলল, "না। তুমি কখনওই একা যাবে না। গেলে আমরা দু'জনেই যাব।"

"যাওয়া যাবে না। আমি হয়তো সামলে নিতে পারব। কিন্তু তুমি পারবে না। এই কুকুরগুলোর মর্মান্তিক পরিণতির ফল যে কী ভয়ংকর তা তুমি জানো না। প্রিন্স তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেবে।"

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন উত্তেজিত গলায় বলল, "ও ঠিকই বলেছে বাবলু। দলের ক্রমাগত বিপর্যয়ে প্রিন্স এখন উন্মাদ।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী ল্যাংচা! তুই! তুই এখানে কী করে এলি?"

"সে অনেক ব্যাপার। এখানে বলা যাবে না। তোর খোঁজ করতে করতে আমরা সবাই এখানে এসে পড়েছি। তবে কিনা কেস খুব জটিল। আমি এখন দলছুট হয়ে একা পড়ে গেছি। ওরা যে কে কোথায় তা জানি না। পঞ্চু ভীষণ তাড়া করে কয়েকজনের পিছু নিয়েছে। ওরাও ওদের পেছনে ধাওয়া করে নিখোঁজ। আমি ওদের জন্যই স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় দেখি না তোরা দু'জনে ট্রেন থেকে নামলি। আমি তো ওকেই মানেকা ভেবেছিলাম। মানেকা কোথায়?

"এই মুহূর্তে সঠিক করে তা বলা যাবে না।"

"এই মেয়েটি কে?"

"এর নাম নিশা। রাজকুমারী. সুদেষ্ণা, মানেকার মতো এও একজন।"

ল্যাংচা আক্ষেপ করে বলল, "তোর জন্যই এত কাণ্ড, তুই ফিরে এলি। অথচ যারা তোকে খুঁজতে এল তারাই নিখোঁজ।"

নিশা বলল, "ওরা তা হলে নির্ঘাত প্রিন্সের খপ্পরে পড়ে গেছে। তোমরা এক কাজ করো, এখানে অপেক্ষা করো, আমি যাই। মরলে আমি মরব। যদি বেঁচে থাকি তা হলে ওদের বেরিয়ে আসার সুযোগ আমিই করে দেব। তবে একটা কথা, আমি লালকুঁয়ার প্রাসাদ থেকে আলোর সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ এগোবে না।"

নিশা আর একটু দেরি না করে নির্ভয়ে এগিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে।

বাবলু বলল, "ওকে বোধহয় এইভাবে একা যেতে দেওয়াটা ঠিক হল না। আমিও যাই। দূর থেকে অনুসরণ করি ওকে।"

ল্যাংচা বলল, "খেপেছিস? তুই নিরস্ত্র। আমিও। তোর পিস্তলটা আমার কাছে ছিল। এক দুর্বৃত্ত সেটা কেড়ে নিয়েছে আমার হাত থেকে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। ওটার খোঁজ পরে হবে, এখন তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমাদের ওরা যদি কোনওরকমে ছিটকেছাটকে এসে পড়ে, তা হলে ওদের এখানেই অপেক্ষা করতে বলবি। আমি না ডাকলে ভেতরে যাবি না কেউ।" বলেই চতুর বেড়ালের মতো নিঃশব্দে আবছা অন্ধকারে জঙ্গলের গা-ঘেঁষে এগিয়ে চলল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হঠাৎই অন্ধকার লালকুঁয়ার দিক থেকে একটা বুলেট যেন শিস দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নিশা। একবার একটু ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল।

স্থির হয়ে গেল বাবলুও। এমন তো হওয়ার কথা নয়। নিশা তো প্রিন্সের সহযোগী, তা হলে? প্রিন্স কি কোনওরকমে টের পেয়ে গেছে ওর অভিসন্ধিটা?

বাবলু দেখল, দু'জন বডিগার্ড নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে প্রিন্স। প্রিন্সকে এর আগে জিব্রাল্টারে দূর থেকে দেখেছিল। এখন দেখল অনেক কাছ থেকে। সাহেবদের মতো চেহারা। লাল টুকটুকে, কিন্তু ক্যাট্‌স আই। বেড়ালের মতো কটা চোখ। প্রিন্স এসে একবার এক পলক দেখল নিশাকে। তারপর বলল, "শয়তানির দিন শেষ।"

রক্ষী দু'জনের একজন বলল, "তুমি বোধহয় এই প্রথম কোনও মেয়েকে টার্গেট করলে, তাই না বস?"

"ঠিক তাই। ওর চোখের চাহনিতে আমি আমার মরণছায়া দেখেছিলাম। ওর পেছনেও যে আমার একজন স্পাই লাগানো ছিল, তা বোধহয় ও জানত না।"

"এখন তা হলে—?"

"আর দেরি না করে রওনা হওয়া যাক। ভোর হয়ে আসছে। আলো ফোটার আগেই চলে যেতে হবে আমাদের। এখন বাকি কাজগুলো চটপট সেরে ফেলি এসো।"

"ওই ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপারে কী হবে তা হলে?"

"ওদের প্রত্যেককে মরণখাদে ফেলে দিয়ে তবেই আমি যাব। আমার তিল তিল করে গেড়ে তোলা স্বর্গরাজ্য ওরা ছারখার করে দিয়েছে। ওদের আমি বাঁচিয়ে রাখব না।"

এই সময় হঠাৎই এক বিপর্যয় ঘটে গেল। ওরা পিছু ফিরতেই স্প্রিং দেওয়া ছবির মতো লাফিয়ে উঠল নিশা। তারপর রক্ষী দু'জনকে পরপর দুটো গুলি করতেই ধরাশায়ী হল ওরা। অমন যে দুর্ধর্ষ প্রিন্স সেও ভেবে পেল না কী থেকে কী হয়ে গেল। মেয়েটা তা হলে মরেনি? মৃত্যুটা ওর অভিনয়? রং টার্গেট তা হলে? প্রিন্সের দু' চোখে আগুন জ্বলে উঠল এবার। নিশা আর কোনও গুলি খরচ করার আগেই নিজের অটোম্যাটিকটা ওর দিকে স্থির করে বলল, "বিশ্বাসঘাতক! গো টু হেল।"

ঢিসুম।

গুরুগম্ভীর একটা শব্দ করে ভোরের বনাঞ্চল কাঁপিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে গর্জে উঠল বাবলুর পিস্তল। সেই পিস্তল। ক্যানারি হিলের মাথায় আততায়ীদের হাত থেকে পড়ে যাওয়া বিদেশি জিনিস। যা কিনা চরম বিপদের সময় দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করবে বলেই ও বহু যত্নে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন ওর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে একটি গুলিতেই প্রিন্সের হাত থেকে খসে পড়ল ওর রিভলভারটা।

নিশা ছুটে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রিন্সের দিকে তাগ করে বলল, "এবার? এবার তোমাকে রক্ষা করবে কে? তোমার প্রকৃতি আমি জানি। তাই বুলেটপ্রুফ পরে তৈরি হয়েই এসেছিলাম। যদিও ভাগ্যক্রমে গুলিটা আমার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। প্রিন্স! ঠিক এই কারণেই তোমার মৃত্যু আমার কাম্য। তবুও তোমার বদলে তোমার রক্ষীদের আমি গুলি করলাম তোমাকে শিক্ষা দেব বলে। এখন তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। নাউ বি রেডি ফর—।"

সেই মুহূর্তে বাবলু নিশার হাত থেকে ওটা কেড়ে না নিলে বিপর্যয় একটা ঘটে যেতই। বাবলু ধমক দিয়েই বলল, "এটা কী করছ তুমি? এ কাজ কি আমাকে দিয়ে হত না। এই জীবন্ত কিংবদন্তিকে মেরে ফেললে আমাদের সমস্ত অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার দলের ছেলেমেয়েদেরও হদিস পাওয়া যাবে না। প্রিন্স ছাড়া কে সন্ধান দেবে ওদের?"

প্রিন্স তখন সাপের চোখে চেয়ে আছে বাবলুর দিকে।

বাবলু ধীরে ধীরে প্রিন্সের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্মিত হেসে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার এই চরম মুহূর্তটি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে প্রিন্স। আমরা তো আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নই। তা হলে আমাদের সঙ্গে আপনার এই বিরোধ কেন?"

বাবলুর কথায় অভিভূত হয়ে প্রিন্স বলল, "তুমিই কি সেই বিস্ময় বালক? মিস্টিরিয়াস বয়?"

"হ্যাঁ আমিই সেই। তবে কিনা আমি এখন আর বালক নই।"

"তুমি এখানে কেন এসেছ? কী চাও তুমি আমার কাছে? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?"

"আমি এসেছি আমার দলের যেসব ছেলেমেয়েকে আপনি বন্দি করে রেখেছেন তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। এর বেশি আর কিছুই চাই না আমি। শুধুমাত্র তাদের খোঁজেই আমার এখানে আসা।"

"তোমার মনে অন্য মতলব ছিল না?"

"থাকলে আমার গুলিটা আপনার হাতে লাগত কী? বুকের বাঁদিকেই লাগত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কিন্তু এই শয়তান মেয়েটার সঙ্গে তুমি কেন? ও তোমাকে পথ চিনিয়ে আমার এখানে কী জন্য নিয়ে এসেছে তা তুমি জানো?"

"জানি। সব বলেছে ও আমাকে। প্রিন্স, আশা করি আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। আমাকে কেউ আপনার হাতে তুলে দিতে পারলে যে বিশাল অঙ্কের টাকা আপনি দেবেন বলেছিলেন তা এই মেয়েটির হাতে অবশ্যই দেবেন।"

"তা আর সম্ভব নয়। আমি ওকে অনেক—অনেক দিয়েছি। কিন্তু তাতেও ওর মন ভরেনি। আরও অনেক বেশি পেতে চেয়েছিল ও, এবং সেটা আমাকে নাশ করে। অথচ যে অবস্থায় কোডারমার জঙ্গলে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তখন আমি না থাকলে হয় ও খুন হত, না হলে তলিয়ে যেত অতল জলে। ওর দলের মেয়েরাই ওর এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা আমাকে জানিয়েছে। এখন আমার বিশ্বাস হারিয়েছে ও।"

"তাও জানি। ওর এই মনোভাবের প্রকাশ আমার কাছেও করেছে ও। কিন্তু এ কাজ ওকে আমি কখনওই করতে দিতাম না। আসলে অন্ধকারের জগতে চলাফেরা করতে গিয়ে মনটাও ওব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এটাই তো স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে আশা করি এই ভুল ও আর কখনওই করবে না।"

প্রিন্স বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "এই ভুল ও আবার কববে।"

"কিন্তু প্রিন্স, আপনি হঠাৎ এমন সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠলেন কেন? আপনি তো একা মানুষ? তা হলে কার স্বার্থে এসব করছেন?"

প্রিন্স বলল, "আমার ব্যাপারে কোনওরকম আগ্রহ প্রকাশ না করলেই আমি খুশি হব। তবু শোনো, আমি আমার নিজের ওপরই প্রতিশোধ নেব বলে এত নৃশংস হয়েছি। শৈশব থেকে আমার বাবা-মা'কে আমি দেখিনি। আমি কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। গ্রামের হরিজন পল্লীতে মানুষ। আমাদের ওইসব অঞ্চলে জাতপাতের একটা বিরাট সমস্যা আছে। যাই হোক, তোমাদের মতো বয়সে আমি আমার গ্রামের মুখিয়ার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে আমাকে জুতোপেটা করে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। যার জন্য এত, সেও শেষপর্যন্ত ওদের সুরেই সুব মিলিয়েছিল। এরপর বেশ কিছুদিন আমি বনে-পাহাড়ে ঘুরে শক্তিশালী হই। তারপর থেকেই শুরু হয় আমার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। ঘর-সংসার করবার স্বপ্ন আর আমি দেখিনি। শুধু মানুষের জীবন নিয়ে, অর্থ নিয়ে ফাটকাবাজি করেছি। মন মন সোনা, কোটি কোটি টাকার হিরে, এ-সবই আমার ধাপ্পা। তবে দলকে সচল রাখার জন্য অসৎপথে এসবেব লেনদেন করতেই হয়েছে আমাকে।"

"তা হলেও আপনি যা সঞ্চয় করেছেন তাতে এইভাবে নিজেকে নষ্ট না কবে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে দিব্যি সুখে তো জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন।"

"এখনও পারি। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, আমার ভূমিকা শয়তানের হলেও গৌতম বুদ্ধের মতোই বিষয়কে আমি যেমন ভয় করি—বিষাক্ত সাপ, আকাশ থেকে বিচ্যুত বজ্র বা বায়ুযুক্ত অগ্নিকেও তেমন ভয় করি না। এই সমস্ত ভোগ্য বিষয়গুলি জগতে অনিত্য। এরা মানুষের কল্যাণ ও অর্থ হরণ করে। এই সোনা, হিরে আর অর্থের লেনদেনে রাতে আমার ঘুম হয় না। এরই লোভে নিশার মতো মেয়ে আমাকে খুন করার স্বপ্ন দ্যাখে। আমি আমার পাপার্জিত সমস্ত ধনরত্ন তাই এমন এক জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছি যার সন্ধান আমার এই দেহরক্ষীরাও জানে না।"

"কিন্তু প্রিন্স, আমার দলের ছেলেমেয়েরা?"

"মুহূর্তের উত্তেজনায় তাদের আমি জীবন্ত সমাধি দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমাব সঙ্গে কথা বলে আমি আমার মতের পরিবর্তন করেছি। তা ছাড়া—। ওই, ওই তো ওরা আসছে।"

বাবলু তাকিয়ে দেখল ভোরের পাখির মতো কলকল করে ছুটে আসছে সবাই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সুদেষ্ণা, রাজকুমারী সবাই।

কী করে সম্ভব হল এটা?

আসলে হয়েছে কী, বাবলু যখন প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত, ল্যাংচা তখন আহত রক্ষী দু'জনের নজর এড়িয়ে প্রাসাদে ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর করে মুক্তি দিয়েছে সকলকে।

বিলু আর ভোম্বল তো ছুটে এসেই জড়িয়ে ধরল বাবলুকে।

বিলু বলল, "তোকে যে এইভাবে এখানে দেখব, তা কল্পনাও করতে পারিনি। কতদিন দলছুট হয়ে ছিলি তুই। কিন্তু পঞ্চু কোথায়? পঞ্চু? তাকে দেখছি না কেন?"

"জানি না সে কোথায়! ওর খবর তো তোরাই রাখবি।"

"কাল রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতীকে সাংঘাতিকভাবে তাড়া করে ও। তাই দেখে আমরাও ওর পিছু নিই। তখনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখানে এসে এদের হাতে ধরা পড়ে বন্দি হই। শয়তান প্রিন্স আমাদের জীবন্ত সমাধি দিতে চেয়েছিল। তারপরে ঠিক করল হাত-পা বেঁধে মরণখাদে ফেলে দেবে। উঃ, কী নৃশংস লোকটা! আমরা যাওয়ার আগে ওকে উচিত শিক্ষা একটা দিয়ে তবেই যাব।"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "আস্তে বল। উনি তো এখানেই—। এ কী কোথায় গেলেন উনি? এই তো ছিলেন।"

বহুদূর থেকে তখন প্রিন্সের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "বন্ধুরা, আমার খেলা শেষ। তোমরা দয়া করে বাড়ি ফিরে যাও।"

ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ঝুলন্ত একটি লতার দোলকে দুলে প্রিন্স যে কখন ওদের কাছ থেকে দূরে সরে সরে গেছে কেউ তা লক্ষও করেনি।

নিশা উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওঁকে ফেরাও বাবলু। মনে হচ্ছে উনি আত্মহননের পথে চলেছেন। ওঁর যাত্রাপথ মরণখাদের দিকে।"

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "প্রিন্স, আপনি ফিরে আসুন। ওদিকে যাবেন না। এ-কাজ আপনি করতে পারেন না। প্লিজ ।"

বাবলুর কণ্ঠস্বর পাহাড়ে-পর্বতে ধ্বনিত হয়ে উঠতেই দূর থেকে পঞ্চুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ভৌ। ভৌ ভৌ উ উ-উ।"

কোথায় পঞ্চু! কোথা থেকে সাড়া দেয়?

প্রত্যুত্তরে বাবলুও সাড়া দিল, "পঞ্চু, তুই কো থা য?"

ভৌ। ভৌ উ উ উ উ।"

বিলুরা পঞ্চুর ডাক শুনে দ্রুত ছুটে গেল সেদিকে।

নিশা বলল, "এবার আমাকেও যে বিদায় নিতে হবে ফ্রেন্ড।"

'সে কী! তুমি, তুমি কোথায় যাবে?"

'জানি না। তবে আর এখানে থাকা যাবে না। বিপদ আমার ঘনিয়ে আসছে। ওই দ্যাখো কত পুলিশ।

বাবলু তাকিয়ে দেখল, সত্যিই তো। দলে দলে পুলিশ এগিয়ে আসছে চারদিক থেকে। তাদের দলে মানেকাও আছে। আর একজন কে যেন, বাবলুও তাকে চিনল না। সে লোক কাছে এসেই বলল, "তুমিই বুঝি বাবলু? গাংচাটা কোথায়?"

'আপনি?"

'আমাকে তুমি চিনবে না। আমি চাচনদা।"

মানেকা এসে বাবলুর হাতদুটো ধরে বলল, "তোমার কোনও বিপদ হয়নি তো বাবলু? আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েই থানার দিকে চলে যাই। তারপর—।' বলেই নিশার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকাল।

নিশারসানে নিশা তখন মিলিয়ে যাচ্ছে। এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে সে। মানেকা বাবলুর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে ওর দিকে তাগ করতেই বাবলু বাধা দিল। বলল, "ওকে যেতে দাও মানেকা। ওর পুনর্জন্ম হোক।"

'কিন্তু ।"

"কোনও কিন্তু নয়। এই ভোরের আলোর মতোই ওর জীবনও এখন আলোকিত হয়ে উঠুক। জলে যেমন নৌকো মানুষকে বহন করে, স্থলে তেমনই মানুষ নৌকোকে বহন করে। এতদিন অজ্ঞানতার অন্ধকার ওকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এখন আলোর তরণীকে ও বয়ে নিয়ে যাক।"

নিশা দূর থেকে হাত নেড়ে বলল, "বিদায় বন্ধু, বিদায়—।"

বাবলুও হাত নেড়ে বলল, "বিদায়—বিদায়—বিদায়—বিদায়।"

ঠিক তখনই বহুদূর থেকে ঝড়ের বেগে পঞ্চুকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সেইসঙ্গে দলের সকলকেই।

বাবলুর পিস্তলটা মুখে করে নিয়ে এসে ওর পায়ের কাছে রাখল পঞ্চু। তারপর সে কী লুটোপুটি।

বাবলু পরমাদরে ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। দুষ্কৃতীদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে পঞ্চু। তারই চিহ্ন ওর সর্বাঙ্গে। চোখের কোলে, ঠোঁটের পাশে রক্তের ধারা। বাবলুর চোখে জল এসে গেল। বলল, "এ কী দশা হয়েছে তোর? আমাদের জন্য নিজেকে কি এইভাবেই শেষ করে দিতে হয়?"

পঞ্চু আদরে, সোহাগে গলে পড়ে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও ও ঔ।"

বাবলু বলল, "সারারাত এই জঙ্গলে কোথায় ছিলি তুই?"

পঞ্চুর হয়ে বিলু বলল, "আমরা গিয়ে দেখি না একটা টিলার গায়ে বড় একটা পাথরের ওপর বসে গরগর করছে পঞ্চু। আর সেই শয়তানগুলো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে জড়ানো কতকগুলো শক্ত লতা ধরে খাদের দিকে ঝুলছে। কী ভাগ্যিস বাঘে ধরেনি ওকে।"

ল্যাংচা বলল, "আমি তো দিচ্ছিলাম লতাগুলোকে কেটে। বিলু বাধা দিল। তা ছাড়া পুলিশ গিয়েই তো সব গোলমাল বাধিয়ে দিল।"

"কী করল পুলিশ?"

"সবক'টাকে ধরে মারতে মারতে নিয়ে গেল।"

"ভালই তো করেছে।"

"ভাল করেছে? পুলিশ ওদের দু'চারদিন আটকে রেখেই ছেড়ে দেবে। তারপর আবার দৌরাত্ম্য করে বেড়াবে ওরা।"

বাবলু হাসল। বলল, "যা করে করুক।"

ততক্ষণে পুলিশের লোকেরা লালকুঁয়ার প্রাসাদে ঢুকে তোলপাড় শুরু করেছে।

একজন ইনস্পেক্টর বাবলুর কাছে এসে ওর মুখ থেকে সব শুনলেন। বাবলু সেই বিদেশি পিস্তলটা জমা দিল পুলিশের হাতে। ইনস্পেক্টর খুশি হলেন খুব।

পুলিশের কাজ পুলিশ করতে লাগল। বাবলু ওর দলবল নিয়ে এগিয়ে চলল সেই মরণখাদের দিকে। যেখানে একটি বুড়ো বেঁটে পলাশগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রিন্স। নব সূর্যোদয়ের ছটা এসে তার মুখের ওপর পড়েছিল।

একেবারে কাছে গিয়ে বাবলু বলল, "আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি প্রিন্স। তবে আপনার কৃতকর্মের জন্য নয়। আপনার ভেতরে যে অপূর্ব জ্ঞানালোকের সন্ধান পেয়েছি আমরা, তারই জন্য। অনেক দেরিতে হলেও নিজেকে আপনি একটি বিশেষ জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছেন।"

প্রিন্সের দিক থেকে কোনও উত্তরই পাওয়া গেল না। মনে হল, যেন রক্তমাংস দিয়ে তৈরি জড় পদার্থ একটি।

মানেকা বলল, "কথা বলুন প্রিন্স! একটু কিছু বলুন।"

বাবলু বলল, "ওঁকে অযথা বিরক্ত কোরো না। চলো, আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে যাই।"

বাচ্চু বলল, "উনি কি তা হলে এইভাবেই স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে নিজেকে ধরা দেবেন?"

"না। ধরাছোঁয়ার অনেক ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেছেন উনি।"

বিচ্ছু বলল, "তার মানে?"

"ওঁর নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছি উনি আর জীবিত নন।"

মানেকা বলল, "কীভাবে এটা হতে পারে?"

"সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক।"

রাজকুমারী ও সুদেষ্ণার চোখে তখন জল। একেই বলে মেয়ে!

বাবলু বলল, "যাকগে, ওঁর ব্যাপারে মাথাব্যথা এখন পুলিশের। আমাদের কাজ শেষ। ওঁর গুপ্তধন কোথায় কী আছে পুলিশই তা খুঁজে বের করুক। আমরা এখন ঘরের ছেলেমেয়ে ঘরে ফিরি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেই অপূর্ব দৃশ্যাবলীর অরণ্যপর্বতের উপলাকীর্ণ পথ বেয়ে ফেরার জন্য রওনা হল। কারও মুখে কথা নেই। অমন যে পঞ্চু সেও নীরব। ল্যাংচা আর চাচনদা ওদের থেকে একটু এগিয়ে থাকলেও তারাও কেউ কথা বলছে না।

শুধু কলরবে মেতে উঠেছে বুনো পাখির দল।

রোমাঞ্চকর এই অভিযানের শেষে পায়ে চলা পথের ধারে ছোট্ট একটি টিলা দেখে হঠাৎই যেন আনন্দে মূর্ত হয়ে উঠল সকলে। তার কারণ, কোডারমা ও পাহাড়পুরের কিছু মানুষ বনফুলের মালা দিয়ে ওদের অভিনন্দন জানাবেন বলে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে।

সেই মালা বাবলুর গলায় পরিয়ে দিতেই সোল্লাসে লাফিয়ে উঠে লালকুঁয়ার প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল ল্যাংচা, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

রাজকুমারী, সুদেষ্ণা, মানেকা, এমনকী চাচনদাও বলে উঠল, "হিপ হিপ হুররররে।"

পঞ্চুও সকল ব্যথাবেদনা ভুলে সেই একইভাবে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম